সদৃশ

আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান সূত্র

অর্থাৎ

ORGANON

OF

The Art of Healing

BY

SAMUEL HAHNEMANN.

এমেরিকান পঞ্চম সংস্করণ হইতে

শ্রীনীলাম্বর হুই কর্ত্তৃক

অনুবাদিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা

২৬ নং স্কট্‌স্‌ লেন, ভারতমিহির যন্ত্রে,

সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা

মুদ্রিত।

সন ১৩০৭ সাল।

মূল্য ২।০ আড়াই টাকা।



মহাত্মা সামুয়েল হানিমান।

SAMUEL HAHNEMANN

From

German Photo.

আমার অত্যন্ত আদরের সামগ্রী

এই

সদৃশ আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান সূত্র খানি

বৈষ্ণব-চূড়ামণি

শ্রীল শ্রীযুক্ত রায় বনমালী রায় বাহাদুর

মহাত্মার

কর-কমলে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত

অর্পণ করিলাম।

অনুবাদকের নিবেদন।

গুণগ্রাহী পাঠক! অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মহাত্মা হ্যানিম্যানের এই অর্গ্যানন গ্রন্থখানিই সদৃশ চিকিৎসার ভিত্তি। আপনাদের নিকট বিনীত প্রার্থনা যে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক ভ্রমপূর্ণ স্থানগুলি দেখাইয়া দিলে, আপনাদের নিকট চির-কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ থাকিব। কারণ নিজের ভ্রম কেহ দেখিতে পায় না।

যে স্থানের ভাব উদ্ধার করিতে কোন সন্দেহ হইয়াছে, তথায় টীকার সাহায্যে বা অন্যান্য কতকগুলি সূত্রের ভাব হৃদয়ে লইয়া সেই ভাবটি প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা গিয়াছে। যে স্থানেই সংক্ষেপ লেখার জন্য ভাবটি হৃদয়ঙ্গম হইবার আশঙ্কা করা গিযাছে, সেই স্থানেই টীকা দিয়া আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির দ্বারা যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি সহজ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। অবশ্য আমাদের ন্যায় অল্পবুদ্ধি লোকের নিকট উক্ত মহাপুরুষের মহান্ ভাব সহজে ধারণীয় নহে, তবুও ভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া বিশেষ চেষ্টায় যাহা বুঝিয়াছি তাহাই লিখিয়াছি। ইহা পাঠ করিয়া কাহারও যদি অল্প কিছু উপকার সাধিত হয়, তাহা হইলেই শ্রম সার্থক মনে করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিব।

আমরা, বাস্তবিকই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা নিজের চেষ্টা দ্বারাই নিজেই দ্রুতপদে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া, অসীম আনন্দ অনুভব করিয়াছি। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সত্যানুসন্ধিৎসু ইংরেজী ভাষা অনভিজ্ঞ বাঙ্গালা পাঠকদিগের জন্য আমরা নিম্নলিখিত পত্রখানা দ্বারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ Boericke & Tafel মহোদয়গণের নিকট হইতে মহাত্মা হ্যানিম্যানের কৃত অত্যন্ত উপাদেয় গ্রন্থ Organon of the Art of Healing বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিবার প্রার্থনা করায়, তাঁহারা এবং মহাত্মা C. Wesselhoeft M. D., আমাদিগকে পশ্চাল্লিখিত পত্রখানা দ্বারা অনুমতি করিয়াছেন এবং তজ্জন্য আমরা তাঁহাদিগকে এবং মহাত্মা Wesselhoeft কে সমুদায় অন্তঃকরণের সহিত ধন্যবাদ দিয়া জানাইতেছি যে আমরা তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ থাকিলাম।

---o---

আমাদের পত্র।

DATED SERAJGUNGE, *3rd November 95.*

From

Nilambar Hui, Homœopathic Practitioner,
at Serajgunge (in Bengal).

To

Messrs Boericke and Tafel, New York, America,
145, Grand Street.

Sirs,

Though our Government does not support Homœopathic system of medicines, yet it is gaining ground by its own superior strength. Mr. J. H. Hempell in his illustrious work of comprehensive system of Materia Medica, says, that "Homœopathy was ushered into this world like a little giant turgiscent with new life". And we see his words are about to be realized to the letter. It must be so. The truth cannot but come out with irresistible force. The flame of fire can no longer be kept hidden under combustible substances. For Homœopathic system of medicine is the law of nature. Our great illustrious master says somewhere in his Organon of the Art of Healing that "As there is only one straight line between any two points, so there must be one straight line between a disease and a drug, and there is no possibility of its being touched by it, there being without a similar relation between them".

Our vernacular friends do not know the principles of Homœopathic law of cure and many other things collateral to science like the above one. They, therefore are very anxious to know them and requested us to translate our great master's Organon on the Art of Healing into our own vernacular.

As our great mission is to make known to our fellow-brethren on different parts of the globe that their lives may not be put in jeopardy arising from the pernicious results of Heteropathic treatment, we most humbly beg your favour of kindly giving us permission to translate it into Bengali for the benifits of our friends who do not know English, and for its further spread.

In conclusion, we further beg to bring to your kind notice that we are going to write in our Indian Monthly Homœopathic Review, on chronic diseases on Homœopathic principles, references frequently being made to the sections of the Organon of the Art of Healing. This is the reason, why our friends are so much anxious to have it translated into our own tongue.

If we be so fortunate as to be favoured with a permission to translate it into our own vernacular, we shall, as in duty bound, ever pray.

I have the honor to be,
Sirs,
Your most obedient servant,
NILAMBAR HUI,
Homœopathic Practitioner, Serajgunge.

অনুমতিপত্র।

OFFICE OF BOERICKE & TAFEL,

PHILADELPHIA,

1011, Arch Street, December 10, 1895.

DR. NILAMBAR HUI.

Serajgunge, Bengal, India.

Dear Sir :—

Your esteemed favour of November 3rd duly to hand. We are glad to hear that Homœopathic is receiving so much attention in your country, and we very cheerfully give you permission to translate our edition of the Organon. We should be pleased to have you give due credit to our house and also to Dr. Wesselhoeft, the translator of the German.

Very truly yours

BOERICKE & TAFEL.

Dictated by E. P. A.

নির্ঘণ্ট।

* সদৃশ আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞানের যে ২৯২টী মূল সূত্র আছে তাহার নির্ঘণ্ট অনুবাদকের উপক্রমণিকার অন্তর্গত ১ নম্বর হইতে ২৫ নম্বর পর্য্যন্ত পাঠ করিলেই বিষয়গুলি অতি সহজে বাছিয়া বাহির করিয়া লইতে পারিবেন। বিশেষ নির্ঘণ্ট পরিশিষ্টের পর দেওয়া গেল।

অনুবাদকের

উপক্রমণিকা।

আমরা হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করিয়া বিনা কষ্টে পীড়া সমূলে আরাম করিয়া থাকি। এই মতে কল্পনাতীত কম মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করিলেই চিরকালের জন্য পীড়া কেন অন্তর্হিত হয়? আবার কথন কোন কোন পীড়ায় হাজার ঔষধ প্রয়োগ করিলেও আমাদের এই চিকিৎসায় অনভিজ্ঞতা জন্য কেনই বা আরাম হয় না? ঘন ঘন ঔষধ প্রয়োগ করিলে তদ্দ্বারা রোগীর উপকার না হইয়া কেনই বা অপকার হইয়া থাকে? সমুদায় প্রাচীন পীড়ার কারণ কি এবং তাহাদের প্রকৃতিই বা কি উপায়ে বুঝিতে পারি? কি নিয়মে চলিলে কি প্রকার পীড়া আরাম হইতে পারে? পীড়া কি? পীড়া কাহার? ঔষধের কি শক্তি আছে? ঔষধে পীড়া আরাম হয় কেন? জীবনী-শক্তির কার্য্য কি? পীড়া আমরা কিসের দ্বারা বুঝিতে পারি? বিপরীত মতের চিকিৎসায় পীড়া কেন আরাম হয় না? বিষম জ্বর প্রভৃতি পীড়া প্রাচীন পীড়ার অন্তর্গত কেন হইল? ইত্যাদি প্রশ্নের মীমাংসা এবং যে উপায়ে চিকিৎসা করিলে পীড়া অতি শীঘ্র আরাম হয় তাহা তাঁহার কৃত (Organon of the art of healing) চিকিৎসা-বিজ্ঞানসূত্র পাঠ করিলেই জানা যাইতে পারে, এবং আমাদের মনের অন্ধকার দূর করিয়া দেয়। উক্ত গ্রন্থের ২৯২টী মূল সূত্রে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের যাহা জানিবার তাহা সবই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সহিত দেওয়া হইয়াছে। ইংরেজী অনভিজ্ঞ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সহৃদয় বান্ধবদের হস্তে আমাদের আদিগুরু মহাত্মা হ্যানিমানের কৃত এই উপাদেয় অমূল্য রত্ন খানা অর্পণ করিলাম; তাহারা কেন, ইহার শত্রুপক্ষীয়েরাও যদি নিরপেক্ষ ভাবে ইহা একবার পাঠ করেন, তাহা হইলে এই বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার ভাব অনেকটা ধারণ করিতে সক্ষম হইবেন।

এই চিকিৎসা বিজ্ঞান-সূত্রে পশ্চাল্লিখিত বিষয়গুলি মীমাংসা করা হইয়াছে।

১। প্রথম পাঁচ সূত্রে চিকিৎসকের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি ?

২। ৬—১৮ সূত্র পর্য্যন্ত পীড়া কি ? পীড়া দ্বারা কে আক্রান্ত হয় ? জীবনী-শক্তির কার্য্য কি ? কি উপায়ে পীড়ার কারণ দূর হইতে পারে ?

৩। ১৯—২৩ সূত্র পর্য্যন্ত ঔষধের পীড়া জন্মাইবার অসাধারণ শক্তি থাকিবার জন্য আশু উপশমকারী চিকিৎসা (এলোপ্যাথিক চিকিৎসা) দ্বারা পীড়া আরাম না হইয়া বিপদের আশঙ্কা উত্তর উত্তর কেন বৃদ্ধি করে ?

৪। ২৪—৩৪ সূত্র পর্য্যন্ত সদৃশ ঔষধ দ্বারা কেন পীড়া সমূলে আরাম হয় ?

৫। ৩৫—৪০ সূত্র পর্য্যন্ত দুই অসদৃশ পীড়া একই শরীরে থাকিয়া পরস্পর পরস্পরকে নষ্ট করিতে পারে না। অর্থাৎ তাহারা শরীরের মধ্যেই থাকিয়া যায়, কেবল মাত্র একটী প্রবল হইলে, আর একটী নির্জ্জীব অবস্থায় পড়িয়া থাকে কেন ?

৬। ৪১—৪২ সূত্র পর্য্যন্ত অসদৃশ ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা হইলে পীড়া আরাম না হইয়া ঔষধজনিত নূতন বিধ উপসর্গ জন্মিয়া রোগীর বিশেষ অপকারই হইয়া থাকে কেন ?

৭। ৪৩—৫৪ সূত্র পর্য্যন্ত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাই যে ঐশ্বরিক প্রাকৃতিক নিয়মের চিকিৎসা তাহা প্রাকৃতিক পীড়া বসন্ত, হাম, হুপিংকাশী ইত্যাদি পীড়া দ্বারায় আক্রান্ত হওয়ায় তাহাদের সদৃশ পীড়া দ্বারা যে সমুদায় রোগী ভুগিতেছিলেন তাঁহারা সেই সমুদায় পীড়া হইতে, তাঁহাদের পীড়ার সাদৃশ্যতা থাকিবার জন্য আরোগ্যলাভ করিয়াছিলেন। এবং ইহাদ্বারাও প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসায়ই যে পীড়া আরাম হয় তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

৮। ৫৫—৭০ পর্য্যন্ত আশু উপশমকারী চিকিৎসায় পীড়া আরাম না হইয়া রোগীর পীড়া ক্রমে ক্রমে যে দুরারোগ্য হয় তাহাই প্রমাণ করিয়াছেন।

৯। ৭১—৮২ পর্য্যন্ত মানব-দেহের পীড়া তিন শ্রেণীতে যথা—তরুণ, প্রাচীন ও ঔষধজনিত পীড়ায় বিভাগ করিয়াছেন। এবং সমুদায় প্রাচীন পীড়ায় কারণ যে সোরা সাইকোসিস্ এবং উপদংশ তাহাই দেখাইয়াছেন।

১০। ৮৩—৯৯ পর্য্যন্ত রোগীকে কি ভাবে প্রশ্ন করিতে হইবে, কি

প্রকারে রোগীকে পরীক্ষা করিতে হইবে এবং কি প্রকারে চিকিৎসক তাঁহার স্মরণার্থ পুস্তকে তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন ইত্যাদি অত্যন্ত আবশ্যকীয় প্রয়োজনীয় বিষয়ের উপদেশ বিশেষরূপে দিয়াছেন।

১১। ১০০—১০৪ পর্য্যন্ত স্থান ও দেশব্যাপী পীড়ার লক্ষণ, কি প্রকারে সংগ্রহ করিলে মূল ঔষধটী বাহির হইয়া আইসে।

১২। ১০৫—১৪৫ পর্য্যন্ত কি প্রকারে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সুস্থশরীরে প্রমাণ করিতে হয় তাহার উপদেশ বিস্তীর্ণ ভাবে দেওয়া হইয়াছে।

১৩। ১৪৬—১৮৪ সূত্র পর্য্যন্ত লক্ষণ সমষ্টি সংগ্রহ করিয়া কি প্রকারে সদৃশ ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হয়, এবং কখনই বা ঔষধ সেবন বন্ধ রাখিতে হয় ইত্যাদি অতীব প্রয়োজনীয় বিষয় চিকিৎসককে উপদেশ করিয়াছেন।

১৪। ১৮৫—২১০ পর্য্যন্ত স্থানীয় পীড়া (চর্ম্মরোগ) যাহা বাস্তবিক স্থানীয় পীড়া নহে, যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক দেখাইয়া রোগীর সমুদায় লক্ষণ সমষ্টি লইয়া ঔষধ নির্ব্বাচন করিবার উপদেশ করিয়াছেন।

১৫। ২১১—২৩০ পর্য্যন্ত মানসিক পীড়া (উন্মত্ততা) ইত্যাদি যে মানসিক পীড়া নহে, শারীরিক পীড়া হইতেই ঐ সমুদায় পীড়া উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক দেখাইয়া সোরার প্রতিষেধক ঔষধ দ্বারাই তাহার চিকিৎসা করা উচিত, তাহাই দেখাইয়াছেন।

১৬। ২৩১—২৪৪ পর্য্যন্ত বিষমজ্বর (Intermittent fever) বা পর্য্যায়শীল পীড়ার চিকিৎসা কি প্রকারে করিতে হয় অর্থাৎ লক্ষণ সমষ্টি সংগ্রহ করিয়া চিকিৎসা করিলে যদি রোগী ভুগিতে থাকে তবে তাহার কারণ দেখাইয়া যে প্রণালীতে চিকিৎসা করিলে রোগী সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারে তাহাই উপদেশ করিয়াছেন।

১৭। ২৪৫—২৬৩ পর্য্যন্ত কি প্রকারে কোন্ জাতীয় ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয় অর্থাৎ যে সমুদায় ঔষধ বিপরীত ক্রিয়া প্রকাশ অর্থাৎ একবার ঠাণ্ডা আবার গরম হয়, এবং সোরার প্রতিষেধক ঔষধ প্রয়োগ করার নিয়ম ইত্যাদি দেখাইয়াছেন।

১৮। ২৬৪—২৭১ পর্য্যন্ত ঔষধের মাত্রার শক্তি সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন।

১৯। ২৭২—২৮৭ পর্য্যন্ত উচ্চ শক্তির ঔষধ ব্যবহার করাই যে নিরাপদ-জনক তাহাই যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক দেখাইয়াছেন। এবং মিশ্র ঔষধ প্রয়োগ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

২০। ২৮৮—২৯২ পর্য্যন্ত ঔষধপ্রয়োগ-প্রণালী অর্থাৎ শরীরের কোন কোন অংশে ঔষধ প্রয়োগ করিলে শরীর তাহা গ্রহণ করিতে সক্ষম, তাহাও যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিয়াছেন।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই গ্রন্থখানিই হোমিওপ্যাথিক অর্থাৎ সদৃশ চিকিৎসার ভিত্তি। এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া মহাত্মা হানিমানের ভৈষজ্য তত্ত্বের অনুকরণে যে সমুদায় ভৈষজ্যতত্ত্ব লেখা হইয়াছে তাহা পাঠ করিলেই সদৃশ চিকিৎসকের যাহা জানিবার তাহা জানা হইল। অর্থাৎ হোমিওপ্যাথিক মতে জ্বর রোগ চিকিৎসা, ওলাউঠার চিকিৎসা বা কোনরূপ সংহিতা, আম-রক্তের চিকিৎসা বলিয়া যে সমুদায় পুস্তক বাহির হইয়াছে তাহা পাঠ না করিলেও হইতে পারে, তবে ঐ পুস্তকগুলিকে ঔষধ নির্ব্বাচনের সাহায্যকারী প্রদর্শিকা বলিয়া পাঠ করিতে পার বটে। কারণ প্রকাণ্ড ভৈষজ্যতত্ত্ব দেখিয়া সমুদায় লক্ষণ সমষ্টির সহিত মিলাইয়া প্রকৃত ঔষধটী বাহির করা সামান্য কথা নহে। জ্বর বা ওলাউঠা প্রভৃতির পুস্তকে যে সমুদায় ঔষধের উল্লেখ করা হইয়াছে, ঔষধগুলি একবারে দৃষ্টিপথে পতিত হওয়ায় অল্প সময়ে ভৈষজ্যতত্ত্বের সহিত মিলাইয়া লওয়ার অনেক সুবিধা হয়। মহাত্মা এলনের বিষমজ্বরের এবং বেল সাহেবের পাকযন্ত্রগত পীড়ার চিকিৎসা পুস্তক যে ভাবে লিখিত হইয়াছে ঐ প্রকারের পুস্তক মন্দ নহে। কারণ চিকিৎসা যে ব্যক্তিগত এই মূল মন্ত্রটীর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই ঐরূপ পুস্তক তাঁহারা লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার সহিত প্রত্যেক ঔষধের ভৈজষ্যতত্ত্ব না লিখিয়া দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন নাই।

মহাত্মা হানিমান পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে "চিকিৎসা ব্যক্তিগত"। সুতরাং কি প্রকারে যে হোমিওপ্যাথিক মতে কোন একটী নির্দ্দিষ্ট পীড়ার একখানা নির্দ্দিষ্ট পুস্তক হইতে পারে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আমাদের বিবেচনায় চিকিৎসা-প্রদর্শিকার উল্লিখিত ঔষধগুলির সহিত ভৈষজ্যতত্ত্বের ঔষধগুলির সহিত মিলাইলে কতক সাহায্য হইতে পারে মাত্র। অলমতি বিস্তরেণ।

সদৃশ আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান-সূত্রের

উপক্রমণিকা।

প্রাচীন মতের চিকিৎসা সম্বন্ধে দোষ গুণ বিচার।

যে সময় হইতে মনুষ্যের অস্তিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে সেই সময় হইতেই সে শারীরিক অথবা মানসিক কারণ হইতে পীড়ার অধীন হইয়া পড়িয়াছে। মনুষ্য তাহার আদিমাবস্থায় সামান্য আহার বিহার জনিত পীড়া হইতে কেবল মাত্র অল্প সংখ্যক ঔষধ দ্বারাই আরোগ্য লাভ করিত। তাহাদের বংশ বৃদ্ধি হইয়া যতই ভিন্ন ভিন্ন সমাজে বিভক্ত হইতে লাগিল আহার বিহারের পরিবর্ত্তনের (ব্যভিচার) সহিত পীড়ার সংখ্যাও ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অদ্য আড়াই শত শতাব্দীরও অধিক হইল হিপোক্রিটিসের সময় হইতে ঐরূপে উৎপন্ন বহুসংখ্যক পীড়া আরাম করিবার জন্য কতকগুলি লোকের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইল। এই সমুদায় লোক বৃথা দাম্ভিকতার সহিত পীড়া আরাম করিবার আনুমানিক কতকগুলি কারণ দর্শাইতে ছিলেন। নানা মুনির নানা মত জন্য তাহারা এক এক প্রকার আনুমানিক কারণ বাহির করিয়া পরস্পর পরস্পরের মতের বিরুদ্ধে এমন কি নিজের মতের বিরুদ্ধেও সময় সময় বলিতে ক্ষান্ত হইতেন না। প্রথমতঃ অল্প বুদ্ধির লোকগুলি তাহাদের অবোধ্য জ্ঞানের বিষয় ধারণ করিতে জ্ঞানহারা হইয়া ঐ মতের অস্বাভাবিক আবিষ্কর্ত্তার মত শিক্ষা করিবার জন্য, চতুর্দ্দিক হইতে তাহার নিকট আসিত। আবার তাঁহার ঐ শিষ্যবর্গ ঐ মতের চিকিৎসায় সম্পূর্ণ অকৃতকার্য্য হইবার পর অন্য একটী নূতন মত বাহির করিয়া কিছুকাল পূর্ব্ববর্ত্তী মতের উপর আধিপত্য স্থাপন করিত। এইরূপ যতই অস্বাভাবিক মতই বাহির হউক না কেন প্রকৃতির নিয়ম ও বহুদর্শিতার অন্যথায় তাহা আবির্ভাব হইবার

উপক্রমণিকা পাঠ না করিলে Organon এর সূত্রগুলি হৃদয়ঙ্গম হওয়া দুরূহ।

পরই তাহার অস্তিত্ব লোপ পাইত। তীক্ষ্ণবুদ্ধির লোকগুলির ঐরূপ কাল্পনিকমত, প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধ জন্য শেষে কেবল বৃথা বাদানুবাদেই পরিণত হইত।

এইরূপ বহু মতের সংগ্রহ হইতে অবশেষে কতকগুলি ঔষধের সংমিশ্রণে অজ্ঞাত-গুণ-সম্পন্ন প্রস্তুত একটী ঔষধ পীড়া আরাম করিবার অভিপ্রায়ে দেওয়া হইত। ইহা প্রকৃতি এবং বহুদর্শিতার অন্যথায় প্রয়োগ জন্য রোগীর উপকার না হইয়া অপকারই অধিক হইত। এইরূপ প্রাচীন মতকে এলোপ্যাথিক মত কহে।

প্রাচীন মতের চিকিৎসকেরা অবশ্য ভ্রমের অধীন হইয়া তাহাদের রোগীগুলিকে আরাম করিতে অকৃতকার্য্য হইয়া রসায়ন শাস্ত্র, শারীরতত্ত্ব ইত্যাদি ভাল করিয়া শিক্ষা করিবার জন্য শবচ্ছেদ করিয়া নরদেহের কাণিকোণা দেখিতে কিছুই বাকি রাখেন নাই। এইরূপ করাতে লাভের মধ্যে এই দাঁড়াইল যে পীড়া জনিত কোন বা বহু অংশের অপচয়কেই (Physiological lesion) পীড়ার নাম দিয়া চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করিল। *

আমি প্রকৃতির অখণ্ডনীয় নিয়মের অধীন হইয়া যে চিকিৎসায় পীড়া সমূলে চিরকালের জন্য আরাম হয় তাহারই বিষয় বলিব। প্রকৃতির অখণ্ডনীয় নিয়মের অধীন চিকিৎসাকে অভ্রান্ত যুক্তিমূলক চিকিৎসা বলে। কারণ এই চিকিৎসা প্রকৃতির অনুকূল হইয়া পীড়ার কারণ দূর করিয়া থাকে। তবে বিপরীত মতাবলম্বীদের চিকিৎসা সম্বন্ধে অল্প কিছু বলিয়াই ক্ষান্ত থাকিব।

বিপরীত মতাবলম্বীরা শব পরীক্ষা করিয়া পীড়া-জনিত স্থানীয় অপচয় দেখিয়া মনে করিত যে তাহারা পীড়ার কারণ ঠিক করিয়াছেন। কিন্তু ইহা বাহির হইবার জিনিস নহে তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন না। কারণ অনেক পীড়া জীবনী-শক্তিবিশিষ্ট কোন কারণ (Dynamic spirit like force) হইতে উৎপন্ন হয় জন্য তাহাদের প্রকৃতিও ঐ শক্তিবিশিষ্ট হয়, সুতরাং তাহারা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। এইজন্য পীড়ার কারণ বাহির করিবার চেষ্টা বৃথা চেষ্টা।

এই কারণ বাহির করিবার জন্য শব পরীক্ষা করিয়া মৃতদেহে যাহা পাওয়া

---

* হোমিওপ্যাথিক রাক্ষস শিশু পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবার পরও এখন পর্য্যন্তও এলোপ্যাথিক চিকিৎসকদের ন্যায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকেরাও পীড়ার নাম দিয়া চিকিৎসা করেন।

যাইত তাহা শরীরের স্বাভাবিকাবস্থার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে দেখা যাইত যে উক্ত দেহে অসংখ্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ঐ সমুদায় পরিবর্ত্তনগুলিকেই পীড়ার কারণ বাহির করা হইল বলিয়া মনে করিতেন। কি আশ্চর্য্য, তাঁহারা ইহাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন না, যে কোন একটী বিষয়ের কারণ কোন একটী বিষয় নহে ? *

যখন তাঁহারা এইরূপ প্রতারিত হইতেছিলেন সেই সময় কতকগুলি বিজ্ঞ লোক লক্ষণ ধরিয়া চিকিৎসা চালাইতে আরম্ভ করিলেন। যেমন টাস, দুর্ব্বলতা, পক্ষাঘাত, জর, প্রদাহ, কোন যন্ত্রের কাঠিন্যতা প্রাপ্তি, অঙ্গারাম্লজান, জলজান, যবক্ষারজান ইত্যাদি পদার্থের ন্যূনতা বা আধিক্য, রক্তের গতির আধিক্য বা অল্পতা ইত্যাদি লক্ষণ ধরিয়া চিকিৎসা চালাইতেছিলেন। †

শরীরের এক অঙ্গে টাস দেখা দেওয়ার পর অন্যাংশে প্রদাহ চলিতে দেখা যায়। অতএব কি প্রকারে একটী নির্দ্দিষ্ট ঔষধ বাহির করিয়া লওয়া যাইতে পারে ? যে ঔষধে রোগীর সমুদায় লক্ষণ দূর হইতে পারে সেটী হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। এইমতে ঔষধ প্রয়োগ করিতে বিপরীত মতাবলম্বীরা অত্যন্ত ভয় করেন। তাঁহারা বলেন নির্দ্দিষ্ট ঔষধ (specifics) দ্বারা বিশেষ অপকারই হইয়া থাকে। কারণ তাঁহারা দেখিয়াছেন

---

* ঘটনাক্রমে কোন পীড়ার এক আদটী নির্দ্দিষ্ট ঔষধ যেমন অপবিত্র সহবাসের পর উপস্থের ক্ষত বা কর্কট রোগ (Chancre) পারাঘটিত ঔষধ প্রয়োগে আরাম হইত। ইহাতেই যে প্রাচীন পীড়ার কারণ তাহাদের দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছিল ইহা কখনই মনে করা যাইতে পারে না। যদি তাঁহারা প্রাচীন পীড়ার কারণ বাহির করিতে পারিতেন, তাহা হইলে সোরা (Psora) জনিত বহুবিধ প্রাচীন পীড়ার একটী প্রাচীন পীড়াও তাঁহারা কেন আরাম করিতে পারিতেন না ? এইজন্য ব্রনকাইটীস, নিউমোনিয়, বয়েল ইত্যাদি নাম দিয়া নামগুলিকেই কারণ মনে করিয়া চিকিৎসা করেন। তবে কতকগুলি ঔষধের সংমিশ্রণে উৎপন্ন অজ্ঞাত গুণসম্পন্ন একটী পদার্থ দ্বারা চিকিৎসা করিতে ইহারা কেনইবা প্রতারিত হইবেন না।

†. এইরূপ লাক্ষণিক চিকিৎসা অদ্যাবধি চলিতেছে ; কিন্তু ঐ লক্ষণগুলি দূর করিবার জন্য কাল্পনিক কোন ঔষধ প্রয়োগ করা হয় মাত্র, এবং ইহাও পীড়াজনিত অপচয়কেই যেমন পীড়ার কারণ অনুমানে চিকিৎসা করা হয়, প্রকারান্তরে তাহাই মনে করিতে হইবে। যাহারা বাস্তবিকই লক্ষণানুসারে চিকিৎসা করিয়া থাকে তাহাদিগকে আমরা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক বলিয়া থাকি।

যাহাদের ঐরূপ কোন পীড়া নাই তাহাদিগকে ঐরূপ ঔষধ সেবন করানে তাহাদের ঐরূপ পীড়া হইয়া থাকে, তাঁহারা যাহা বলেন তাহা ঠিক। কিন্তু কল্পনাতীত কম মাত্রা প্রয়োগ করিতে ভয় কি।* অতএব বহু বিষের সংমিশ্রণে উৎপন্ন একটী অজ্ঞাত গুণসম্পন্ন পদার্থ দিয়া চিকিৎসা করিয়া রোগীর অপকার না করিয়া অল্পমাত্রায় ঐ নির্দ্দিষ্ট ঔষধ দিলেই রোগীর কোন ভয়ের কারণ নাই।

পূর্ব্বোক্ত লক্ষণানুসারে চিকিৎসা করিয়া যখন আবার অকৃতকার্য্য হইতে লাগিলেন, তখন ঐ বক্র পথের পরিবর্ত্তে অন্য একটা ঋজুপথ ধরিয়া পীড়া আরাম করার একটী আবশ্যক হইয়া উঠিল অর্থাৎ শরীর হইতে পীড়ার কারণ বাহ্যিক পদার্থ বাহির করিয়া দিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। পীড়ার কারণ বাহ্যিক পদার্থ বাহির করিয়া দিবার ভাবটা তাঁহাদের অন্তঃকরণ হইতে কোন মতেই দূর হইবার নহে। কারণ অল্পবুদ্ধির লোকগুলি কেবল জড় দেহটী মাত্রই দেখিয়া থাকেন, ইহার মধ্যে যে জীবনী শক্তি থাকিয়াই জড়ের সাহায্যে সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন করে তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারে না বা বুঝিবার চেষ্টা করা আবশ্যকও মনে করে না, সুতরাং তাহারা মনে করে জড় দেহেরই পীড়া।

নির্জীব জড়পদার্থের আবার পীড়া কি? কারণ পীড়্ ধাতুর অর্থ পীড়নে। জড়কে কোন কিছু কি প্রকারে পীড়ন করিতে পারে? জড় শরীরের কি কোন বোধশক্তি আছে যে পীড়িত হইবে বা কষ্টবোধ করিবে? অতএব জীবনীশক্তি-সম্পন্ন শরীরে পীড়ার কারণ দ্বারা জীবনী-শক্তিই আক্রান্ত হয়, যাহা বোধশক্তি এবং যান্ত্রিক কার্য্যদ্বারা প্রকাশ পাইয়া থাকে। এবং এই জীবনী-শক্তিও জীবনী-শক্তিবিশিষ্ট কোন শক্তি দ্বারা (By means of Dynamic that is spirit like influence) আক্রান্ত হয় তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।

প্রাচীনমতের চিকিৎসকেরা পীড়া দ্বারা উৎপন্ন পদার্থ যেমন পূঁয, ঘর্ম্ম বা অন্য কোন প্রকারের স্রাবকেই পীড়ার কারণ বা উত্তেজক কারণ বলিয়া মনে করিত এবং আজ পর্য্যন্তও তাহাই মনে করে; অতএব ঐ সমুদায় কাল্পনিক দূষিত পদার্থকে পীড়ার কারণ বলিয়া শরীর হইতে বাহির করিয়া দিবার চেষ্টা করে। এইজন্য পৈত্তিক এবং শ্লেষ্মা জ্বরে বমন দ্বারা পৈত্তিক ও শ্লেষ্মা বাহির

* এইরূপে যে ঔষধ প্রয়োগ হয় তাহাই আধুনিক হোমিওপ্যাথিক মত।

করিয়া দিবার জন্য বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ করেন। পাকযন্ত্রগত পীড়া ও অন্ত্রে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কৃমিজনিত ক্ষুধা, বেদনা বা শিশুদের ঢক্কার ন্যায় স্ফীত উদর বমন কারক বা কোন প্রকার বিরেচক ঔষধ দ্বারা নিবৃত্তি করিতে চায়। *

* হঠাৎ পাকযন্ত্রের গোলমাল হইয়া মুখ দিয়া দুর্গন্ধবিশিষ্ট বাষ্প নিঃসরণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক গতির বিকৃতাবস্থা হইয়া হাত পা ঠাণ্ডা হইলে, তাহারা টার্টার এমেটিক বা ইপিক্যাক দ্বারা রোগীকে বমন করাইয়া পেটের কাল্পনিক দূষিত পদার্থকে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার জন্য চেষ্টা করেন। এইরূপ বমন করাইবার পরই কি রোগীর মানসিকাবস্থা দূর হইয়া উপশম বোধ করিবে? কখনই না। অল্প কিছু আহারের পর রোগীর মানসিক গতির সহিত ভীতি ও বিরক্তির উপসর্গাদি ভাব বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। কারণ জীবনী-শক্তির উপর ইহাদের ঐরূপ অবস্থান্তর জন্মাইবার কোন শক্তি নাই। এরূপ অবস্থায় উচ্চশক্তির পলসেটীলার অণুবটীকার ঘ্রাণ গ্রহণ করাইলেই রোগী দুই ঘণ্টার মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থ হইবে, এবং পাকযন্ত্রস্থ পদার্থগুলি আর দোষ প্রাপ্ত হইবে না; সুতরাং উপযুক্তরূপ ক্ষুধা হইয়া, রোগীর পীড়ার কারণ দূর হইবে। কিন্তু পূর্ব্বোক্তরূপে কাল্পনিক চিকিৎসায় রোগীর স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট করিয়া দিবে।

পাকযন্ত্র দুষ্পাচ্য পদার্থ দ্বারা পূর্ণ হইলেও কদাচ বমনকারক ঔষধ আবশ্যক হইয়া থাকে। প্রকৃতির সম্বন্ধে অপকারজনক পদার্থ প্রকৃতি নিজেই বমনদ্বারা নিক্ষেপ করিতে পটু। যদি অতি সহজে বমন না হয়, তবে পক্ষীর পালক বা অন্য কোন মৃদু পদার্থ দ্বারা গলার মধ্যে শুর শুর করিলেই তৎক্ষণাৎ বমন হয়, সুতরাং কোন অপকারী পদার্থ অন্যায়পূর্ব্বক উদরস্থ করা উচিত নহে। যদিও কোন অংশ পাকস্থলীতে থাকিয়া যায় অল্প কিছু কফি পান করিলেই মলের আকারে নিঃসারিত হইয়া যাইবে।

যদি দেখ পাকস্থলী অতিরিক্ত পূর্ণ থাকা সত্ত্বেও ইহা ইহার নিজের শক্তিতে বমনদ্বারা দূষিত পদার্থ দূর করিতে পারিতেছে না, অথচ পাকস্থলীর উপর বেদনার জন্য বমনের ভাব সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হইয়াছে, এবং পাকস্থলী অবশপ্রায় পড়িয়া আছে, তখন এরূপ কোন বমনকারক ঔষধ দিলে অন্ত্রের সাংঘাতিক প্রদাহ অবশ্যই উপস্থিত হইবে। এরূপ অবস্থায় গাঢ় কফি অল্প অল্প করিয়া দিলে ইহা জীবনী-শক্তির উপর ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া মল নিঃসরণ করিয়া দিবে। অত্র স্থলে পীড়ার কাল্পনিক কারণ দূর করিতে গেলে প্রাণ লইয়া টানাটানি।

প্রাচীন পীড়ায় দেখা যায় পাকস্থলী হইতে অগ্নিবৎ তরল পদার্থ গলদেশ দিয়া মুখপানে উঠিতে থাকে। এমত অবস্থায় যদি জোরপূর্ব্বক বমনকারক ঔষধ দ্বারা ইহা নিঃসারিত করা যায়, তাহা হইলে পরের দিবসেই পূর্ব্ব হইতে অধিক কষ্টকর ঐরূপ তরল পদার্থের বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এইরূপ পীড়ায় উচ্চক্রমের সালফ্যুরিক এসিড এক আদ মাত্রাই যথেষ্ট। আর যদি ঘন ঘন ঐরূপ অম্বলের ভাব বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে অন্যান্য সোরার প্রতিষেধক ঔষধ দ্বারা নিবৃত্তি করিয়া দিলেই পীড়া সমূলে আরাম হইয়া যায়। কিন্তু পীড়ার কাল্পনিক কারণ অথবা বমনকারক ঔষধদ্বারা

কোন যন্ত্র হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব আরম্ভ হইলে শরীরে রক্তাধিক্য হইয়াছে এই অনুমানে শিরাচ্ছেদ করিয়া রক্তপাত করা হয়। প্রদাহজনিত পীড়ার রক্তমোক্ষণ জন্য সাংঘাতিক কতকগুলি জলৌকা প্রয়োগ করিয়া রোগীকে বধ না করিয়া ত্যাগ করেন না। *

নিবৃত্তি করিতে গেলে রোগী কখনই আরাম হইবে না, বরং রোগীর বিপদের আশঙ্কা উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পাইবে। আর কৃমির জন্য উপসর্গগুলি মৃদুবীর্য্য সোরার প্রতিষেধক ঔষধ দ্বারা অতি সহজে বিশেষতঃ শিশুদের নিবৃত্তি হইয়া যায়।

* জীবনীশক্তির বিপর্য্যয় অবস্থার জন্যই এরূপ হয় যাহা তাঁহারা বোঝেন না, সুতরাং রক্তের মাত্রাধিক্যই কারণ ঠিক করেন জন্য যে পরিমাণ রক্ত রোগীর শরীরে অধিক হইয়াছে বলিয়া বৃথা অনুমান করেন তাহাই বহিস্কৃত করিয়া দেন। এইরূপ করায় রক্তের স্বল্পতার জন্য দুর্ব্বলতা আনীত হইয়া বৈকারিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। শেষে বলেন পীড়াটী আরাম করিবার জন্য যতদূর করিতে হয় তাহা করিয়াছেন, তারপর আরাম হইল না, তাহা কেবল পীড়াটী সাংঘাতিক পীড়া জন্যই। কি আশ্চর্য্য! যাহার শরীরে যে পরিমাণ রক্ত থাকা আবশ্যক তাহাই আছে। অধিক কি জন্য হইবে? হৃষ্টপুষ্ট হইলেই তাঁহারা মনে করেন যে রক্তাধিক্য হইয়াছে, সুতরাং ঐ অতিরিক্ত রক্ত শিরাচ্ছেদ বা জলৌকা প্রয়োগ দ্বারা নির্গত করিয়া থাকেন। এইটী তাঁহাদের যুক্তিমূলক কারণ দূর করিবার চিকিৎসা। প্রদাহবিশিষ্ট জ্বর, শ্বাসযন্ত্রের আবরক ঝিল্লির তরুণ প্রদাহ, এমন কি এতদূর পর্য্যন্তও বলেন যে রক্ত জমাট বাঁধিয়া (clot) অর্থাৎ চাপ বান্ধিয়াছে যাহা পুনঃ উপস্থিত হইবার জন্য এতদূর পরিমাণ রক্তমোক্ষণ করিয়া বসেন যে তাহাতে রোগীর নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়। তাঁহারা বোঝেন না যে তরুণ জ্বর হইলেই রক্ত অত্যন্ত গরম হয় অথবা জীবনী-শক্তির আভ্যন্তরিক কোন উত্তেজনার কারণ হইলেই ধমনীমণ্ডলের এইরূপ অবস্থা জন্মায়। এইরূপ অবস্থা নিতান্ত অধিক হইলেও এক আদ মাত্রা ত্রিংশশক্তির একোনাইট দ্বারা ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই রক্তের গতি কম করিয়া দিয়া শ্বাসযন্ত্রের আবরক ঝিল্লির প্রদাহ আরাম করিয়া দেয়, সুতরাং সাংঘাতিক রক্তমোক্ষণ আবশ্যক করে না (উদ্ভিদজাত অম্লে একোনাইটের ক্রিয়া নষ্ট করে ইহা স্মরণ রাখা উচিত)। যদি কোন রোগী সৌভাগ্যক্রমে রক্তমোক্ষণের পর বাঁচিয়া যায় তাহা হইলে রক্তক্ষয়জনিত অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক দুর্ব্বল অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়া বহুদিন কষ্টভোগ করে। শ্বাসযন্ত্রের তরুণ প্রদাহে শীত হইবার একঘণ্টা পূর্ব্বে নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় ধমনীর ভিতর দিয়া অতি অল্প রক্ত যেন আস্তে আস্তে নির্জীবাবস্থায় চলিতেছে, কিন্তু উত্তাপাবস্থায় দুই ঘণ্টা পর পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যেন ধমনীর মধ্য দিয়া প্রচুর রক্ত অত্যন্ত প্রবলবেগের সহিত অত্যন্ত স্থূল ধারে চলিতে থাকে। পীড়া জনিত রক্তের এইরূপ প্রবল গতি দেখিয়া তিনি মনে করেন রক্ত মোক্ষণ করিয়া রক্তের গতি নিস্তেজ করিয়া দিলেই পীড়ার কারণ দূর করা হইল,

বহু পাদজাতীয় অর্ব্বুদ (Polipi) বন্ধন করিয়া, গ্রন্থী স্ফীত হইয়া শক্ত হইলে কাটীয়া দিয়া দুষ্ট পদার্থ দ্বারা পুঁজ জন্মাইয়া দিয়া, ভিতরে রক্তে চর্ব্বি বিশিষ্ট অর্ব্বুদে কৃত্রিম ক্ষত জন্মাইয়া, ধমন্যার্ব্বুদ (Aneurism) কাটিয়া দিয়া, চক্ষু বা গুহ্যের নালী ঘা অস্ত্রোপচার দ্বারা, স্তনের কর্কট রোগে অস্ত্র করিয়া, অস্থির পচন শীল অঙ্গ কাটিয়া ফেলিয়া দিয়া, তাঁহারা বোধ করেন পীড়ার কারণ দূর করিলেন। পদের স্রাবযুক্ত পুরাতন দুর্দ্দম্য ক্ষতে কষায় জিনিস প্রয়োগ বা অক্সাইড অব লেড, কপার বা জিঙ্কম (কখন কখন বিরেচক ঔষধ দ্বারা দুর্ব্বলতা জন্মাইয়া মূল পীড়ার কিছুই না করিয়া) কর্কট রোগ (Chancre) পুড়িয়া দিয়া, ফুল কফির ন্যায় উদ্ভেদ বাহ্য প্রয়োগের ঔষধ প্রয়োগ করিয়া, পাচরা হইলে সলফার অয়েণ্টমেণ্ট, অক্সাইড অব জিঙ্কাম বা পারদ, চক্ষুর প্রদাহে লেড বা জিঙ্কের সলিউসন দিয়া আরাম করেন এবং বাতের বেদনা মালীস্যের ঔষধ দ্বারা আরাম করিয়া মনে করিলেন পীড়ার কারণ দূর করিলেন। বাস্তবিক তাহা নহে। শেষ ফল দেখ। পীড়ার স্থান পরিবর্ত্তন জন্য পীড়া অন্য আকার ধারণ করিয়া রোগীদের প্রাণ সংশয় হইল (সদৃশ আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান দেখ)।

এক্ষণ ইহাও মনে করিয়া আশ্চর্যান্বিত হন যে ২ ঘণ্টা পূর্ব্বে যাহার ধমনীতে এত অল্প রক্ত দেখা গিয়াছিল এখন এত প্রচুর রক্ত কোথা হইতে আসিল।

এইরূপ রক্ত-মোক্ষণকারী চিকিৎসকেরা কাল্পনিক দূষিত রক্তাংশ শরীর হইতে বহিষ্কৃত করিতে কখনই সক্ষম হয় না। লাভের মধ্যে কোন রোগীর জীবন রক্ষার্থ স্বাভাবিক যে পরিমাণ রক্ত তাহার শরীরে আছে তাহাই ভ্রমের অধীন হইয়া শরীর হইতে নির্গত করাইয়া দেওয়ায় রোগীকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলান হয়, এবং যে পরিমাণ জীবনী শক্তির স্বার পদার্থ শরীর হইতে বাহির করিয়াছেন সে অভাব কোন ঔষধেই পূরণ হইতে পারে না। পীড়া জনিত প্রবল রক্তের স্রোত-কেই পীড়ার কারণ বলিয়া বৃথা অনুমান করা হয়। পীড়ার কারণ জনিত জীবনীশক্তির প্রাদাহিক উত্তেজনাবশতঃ ধমণীমণ্ডলের গোলমালে বাস্তবিক যে এইরূপ ঘটনা হয় তাহা তাঁহারা বোঝেন না।

স্থানীয় প্রদাহে (বাস্তবিক স্থানীয় প্রদাহ বলিয়া কোন পীড়া হইতে পারে না) স্থানীয় কোন ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা নিবারণ করিবার চেষ্টা পান (যেমন জলৌকা প্রয়োগ, প্রলেপ ইত্যাদি) এরূপাবস্থায় প্রদাহ থাকিলে একোনাইট এবং রক্তাধিক্য হইয়া স্থানটী লাল হইলে বেলাডোনা প্রয়োগ করিলেই পীড়াটী সমূলে আরাম হইয়া থাকে।

আজ পর্য্যন্তও অনেক চিকিৎসকের বিশ্বাস দুষ্ট-পদার্থ শরীরে থাকিয়াই পীড়া হইয়া থাকে, সুতরাং ঘর্ম্ম, শ্লেষ্মা, মল, পৈত্তিক, মূত্র এবং লালা ইত্যাদি কারক পদার্থ দ্বারা শরীর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া পীড়ার কারণ দূর করিবার চেষ্টা করেন বলিয়া অনুমান করেন। এই কারণ শরীরে কৃত্রিম ক্ষত জন্মাইয়া ঐ ক্ষত দ্বারা দুষিত পদার্থ শরীর হইতে বাহির করিয়া দিবার চেষ্টাও করিয়া থাকেন। মানুষ একেবারেই সমুদায় বুঝিয়া উঠিতে পারে না, সুতরাং দুষ্ট পদার্থ শরীরে থাকিয়া পীড়া চলে, এরূপ বিশ্বাস হওয়া অতি সহজ এবং ঐ সমুদায় দুষ্ট পদার্থ ঘর্ম্ম, শ্লেষ্মা, মূত্র ইত্যাদি আকারে শরীর হইতে বাহির করিয়া দিবার চেষ্টা করিবে তাহার আশ্চর্য্য কি? এই জন্য কতকগুলি ঔষধ বাহির করা হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি ঘর্ম্ম কারক, কতকগুলি লালা নিঃসারক, শ্লেষ্মা নিঃসারক, এবং পৈত্তিক ইত্যাদি নিঃসারক। এই ঔষধগুলি দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগ নিম্নগ আর এক ভাগ ঊর্দ্ধগ। নিম্নগ ঔষধ দ্বারা বিরেচন ক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং ঊর্দ্ধগ ঔষধ দ্বারা বমন ইত্যাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। তাঁহারা বলেন যে ইহাদের দ্বারা শরীর হইতে দূষিত পদার্থ অপসারিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা বৃথা স্বপ্ন এবং কারণশূন্য অনুমান মাত্র। ইহাতে রোগীগুলি সহজেই প্রতারিত হইতে পারে তাহার কোন সন্দেহ নাই। যদি ঐরূপই না হয়, তবে পীড়াটী যে অজ্ঞাত জীবনী-শক্তির উত্তেজনার জন্যই হইয়া থাকে তাহাই ঠিক হইল। অর্থাৎ আমাদিগের জীবনী-শক্তিতে স্বাভাবিক বোধ শক্তি এবং শারীরিক ক্রিয়ার বিপরীত অবস্থা প্রকাশক লক্ষণগুলি পীড়ার প্রতি বিম্বস্বরূপ প্রকাশ পায়। অতএব তাহাদের কাল্পনিক দূষিত পদার্থ শরীরে থাকিয়াই যে পীড়া চলিতে থাকে তাহা এই যুক্তির নিকট স্থান পাইতে পারে না (কারণ পীড়া জীবনী-শক্তির জড়-শরীরের নহে)।

দেখা যাউক দুষ্ট পদার্থ কেন, জল যে অত্যন্ত নির্দ্দোষ পদার্থ তাহা পর্য্যন্ত শরীরের মধ্যে প্রবেশ হওয়ায় জীবন সংশয় হইয়াছিল (বার্টের ফ্রেন্সের রসায়ন সোসাইটির হিষ্টরির ৪র্থ ভলিউম দেখ) সুতরাং বাহিরের যে কোন দ্রব্যই হউক না কেন তাহা শরীর অভ্যন্তরে কোন ধমনীতে প্রবেশ করিলে জীবনী শক্তি তৎক্ষণাৎ তাহা তাহার নিজের শক্তি দ্বারা শরীর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে, যদি তাহা না পারে তবে নিশ্চয় মৃত্যু।

এমন কি শরীরের অন্যান্য স্থানে কোন কিছু বিদ্ধ হইয়া থাকিলে বেদনা, জ্বর, পূঁজ বা উক্ত স্থান পচাইয়া ফেলাইয়া নিঃসারিত হয়। তবে ইহা কি প্রকারে সম্ভবে যে কোন প্রকার ক্ষতজ জ্বর বা জীর্ণ জ্বর ২০ কি ২৫ বৎসর শরীরে স্থায়ী থাকে অথচ রোগীর শীঘ্র শীঘ্র প্রাণ ধ্বংশ হয় না। বাহিরের কোন পদার্থ এমন কি জল পর্য্যন্তও শীরাতে প্রবেশ করিলে যখন জীবন সংশয় তখন এত দীর্ঘকাল অন্য কোন শক্তির বলে বাঁচিয়া থাকে? কোন্ নিদান তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত, যাহাকে তোমরা দোষপ্রাপ্ত ক্ষত বল সেই ক্ষত হইতে দূষিত পদার্থ বাহির করিয়া দিতে সক্ষম? (অনুবীক্ষণেরও অভাব নাই)।

এমন কি, কোন পদার্থ শরীরে বা ক্ষতে যোগ হইয়া কোন পীড়া জন্মাইলেও ঐ পদার্থটী হাজার চেষ্টা করিলেও কেহই বাহির করিয়া দিতে পারিবে না। কেন শরীর ত আশোষন ক্রিয়া দ্বারাই উক্ত দূষিত পদার্থ গ্রহণ করিয়াছে তবে কেন বাহির করিতে অক্ষম?

অপবিত্র সহবাসের পরক্ষণেই জননেন্দ্রিয় বিশেষ সতর্কতার সহিত প্রক্ষালন করিয়া ফেলিলেও উপদংশজ ক্ষত বা বাগী (Bubo) কেন দেখা দেয়? বসন্ত রোগের বাষ্প দূরস্থিত হৃষ্টপুষ্ট বলীষ্ঠ শিশুকে কেন আক্রমন করে?

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার কিমাত্রার দূষিত পদার্থ শরীরে প্রবেশ করিয়া প্রথমটী রোগীর মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ভোগ করে এবং দ্বিতীয়টী শীঘ্র শীঘ্র সাংঘাতিক বেগ আরম্ভ করিয়া দিয়া সর্ব্বাঙ্গে উদ্ভেদ উঠাইয়া পূঁজ জন্মাইয়া দেয়। *

---

* একি সম্ভব কোন দূষিত জড়পদার্থ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইয়া আক্রমণ করে। রোগীর শয্যায় বসিয়া যে পত্র লেখা যায়, তাহা দূরদেশে প্রেরিত হইলে যাহার হস্তে যাইয়া পত্রখানা পড়িয়াছিল সে কেন ঐ পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল? পীড়াজনক দূষিত পদার্থ কি জড়-শরীরের কোন দ্রব পদার্থকে আক্রমণ করিয়া বসিয়া আছে? এক জনের দূষিত পৈত্তিক জ্বর অন্যকে কেন আক্রমণ করে? তুমি ওমুক দিন ওমুক সময় মরিবে এ কথা কি কাহার সম্বন্ধে ঠিক হয় নাই? অত্যন্ত দুঃখের বা আনন্দজনক সংবাদে হঠাৎ কি কাহারও মৃত্যু হয় নাই? এই সমুদয় ঘটনায় কোন স্থানে শরীরের কোন তরল পদার্থকে আক্রমণ করিয়া মৃত্যু ঘটাইল বা পীড়া জন্মাইল? ঠাণ্ডা লাগিল, ত্রাস পাইল, উত্তাপ ভোগ করিল, তাহাতে জ্বর কাশী ইত্যাদি হইল এই সমুদয় লক্ষণজনিত জ্বরের কারণ পৈত্তিক নিঃসারক, শ্লেষ্মা নিঃসারক বা বাতনাশক ঔষধ কেন তুমি কল্পনা কর? ঠাণ্ডা, ত্রাস, উত্তাপ ইত্যাদির সহিত কি পরিমাণ দূষিত পদার্থ শরীরে প্রবেশ করিয়া রক্ত, শ্লেষ্মা, পৈত্তিক ইত্যাদির মধ্যে প্রবেশ করিয়া আছে তুমি যে অন্যায়

রোগীর শরীরে ঘৃণিত ও দূষিত পদার্থগুলি পীড়া জন্মাইয়া থাকে না তাহাদের দ্বারা পীড়া শরীরে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়? অথবা ইহার বিপরীতে ইহারা পীড়া দ্বারা জন্মে অর্থাৎ জীবনী-শক্তির উত্তেজনার জন্য জীবনী-শক্তি জন্মাইয়া দেয়।

যখন তাহাদের বিশ্বাস যে ঐ দূষিত পদার্থই পীড়ার কারণ, তখন ঐ সমুদয় কাল্পনিক দুষ্ট পদার্থগুলি লালাস্রাবী, ঘর্ম্ম কারক, এবং মূত্রকারক ইত্যাদি ঔষধ দ্বারা বাহির করিবার চেষ্টা কেন না করিবে? এবং কেনইবা কৃত্রিম ক্ষত না জন্মাইয়া ক্ষতটীকে রক্ষা করিয়া তদ্বারা ঐ দূষিত পদার্থকে বাহির করিয়া না দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? অথবা আমাদের শরীরের মধ্যের যে পদার্থের যে প্রকার বর্ণ ইত্যাদি আছে তজ্জন্য যে পদার্থ সেবন করিলে সেই প্রকার বর্ণে পরিণত হয় তাহা অবশ্যই সেবন করাইবেন। কারন জীবনী-শক্তির উত্তেজক কারণ হইতে ঐরূপ যে অবস্থান্তর হয় তাহা তাঁহারা স্বপ্নেও ভাবেন না।*

সুতরাং দুষ্পাচ্য কোন দ্রব্য পাক যন্ত্রে বা শরীরের অন্য কোন স্থানে কিছু স্থায়ী থাকিয়া কোন পীড়া দীর্ঘ কাল স্থায়ী হইতে পারেনা তাহা পূর্ব্বেই যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক দেখান হইয়াছে।†

পূর্ব্বক জলৌকার ন্যায় শরীরের সার পদার্থ সকল বাহির করিতে চেষ্টা কর। দূষিত পদার্থ শরীরে থাকিয়াই সমুদয় পীড়া চলিতে থাকে এইরূপ মত যাঁহারা পোষণ করেন তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে যখন কখনই সক্ষম নহেন, তখন জীবনী-শক্তির প্রকৃতির কোন উত্তেজক কারণ হইতেই যে পীড়া উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহাই অগত্যা স্বীকার করিতে হইবে।

* পীড়াজনিত উৎপন্ন কাল্পনিক দুষ্ট পদার্থ যে জন্মিয়া থাকে তাহা প্রথমতঃ বীজ স্বরূপ ক্ষুদ্রাংশ হইতে নীত হইবার পরই উৎপন্ন হইতে থাকে অর্থাৎ যে জাতীয় বিষ প্রবেশ করে শরীরের সমুদয়পদার্থ তাহার ধর্ম্মবিশিষ্ট করিয়া লয় এইরূপ অনুমান করা হয়। এই জন্যই জলাতঙ্ক, সর্পদংষ্ট ব্যক্তির নখের আঁচড় দ্বারা অন্যব্যক্তির বিপদের আশঙ্কা হয়। যদি তাহাই হইত তবে শৈত্য এবং উত্তাপভোগ জনিত কোন্ কোন সাংঘাতিক পীড়া দ্বারা অন্য ব্যক্তি আক্রান্ত হইবার কারণ কি? শৈত্য বা উত্তাপের মধ্যে পীড়ার কতটুকু বীজ থাকে যে শরীর বিষাক্ত করিয়া ফেলে। উপদংশজ বিষ ইহার বিক্রম মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত কোন কোন শরীরে প্রকাশ করিয়া থাকে এবং কোন কোন ব্যক্তি ৩০শ শক্তির একটীমাত্র মার্কিউরিয়াস সলিউবিলিসে আরোগ্য লাভ করে ইহারই বা কারণ কি? প্রাচীন পীড়ার কারণ সোরা (Psora দেখ)।

† অন্ত্রে ক্রিমি থাকিলে ঔষধ দ্বারা নির্গত করাইলে বোধহয় যেন রোগী আরাম হইল পুনরায়

এখন বুঝিতে হইবে জীবনী-শক্তির উত্তেজক পীড়া দ্বারাই সমুদায় দূষিত পদার্থ শরীরে উৎপন্ন হয় এবং জীবনীশক্তি বিনা বিরেচক ঔষধে তাহার নিজের শক্তিদ্বারা তাহা শরীর হইতে নিঃসারিত করিয়া থাকে। কিন্তু পীড়ার কারণ যে পর্য্যন্ত দূর না হইবে ঐ পদার্থ উৎপন্ন হইতে থাকিবেই থাকিবে। এই সমুদায় পদার্থগুলি বিজ্ঞ চিকিৎসক লক্ষন সমষ্টির অন্তর্ভূত করিয়া সদৃশ লক্ষনানুসারে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া পীড়া সমূলে আরাম করিয়া থাকেন। ঘর্ম্ম বা মূত্র কারক ঔষধ দ্বারা জর, বক্ষস্থলের বেদনায় নাসিকা হইতে রক্তপাতে শ্লেষ্মা নিঃসরন বা ঘর্ম্মকারক বা বিরেচক ঔষধ দ্বারা নিবৃত্তি করিবার চেষ্টা করিলে পীড়া কখনই আরাম হইবার নহে, লাভের মধ্যে দুর্দ্দম্য অন্যবিধ পীড়া জন্মাইয়া দেয় অর্থাৎ স্বাভাবিক পীড়া দূর করিতে যাইয়া ঔষধজনিত কৃত্রিম অন্য একটী পীড়া জন্মান উচিত নহে (অর্গাননের সূত্রে ইহার মিমাংসা হইয়াছে)।

কৃত্রিম পীড়া জন্মাইয়া মূল পীড়া আরাম করা মতটী এলোপ্যাথিক মত (এই মত আজ পর্য্যন্ত চলিতেছে)।

রোগীকে আরাম করিবার জন্য তাঁহারা রোগীর শরীরে এইরূপ ঔষধ জনিত শরীরের পীড়িতস্থান হইতে দূরে স্বাভাবিক পীড়া জনিত কষ্ট যাহাতে সে বোধ না করে তজ্জন্য নূতন পীড়া জন্মাইত। হয়তঃ মূল পীড়া তাহার আরোগ্যজনক শারীরিক কোন শেষস্রাব আরম্ভ করিবার সময় ঐরূপ কৃত্রিম পীড়া জন্মাইবার জন্য কোন ঔষধ প্রয়োগ করিলে ঐ পীড়া আর আরাম হইতে পারেনা। *

মূত্রকারক বা ঘর্ম্মকারক ঔষধদ্বারা, শিরাকর্ত্তন করিয়া, কৃত্রিম ক্ষত ইত্যাদি শরীরে কিছুকাল রক্ষা করিয়া, এবং কখন কখন অন্ননালী বা অন্ত্রের উত্তেজক নিম্নগ ঔষধ দ্বারা বিরেচন অথবা উর্দ্ধগ ঔষধ দ্বারা বমন করাইয়া ঐ কাজ

কয়েক দিন পরই দেখা যায় ঐরূপ ক্রিমি উৎপন্ন হইতে থাকে। ক্রিতার ন্যায় ক্রিমি কোনরূপে নিঃসারিত হয় না, তীক্ষ্ণ বিরেচক ঔষধদ্বারা বহির্গত করিয়া দিবার চেষ্টা করিলে রোগীর বিপদের সম্ভাবনা কিন্তু সোরার প্রতিষেধক উচ্চক্রমের ঔষধ লক্ষনানুসারে কয়েক মাত্রা প্রয়োগে ক্রিমির লক্ষণসমূহ অন্তর্হিত হইয়া যায়। অন্ত্র যথেষ্ট ক্রিমিদ্বারা পুরিয়া আছে, লক্ষণ অনুসারে কয়েকমাত্রা সোরার প্রতিষেধক ঔষধ প্রয়োগ করায় দেখিতে পাইবে কোন ঔষধ দ্বারাই ক্রিমি নির্গত হইবে না।

* এইরূপ করায় মূল পীড়া ঔষধ জনিত পীড়ার সহিত যেন কিছুকাল সন্ধিস্থাপন করিল। কিন্তু সময়ে বললাভ করিলে, পুনরায় তাহার সমুদায় শক্তির সহিত রোগীকে আক্রমন করিয়া বসে। কিন্তু সামান্য রকম পীড়া আর দূর হয় না, ইহাও দেখা যায়।

সম্পন্ন করিত বা কখন কখন পরিপাকের ঔষধদ্বারা দোষ পরিপাক করিয়াদিত (বাস্তবিক যাহা হইতে পারে না)।

সামান্য বেগ বিশিষ্ট তরুণ পীড়া যাহা প্রকৃতি নিজ শক্তিরদ্বারা দূর করিতে অক্ষম হইলেও প্রাচীন মতাবলম্বী চিকিৎসকেরা কখন কখন প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া থাকিত। এরূপ করায় রোগী আরাম হইবে কি না সে সম্বন্ধে কোন বিবেচনাই করিত না। ইহাতে প্রাথমিক ইন্টেষন দ্বারা যেমন মুখ বিস্তৃত ক্ষত আরাম করিতে দক্ষ অস্ত্র-চিকিৎসক কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারে না, প্রকৃতির অস্থি উৎপাদক শক্তি থাকা সত্ত্বেও ভগ্ন অস্থির প্রান্ত যেমন স্বস্থানে স্থাপন করিতে অক্ষম, ছিন্ন ধমনীর রক্তস্রোত যেমন বন্ধন দ্বারা বৃথা রোধ করিবার চেষ্টা ; অথবা যে অনভিজ্ঞ অস্ত্র চিকিৎসক চ্যুত হিউমারাস পূর্ব্বাবস্থায় আনিতে অক্ষমজন্য গ্রন্থির স্থান স্ফীত হইয়া উঠিতে থাকে; বা অক্ষির শুক্লাংশে শল্য উদ্ধার করিতে যাইয়া সমুদয় চক্ষুর পুঁজ জন্মাইয়া নষ্ট করিয়া দেয় ; কিম্বা যে অন্ত্র বৃদ্ধির অবস্থায় কোন মতেই অন্ত্র স্বস্থানে স্থাপন করা যাইতে পারে না এমত অবস্থায় জোর পূর্ব্বক স্বস্থানে দিবার চেষ্টা করিলে অন্ত্রের পচন ক্রিয়া আরম্ভ হইয়া রোগীর নিশ্চয় মৃত্যু হয় ; অথবা জীবনী শক্তির উত্তেজনার পীড়াজনিত কোন উৎপন্ন পদার্থকে স্থানচ্যুত করিয়া দিবার জন্য শরীরের অন্যস্থানে রোগীর যন্ত্রনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াথাকে ; তদ্রূপ যে সামান্য পীড়াকে প্রকৃতি নিজ শক্তিদ্বারা দূর করিতে অক্ষম, কেবল মাত্র প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে প্রকৃতিও পূর্ব্বোল্লিখিতরূপ ফল প্রদান করে। কেবল যে এইরূপই হয় এমত নহে, জীবনীশক্তি না বুঝিয়া ইহার বাসগৃহের মধ্যে (শরীরের মধ্যে) অসংখ্য প্রাচীন পীড়ার কারন সোরা, সাইকোসিস এবং উপদংশজ বিষ যাহা আমাদিগকে পার্থিব সুখ ভোগ করিতে না দিয়া শত সহস্র বৎসর হইতে কষ্ট দিতেছে এবং যাহা বিনা ঔষধের সাহায্যে শরীর হইতে দূর হইবার নহে. শরীর ধ্বংশ করিয়া মৃত্যু আনয়ন করে (সদৃশ আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান দেখ)। অতএব প্রকৃতির উপর নির্ভর করিরা থাকা উচিত নহে।

প্রাচীন মতের চিকিৎসকেরা প্রাচীন পীড়ার কারণ যখন জানেন না, তখন প্রাচীন পীড়া কেন তরুন পীড়াই বা কি প্রকারে আরাম করিবেন। জীবনী-শক্তিদ্বারা পরোক্ষ ভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত উৎপন্ন বিপর্যয় অবস্থাকে পীড়ার কারণ

মনে করিয়া যুক্তিশূন্য চিকিৎসায় কি প্রকারেই বা সাহসিক হইতেন! ঈশ্বর আমাদিগকে স্বাধীন বিবেচনাশক্তি দিয়াছেন যদ্দ্বারা অরক্ষিত জীবনীশক্তিকে রক্ষা করা যাইতে পারে। (এই শক্তিকে মন কহে)।

অতএব এই অরক্ষিত জীবনীশক্তির পীড়া দ্বারা ইহার শরীরের একদিকে আক্রান্ত হইলে, কৃত্রিম পীড়া দ্বারা ইহার সুস্থাংশ আক্রমণ করিয়া অধিক যন্ত্রণা সৃষ্টি করিয়া রোগীর শক্তি নষ্ট করা হয়। এইরূপ দুর্ব্বলকারী কষ্টজনক চিকিৎসা দ্বারা বোধ হয় যেন মূল পীড়া অন্তর্হিত হইল, বাস্তবিক তাহা নহে, শরীরের অন্যান্য সুস্থ অংশ মূল পীড়া হইতে অধিকতর জটিল পীড়াদ্বারা আক্রান্ত হয়। *

বাস্তবিক তরুণ পীড়া যাহা অল্পক্ষণ শরীরে ভোগ করিবার জন্য জীবনী-শক্তিকে আক্রমন করে, শরীরের দূরবর্ত্তী স্থানে ঐরূপ গোলমেলে চিকিৎসা করিবার সময় ইহার ভোগকাল ভোগ করিয়া চলিয়া যায়; কিন্তু ঐরূপ চিকিৎ-সার জন্য আরাম হয় না। এইরূপ বিপরীত চিকিৎসায় পীড়িতাংশে ঔষধের কোন ক্রিয়া না থাকায় ঐ চিকিৎসায় যে পীড়া আরাম হইল ইহা কখন বলা যাইতে পারে না। এবং বাস্তবিকই যদি এলোপ্যাথিক মতে চিকিৎসিত না হওয়া যায় তবে, তরুণ পীড়া আরও শীঘ্র আরাম হইয়া থাকে; কারণ শরীরে দূরবর্ত্তী স্থানে অন্যায় ঔষধপ্রয়োগজন্য রোগী দুর্ব্বল হওয়ায় বিলম্বে ঐ পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করে। কেবল দুর্ব্বল হয় এমত নহে, ঔষধ জনিত পীড়ায় ভুগিতে থাকে। প্রকৃতির নিজের শক্তি বা এলোপ্যাথিক চিকিৎসা দ্বারাই হউক কোন প্রকার আরোগ্য হোমিওপ্যাথিক মতে ঔষধ-প্রয়োগে যেরূপ আরোগ্য লাভ করে, তাহার সঙ্গে তুলনীয় নহে; কারণ ইহা রোগীর শক্তি রক্ষা করিয়া রোগীকে শীঘ্র শীঘ্র আরাম করিয়া থাকে।

---

* এলোপ্যাথিক মতে প্রাচীন পীড়ার চিকিৎসা ঠিক নিম্নলিখিত ঘটনার সহিত ঐক্য হয়:—

কোন এক প্রবল শত্রুকে, সম্মুখ যুদ্ধে পরাস্ত করিতে না পারিয়া তাহার রসদ বন্ধ করিয়া দিয়া তাহার নগরগুলিতে অগ্নি প্রদান দ্বারা ধ্বংশ করতঃ বহু সৈন্যনাশ করায় শত্রু কিন্তু নাশ পায় না, প্রথমতঃ নিস্তেজ অবস্থায় পড়িয়া থাকে, মাথা উত্তোলন করিতে পারে না বটে, কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না, কারণ শত্রু জীবিত থাকে। যখন উপযুক্ত আহার পাইয়া নূতন বল পায়, তখন অধিকতর বিক্রমের সহিত বিপক্ষকে প্রতিহিংসার জন্য প্রাণপণে আক্রমণ করে। এইরূপ এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় শত্রুরূপে মূল প্রাচীন পীড়ায় কিছুই করিতে পারে না কেবল তাহার নগরটিকে (দেহটিকে) আক্রমণ করা হয়। এরূপ করাতে শরীরেরই ক্ষতি হইয়া থাকে।

কিন্তু যত পীড়া আছে তাহার মধ্যে অধিকাংশই পুরাতন পীড়া দেখা যায়। এই পীড়ায় এলোপ্যাথিক্ চিকিৎসায় কিছু মাত্র উপকার দর্শাইতে পারে না। কয়েক দিনের জন্য কষ্টকর লক্ষণগুলি কেবল মাত্র প্রকাশ পায় না। কিন্তু ঔষধ সেবন করিতে করিতে অভ্যস্ত হইলে কয়েক দিন পরেই আবার ঐ সমুদায় লক্ষণ অধিকতর প্রবল বেগের সহিত প্রকাশ পাইতে থাকে। *

প্রাচীন মতের চিকিৎসকদের মধ্যে একদল প্রকৃতির অনুকরণ করিতে যাইয়া অর্থাৎ পীড়াজনিত দুষিত পদার্থ বাহির করিবার চেষ্টা করতঃ কখন কৃত্রিম পীড়াও জন্মাইয়া দিত, এবং আর এক দল প্রকৃতি প্রথমতঃ পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হইবা মাত্র রোগীর যে কোন প্রকারের স্রাব আরম্ভ হইত, ইহাকে সাহায্য প্রদান করিবার জন্য ঐ স্রাব বৃদ্ধি করিয়া দিবার চেষ্টাই করিত। সুতরাং তাহারা মনে করিত তাহারা প্রকৃতির দাস। দীর্ঘকালস্থায়ী কোন পীড়ায় স্রাবজনক ঔষধ প্রয়োগ করায় প্রথমতঃ দেখা যাইত কিছু কালের জন্য অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক বেদনা, পক্ষাঘাত এবং মূর্চ্ছা ইত্যাদি অবর্জিত হইত; সুতরাং এই প্রণালীর চিকিৎসাই প্রকৃত চিকিৎসা মনে করায়, দীর্ঘকাল ঐ প্রণালীতে চিকিৎসা করায় পীড়া বৃদ্ধি পাইয়া দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া দুর্দ্দম্য হইয়া দাঁড়াইত। প্রাচীন পীড়ার কোন প্রকারের স্বতঃস্রাবের (দেখিয়া বোধ হইত আরোগ্যজনক শেষ স্রাব) সময় রোগীকে কিছু কালের জন্য অনেকটা উপশম দেয় বটে, কিন্তু তাহাতে পীড়া আরাম না হইয়া রোগীর শক্তি ও শরীরের জৈব পদার্থের অপচয় হেতু পীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইয়া থাকে। প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া থাকায় কোন রোগীকে কোন কালে প্রাচীন পীড়া হইতে মুক্তি লাভ করিতে দেখা যায় নাই। বরং ঐরূপ অতিসার বা স্রাব ঘন ঘন দেখা দেওয়ার পর রোগীর পীড়ার বিরামের কাল আরও সংকীর্ণ হইতে থাকে। †

এলোপ্যাথিক চিকিৎসকেরা প্রকৃতির স্বাভাবিক চেষ্টাকেই অত্যধিক

---

* কৃত্রিমকষ্ট শরীরে রক্ষা করার সময় যে পর্য্যন্ত ক্ষতের বেদনা থাকে সে পর্য্যন্ত মূল পীড়াকে দুর্ব্বল বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু রোগীর বেদনা দূর হইয়া ইহাতে অভ্যস্ত হইলে আর উহাতে যেন কিছুই করে না বলিয়া বোধ হয়।

† সুতরাং ঔষধ দ্বারা ঐ স্রাব বৃদ্ধি করিলে বিপদের সম্ভাবনাই অধিক।

মূল্যবান বলিয়া বোধ করিত বটে, কিন্তু প্রকৃত আরোগ্যকারী ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে সম্পূর্ণ ভ্রমে পতিত হইত, সুতরাং পীড়া আরাম করিতে যাইয়া বৃদ্ধি করিয়া বসিত। যখন কোন একটী প্রাচীন পীড়ায় অত্যন্ত কষ্টকর কোন একটী লক্ষণ অন্তর্হিত হইয়া চর্ম্মের উপর কোন একটী সামান্য স্রাবশীল চর্ম্ম-রোগ প্রকাশ পাইত, তখন প্রকৃতির সাহায্যকারী (এলোপ্যাথ) ঐ স্রাব বৃদ্ধি করিবার জন্য ক্যান্থারাইডিসের মলম ইত্যাদি প্রয়োগ করিয়া তাহার কাল্পনিক দূষিত পদার্থগুলি বাহির করিয়া দিত। কখন কখন অত্যন্ত উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগের জন্য ঐ সাহায্যকারী চিকিৎসক আভ্যন্তরিক পীড়া দূরের কথা, ঐ চর্ম্ম রোগের আকারের লক্ষণটীও এত বৃদ্ধি করিয়া ফেলিত যে, তাহার উত্তেজনার জন্য রোগীর নিদ্রা নাশ এবং জ্বরও হইত এমত নহে, ঐ চর্ম্ম-রোগটী সাংঘাতিক বিসর্প (Erysepalass) রোগে পরিণত হইত। কখন কখন আভ্যন্তরিক কোন সাংঘাতিক পীড়া রোগীর উপশমনের জন্য চর্ম্ম-রোগের আকারে দেখা দিলে চর্ম্মের উপরে সদৃশ ব্যবস্থা অনুসারে উক্ত স্থানে ক্রিয়া প্রকাশ করিতে পারে এমত কোন অন্যায় ঔষধ দ্বারা অল্প দিনের ঐ চর্ম্মরোগটী ঐরূপ বাহ্যপ্রয়োগ ঔষধে ভিতর পানে তাড়িত হইত। এরূপ হওয়ায় প্রাচীন পীড়ার বেগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া শরীরের মধ্যের কোন জীবনী শক্তির যন্ত্র আক্রমণ করিয়া বসিত। এমন কি স্থানীয় লক্ষণটী দূর হইয়া সাংঘাতিক চক্ষুর প্রদাহ, বধিরতা, পাক্-যন্ত্রের আক্ষেপ, মৃগী, শ্বাসরোগ সংন্যাস বা মানসিক কোন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পড়িত (সদৃশ আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞানের প্রাচীন পীড়া দেখ)।

মলনালী বা গুহ্যদ্বারের রক্তাধিক্য বা অন্ধ-অর্শজন্য উক্ত স্থানের দূষিত রক্ত বহিষ্কৃত করিয়া দিবার জন্য বহুসংখ্যক জলৌকা প্রয়োগ করিত, ইহাতে রোগী অল্প কিছু কালের জন্য উপশম বোধ করিত বটে, কিন্তু অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িত এবং মূল পীড়ার কিছুমাত্র উপকার না হইয়া রক্তাধিক্য অধিকতর বৃদ্ধি পাইত।

যে সমুদায় পীড়ায় জীবনীশক্তি কাশের বা মলের সহিত অল্প কিছু রক্ত নির্গত করিতে আরম্ভ করিত, এমত প্রায় পীড়াতেই প্রকৃতির সাহায্যকারী চিকিৎসক, আভ্যন্তরিক সাংঘাতিক পীড়া উপশমনের জন্য কোন একটী

শিরা বিদ্ধ করিয়া প্রচুর রক্তমোক্ষণ করিত, ইহাতে রোগীর দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি পাইয়া উপকার না হইয়া বিশেষ অপকারই হইত।

পুরাতন বমনের ভাব বিরেচক ঔষধ দ্বারা নিবৃত্তি করিবার চেষ্টা করিত, ইহাতে উপকার হওয়া দূরের কথা যে অপকার হইত তাহাতে সময় সময় প্রাণ সংশয় হইয়া পড়িত।

আভ্যন্তরিক কোন পীড়ার জন্য বাহ্যিক কোন গ্রন্থি স্ফীত হইলে কাল্পনিক প্রকৃতির সাহায্যকারী চিকিৎসক কোন তুখাড় ক্ষারসদৃশ ঔষধ উক্ত স্ফীত স্থানে প্রয়োগ করিয়া প্রদাহ জন্মাইয়া দেওয়ার পর পাকিলে দূষিত পদার্থ বাহির করিবার জন্য অস্ত্র দ্বারা কর্ত্তন করিত। *

কোন কোন প্রাচীন পীড়ায় সময় সময় ঘর্ম্ম বা অস্বাভাবিক প্রকারে অধিক মলনিঃসরণ হওয়ার পর রোগীকে আসান পাইতে দেখিয়া তিনি (প্রকৃতির সাহায্যকারী চিকিৎসক) ঐ পীড়ার স্রাববর্দ্ধক ঔষধ দীর্ঘকাল প্রয়োগ করিতেন (ইহাতে বোধ হয় বস্তুই যেন পীড়ার কারণ)। ইহাতে বিপরীত ফল প্রদান করিয়া রোগীর অবস্থা উত্তরোত্তর শোচনীয় করিয়া ফেলিত।

প্রকৃতি সাহায্য করিবে এই কারণশূন্য মত মনে পোষণ করিয়া প্রাচীন মতাবলম্বী চিকিৎসকেরা নির্ব্বোধ জীবনী-শক্তি যে চেষ্টা করিত তাহাই বৃদ্ধি করিবার জন্য অনিষ্টকর কৃত্রিম পীড়া বা বিরেচক ঔষধ ইত্যাদি রোগীকে প্রয়োগ করিত। স্থানীয় লক্ষণ (চর্ম্মরোগ) বা অতিসার ইত্যাদি বাহ্যিকই যে প্রকৃত পীড়া এবং সমুদায় পীড়ার যে একটী লক্ষণ, এই বুঝিয়া সদৃশ ব্যবস্থানুসারে উক্ত পীড়ার ঔষধ প্রয়োগ করিলে, পীড়া সমূলে শীঘ্র অন্তর্হিত হইতে পারে। †

---

* ইহা দ্বারা যে দীর্ঘ কাল স্থায়ী কষ্টকর ফল প্রসব করে তাহা বহুদর্শিতা দ্বারা অনেক জানা গিয়াছে।

† এলোপ্যাথিক্ মতে পীড়ার লক্ষণগুলি ঔষধ দ্বারা প্রকাশ পাইতে দিতে চাহে না, অর্থাৎ ঔষধ দ্বারা দাবা মাড়িয়া রাখিয়া দিয়া থাকে, চর্ম্মের উপর কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইলে বিরেচক ঔষধ দ্বারা নিবৃত্তি করিবার চেষ্টা পায়; বিরেচক ঔষধ দিয়া বমন নিবৃত্তি করিতে চাহে; ঠাণ্ডা জলে পা রাখিয়া পদের পুরাতন ঘর্ম্ম নিবৃত্তি করে; জরায়ুর রক্ত ভিনিগারের পিচকারী দ্বারা নিবৃত্তি করে, প্রচুর দুর্ব্বলকারী ঘর্ম্ম ফিটকারির অরিষ্ট দ্বারা উপশম করে, স্বপ্নে রেতঃস্খলন অধিক মাত্রায় কর্পূর দ্বারা দমন রাখে, মুখমণ্ডল এবং শরীর সকল সময় গরম হইলে সাম্যকারিক-প্রসিদ্ধ প্রয়োগ

তরুণ বিশেষতঃ প্রাচীন পীড়ায় প্রকৃতির পীড়া হইতে মুক্তি পাইবার অসম্পূর্ণ চেষ্টাই যখন পীড়া বলিয়া বৃথা অনুমান করা হয়, সুতরাং ঐ চেষ্টা-সমষ্টি বৃদ্ধি করিয়া দেওয়ায় বিপদের আশঙ্কা আরও অধিক করিয়া থাকে। জীবনী-শক্তি আরোগ্যের জন্য অজ্ঞাতসারে যে শেষ ফল আনয়ন করে তাহা এতদুর দুর্জ্ঞেয় যে তাহা জানিয়া উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিতে আমরা কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারি না। অতএব অত্যন্ত অপকারী কোন উগ্রবীর্য্য ঔষধ প্রয়োগ করিলে জীবনী-শক্তি ঐ ঔষধের ক্রিয়ার অধীন হওয়ায় ইহার স্বাভাবিক অরক্ষিত শক্তির যে কিছু শক্তি থাকে তদ্দ্বারা ঐ তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়া থাকে। এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় সদৃশ ব্যবস্থানুযায়ী ঔষধের ন্যায় কোন ক্রিয়া প্রকাশ করিতে না পারায় অসদৃশ কৃত্রিম পীড়া জন্মানের চেষ্টার কারণ জীবনী-শক্তি নিজের যে শক্তিটুকু দ্বারা অল্প যাহা কিছু করিতে পারিত, তাহাও করিতে পারে না।

পুরাতন শিরঃপীড়া নাসিকা হইতে রক্তপাত করিয়া নিবৃত্তি করিবার চেষ্টা করা হইত। প্রচুর রক্তস্রাব জন্য রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িত। শিরঃপীড়া কয়েক দিনের জন্য বোধ হইত যেন আরাম হইল, কিন্তু অধিকতর প্রবল বেগের সহিত আরও ইহা উদয় হইত। কিন্তু আপনা হইতে নাসারন্ধ্র হইতে রক্তস্রাব হইলে রোগী দীর্ঘকাল ভাল বোধ করিত।

এইরূপ হঠাৎ ঠাণ্ডা ভোগ বা ত্রাসজনিত কোন পীড়ায় অতিরিক্ত ঘর্ম্ম বা অতিসার আরম্ভ হইলে রোগী অনেকটা উপশম বোধ করিত, কিন্তু ঔষধ দ্বারা ঘর্ম্ম বা অতিসার জন্মাইলে রোগী কখনই ঐ রূপ উপশম বোধ করিত না বরং দুর্ব্বল হইয়া পড়িত, ইহা বহু পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে।

ঈশ্বর আমাদিগকে যে জীবনীশক্তি দিয়াছেন এবং পীড়া দ্বারা যখন জীবনী-শক্তিই আক্রান্ত হয়, সুতরাং ইহার উপদেশানুসারে আমাদিগকে চলিতে হয়

করে ; নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে সুরাবীর্য্য বা কষায় কোন অরিষ্ট দ্বারা সিক্ত ন্যাকড়া নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্টাবস্থায় রাখে ; প্রান্ত শাখার স্রাবশীল ক্ষতের স্রাব অক্সাইড অব জিঙ্ক বা লেড দ্বারা শুষ্ক করিয়া দেয়। ইহাদের দৈবফল অতীব কষ্টজনক তাহা বহুদর্শন দ্বারা জানা গিয়াছে।

কথা লেখা যায় এলোপ্যাথিক ডাক্তারেরা পীড়ার কারণ দূর করিয়া থাকে ; এবং সেই একটী লক্ষণই যেন নির্দ্দিষ্ট পীড়া। এরূপ চিকিৎসায় উপকার হওয়া দূরের কথা অপকারই হইয়া থাকে।

সত্য। এই জীবনীশক্তি শারীরিক যন্ত্রের সাহায্যে একতায় কোন বিবেচনা না করিয়া স্বাভাবিক ভাবে কাজ করিয়া থাকে, এবং ইনি ইহার পীড়া দ্বারা অবস্থান্তর হইলে নিজের চেষ্টা দ্বারা স্বাভাবিকাবস্থায় আসিবার চেষ্টা করেন। এই জন্যই প্রকৃতির সাহায্যকারী এলোপ্যাথিক চিকিৎসক বুঝিতে না পারিয়া, ইহার উপকার করিতে যাইয়া অন্যায় ঔষধ প্রয়োগ করিয়া অপকার করিয়া বসেন, অথচ বুঝিতে না পারিয়া বলিয়া থাকেন তাঁহাদের চিকিৎসাই যুক্তি-মূলক চিকিৎসা।

কোন ব্যক্তি যাহার বুঝিবার শক্তি কিছুমাত্র আছে সে প্রকৃতির অনুকরণ করিয়া চিকিৎসা করিবে? পীড়ার কারণ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য প্রকৃতির আত্মরক্ষার চেষ্টাগুলিকেই যখন পীড়া বলিয়া অনুমান করা হয়, আবার কৃত্রিম উপায় দ্বারা তাহাদিগকে বৃদ্ধি করিবার চেষ্টায় অপকার ভিন্ন আর কি হইতে পারে? জীবনীশক্তি পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহার কোন সন্দেহ নাই। অতএব কৃত্রিম অনুকরণানুসারে পীড়ার লক্ষণগুলি ঔষধ দ্বারা দমা মারাইয়া রাখিলে আরও ভয়ানক হইয়া দাঁড়ায়। অথচ তাঁহারাই বলেন যে, তাঁহারাই যুক্তি অনুসারে চিকিৎসা করেন।

কি ভ্রম! আভ্যন্তরিক শক্তি জীবনীশক্তিকে সম্পূর্ণ সুস্থাবস্থায় সম্পূর্ণরূপে চালিত করে। যে শক্তি শরীরের বোধশীল এবং মাংসপেশী ইত্যাদিতে সর্ব্ব-স্থানে সমভাবে বিরাজ করে। যে শক্তি অক্লান্ত ভাবে স্বাভাবিকাবস্থায় শরীরকে রক্ষা করে। এই শক্তি পীড়া আরাম করিবে বলিয়া কখনই সৃষ্ট হয় নাই যে, আমরা ইহার অনুকরণ করিয়া পীড়া আরাম করিতে পারিব। ইহা কখনই হইতে পারে না। ইহা হইতে উচ্চতর শক্তিবিশিষ্ট আরও কিছু আছে, যাহার উপর চিকিৎসার ভার অর্পিত আছে। এই শক্তিকে মানসিক শক্তি কহে: ইহা সম্পূর্ণ স্বাধীনতার সহিত উত্তমরূপে ভাল মন্দ বিচার করিয়া দেখিতে সক্ষম। যখন স্বাভাবিক নির্ব্বোধ জীবনীশক্তি ইহার অজ্ঞাত-সারে কোন কিছু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া অবস্থান্তর হইয়া পড়ে, তখনই ঐ মান-সিক শক্তি প্রকৃতির নিয়মের অধীন হইয়া তাহার অকাট্য যুক্তি অনুসারে এবং লক্ষণানুসারে পীড়ার সদৃশ কোন একটী ঔষধ যাহার শক্তি মূলপীড়ার শক্তি হইতে অধিক এবং প্রয়োগ মাত্র পীড়িত স্থান অধিকার করিয়া বসিবা মাত্র,

মূল পীড়া ঔষধজনিত পীড়া দ্বারা নষ্ট হইবার পর প্রকৃতির নিজের শক্তি দ্বারা ইহা শরীর হইতে বহিষ্কৃত হয় এবং রোগী স্বাভাবিকাবস্থা প্রাপ্ত হয়, অথচ এই রূপ ঔষধের ক্রিয়ার জন্য ঔষধের ক্রিয়া দ্বারা আক্রান্ত হইয়া রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে না। যে প্রণালীতে ঐরূপ ফল জন্মাইয়া পীড়া সমূলে চিরকালের জন্য আরাম হয় তাহাকেই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা কহে।

পূর্ব্বোক্তরূপ প্রকৃতিকে অনুকরণ করিতে যাইয়া চিকিৎসা করিলে যে কিরূপ বিষময় ফল প্রসব করে তাহা পূর্ব্বে অনেক যুক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক বলা হইয়াছে।

ইহার পর তাঁহারা স্বকপোলকল্পিত আর একটী মত সৃষ্টি করেন। এই মতে উত্তেজক বা বলকারক ঔষধ দিয়া চিকিৎসা করিতে উপদেশ করেন।

দেখা গিয়াছে বলকারক ঔষধ প্রয়োগে কখন কোন প্রাচীন পীড়ার রোগী আরাম হইতে দেখা যায় নাই। বরং বলকারক ঔষধ দীর্ঘ কাল কোন রোগী ব্যবহার করিলে রোগী ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। কারণ উত্তেজক ঔষধ, মদ্য ইত্যাদি পানে রোগী প্রথমতঃ অনেকটা উপকারই বোধ করে বটে, কিন্তু উহাদের গৌণ ক্রিয়া আরম্ভ হইলে তখন দুর্ব্বল হইবারই কথা।

সিনকোনা বা তিক্ত স্বাদবিশিষ্ট কাল্পনিক বলকারক কোন পদার্থ দ্বারা কখন কি দীর্ঘকালস্থায়ী কোন পীড়া আরাম হইয়াছে? ঐ সমুদায় বলকারক ঔষধ দীর্ঘকাল ব্যবহার করিলে রোগীর দুর্ব্বলতা পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি করিয়া মূল পীড়ার অবস্থা অধিকতর শোচনীয় করে না কি?

প্রাচীন পীড়ার জন্য পদের বা বাহুর পক্ষাঘাতের প্রথম সূচনা কি স্নায়ুর উত্তেজক বা কোন প্রকারের বলকারক ঔষধ দ্বারা পূর্ব্বের প্রাচীন পীড়ার সহিত আরাম হইয়াছে? বিদ্যুৎ প্রয়োগে কি কখনও কোন অবশাঙ্গ আরাম হইয়াছে? যদিও আশু উপকার দেখায় বটে, কিন্তু চিরকালের জন্য রোগীকে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে। *

প্রাচীন পীড়ার জন্য জননেন্দ্রিয়ের ধারণা শক্তির অল্পতার জন্য কামোদ্দীপক

* সামান্য জোরে বিদ্যুৎ প্রয়োগ করায় কোন কর্ণের বধিরতা অল্প কিছুকালের জন্য উপশমিত অবস্থায় থাকিয়া আবার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। পুনরায় অধিক জোরের সহিত প্রয়োগে আবার উপশমিত হইয়া চিরকালের জন্য কর্ণের শ্রবণ শক্তি নাশ হইয়াছিল।

এম্বার, ঘেট, ক্যান্থারাইডিস, ট্রাফল, কার্ডেমাম, সিনামন এবং ভ্যানিলা প্রয়োগে সম্পূর্ণ ধ্বজভঙ্গ আনীত হয় নাই ?

যখন উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগে আশু উপশমন বোধ হয়, কিন্তু গৌণ ক্রিয়া আরম্ভ হইবামাত্র শেষে যে বিপরীত ফল প্রদান করে তাহা কি বুঝিবার বাকি আছে ? তবে কেন আশু উপশমনকারী ঔষধ প্রয়োগ করা হয় ?

যখন প্রাচীন মতের চিকিৎসায় দুর্দম্য কোন পীড়ায় ঔষধ প্রয়োগ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে না পারেন, তখন আবার পর্য্যায়-নিবারক ঔষধ প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করেন। এমত অবস্থায় (জননেন্দ্রিয়গত কোন পীড়া না হইলেও) শরীরের বিশেষ অপকারী পারাঘটিত যেমন ক্যালমেল ইত্যাদি ঔষধ অন্যায় প্রয়োগ করায়, ইহা শরীরে দীর্ঘকালস্থায়ী থাকিয়া শরীর চিরকালের জন্য অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে।

দূষিত বা পূতি বাষ্পজনিত জ্বরের প্রধান ঔষধ সিনকোনা। আভ্যন্তরিক সোরা (Psora) থাকিলে ইহা প্রয়োগে অপকারই হইয়া থাকে। ইহা প্রকাণ্ড দেশব্যাপী বিষম জ্বরেও তাঁহারা প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এরূপ অবস্থায়, ইহা প্রয়োগে কোন উপকার হইবার কোন কথা নাই; কারণ ইহা এক এক বৎসর এক এক রূপ ধারণ করিয়া থাকে। ঐরূপ জ্বরে সদৃশ ব্যবস্থানুযায়ী লক্ষণানুসারে কয়েক মাত্রা ঔষধ প্রয়োগ করিলেই নিবৃত্তি হইয়া যায়। এই জ্বর উদয় হইবার জন্য কোন একটী নির্দ্দিষ্ট সময় দেখা যায়, সুতরাং তাঁহাদের ঐ সময়টী ভাঙ্গিবার জন্য অন্য কোন ঔষধ না থাকায় কেবল মাত্র ইহা দ্বারাই চিকিৎসা করিয়া কিছু কালের জন্য জ্বরটী চাপা দিয়া রাখেন। পুনরায় জ্বরের বেগ প্রকাশ হইবামাত্র আবার কুইনাইন প্রয়োগ করেন। এইরূপ সিনকোনা প্রয়োগ করিতে করিলে রোগীর রক্তশূন্য ফেকাইসা চেহারা, শ্বাসকষ্ট, নাভির উপরিদেশে চাপ বোধ, অপরিপাক, ক্ষুধার অভাব, অসুখকর নিদ্রা, দুর্ব্বলতার সহিত শ্রবণশক্তির ন্যূনতা, পদ, তলপেট, হস্ত এবং মুখমণ্ডল স্ফীততার সহিত রোগী যেন সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিলেন বলিয়া চিকিৎসালয় হইতে বাহিরে আসিলেন। এইরূপ রোগীর চিকিৎসা বহুকাল ব্যাপিয়া করিলেও কদাচ আরোগ্য লাভ করে।

অন্তগত বৈকারিক জ্বরে রোগীর মোহের অবস্থা ডেলিরিয়াম দ্বারা কিছু-

কাল বিরতি থাকিয়া আবার মোহ আরম্ভ হয়। মাত্রা বৃদ্ধি করিতে করিতে আর ঐ ঔষধে কোন মতেই মোহ ভাঙ্গে না। এই ঔষধটীর উত্তেজনাকারক মৌখ্য ক্রিয়া দ্বারা আশু রোগী উত্তেজিতাবস্থা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু গৌণ ক্রিয়া দ্বারা সমুদায় জীবনীশক্তি অবশ হইয়া যাওয়ায় রোগী শীঘ্র শীঘ্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়; কোন ব্যক্তিই ইহার হস্ত হইতে ত্রাণ পায় নাই। কি আশ্চর্য্য, কারণ অনুসন্ধান না করিয়া চিকিৎসা করায় রোগীর মৃত্যু হইলে বলেন যে সাংঘাতিক পীড়ার জন্যই রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

ইহা হইতে আরও একটী ভয়ানক আশুউপশমকারী ঔষধ আছে, ইহার নাম ডিজিট্যালিস পারপিউরা। প্রাচীন মতাবলম্বী চিকিৎসক দিগের ইহা একটী বড়ই অহঙ্কারের জিনিস। কারণ কোন প্রাচীন পীড়ায় নাড়ীর গতি অতি ঘন ঘন হইলে ইহার এক আদ মাত্রা প্রয়োগের কয়েক ঘণ্টা পরই ইহার গতি মৃদু হইয়া আইসে, কিন্তু শীঘ্রই ইহার গতি পূর্ব্বাপেক্ষা বেগবতী হয়, সুতরাং মাত্রা বৃদ্ধি করিতে থাকেন। বৃদ্ধি করিতে করিতে শেষে ইহা আর কিছুই করিতে পারে না; নাড়ীর গতি উত্তর উত্তর অধিকতর এত বৃদ্ধি হইতে থাকে যে শেষে আর গণিয়া শেষ করা যায় না, নিদ্রা, ক্ষুধা এবং শক্তি একেবারে নাশ হয় এবং অবশেষে কেহই ইহার হস্ত হইতে ত্রাণ পান নাই, যদি ভাগ্যক্রমে কেহ বাঁচিয়া থাকেন, তবে তিনি উন্মত্ততার হস্ত এড়াইতে পারিবেন না। এ উন্মত্ততা আরাম হইবার নহে।

এলোপ্যাথিক এইরূপ চিকিৎসা চলিতেছিল। প্রাচীন পীড়ার কারণ যখন তাঁহারা কিছুই জ্ঞাত ছিলেন না, তখন কেবল মাত্র নির্ব্বোধ প্রকৃতির অনুকরণ করিয়া পীড়া আরাম করিবার যে চেষ্টা তাহা যে বৃথা চেষ্টা তাহার আর কি সন্দেহ আছে?

পীড়ার কারণ না জানিয়া আক্ষেপনিবারক, প্রদাহনিবারক, বলবর্দ্ধক, উত্তেজক, পচননিবারক, সঙ্কোচক, পৈত্তিকনিঃসারক, রেচক এবং বমনকারক ইত্যাদি ঔষধ প্রয়োগে কি প্রকারে যে পীড়া নষ্ট হয় তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। কারণ দূর না হইলে কার্য্য কি প্রকারে দূর হইতে পারে?

তাঁহাদের ভৈষজ্যতত্ত্বের ঔষধের ক্রিয়া সম্বন্ধে যাহা কিছু লেখা আছে, তাহা প্রায়ই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া লেখা হইয়াছে।

তার পর কোন পীড়া সম্বন্ধে কোন একটী নির্দ্দিষ্ট ঔষধ তাঁহাদের ভৈষজ্য-তত্ত্ব দেখিয়া নির্ব্বাচন করা একরূপ অসম্ভব। কারণ তাহারা কোন জটিল লক্ষণসম্পন্ন রোগীর চিকিৎসা করিবার জন্য একটী তালিকায় (জার) বহু-সংখ্যক ঔষধ একেবারে ব্যবহার করেন। ঐ সমুদায় অজ্ঞাত ঔষধের সংমিশ্রণে কিরূপ গুণ-সম্পন্ন একটী যে পদার্থ উৎপন্ন হইল তাহা কাহারও বলিবার সাধ্য নাই। কারণ একটী ঔষধের গুণ অন্য একটী ঔষধের গুণ দ্বারা নষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপ বহু ঔষধের সংমিশ্রণে উৎপন্ন একটী পদার্থ যাহার পীড়ার সহিত কোন সংস্রব নাই, ঐ ঔষধ দীর্ঘকাল ব্যবহার করায় রোগীর স্বাস্থ্য চিরকালের জন্য কেনই বা নষ্ট হইবে না। কারণ ঔষধ মাত্রই জীবনী-শক্তির পরম শত্রু। যে ঔষধে প্রাণ নষ্ট করে, আবার সেই ঔষধে কি প্রকারে প্রাণ বাঁচাইবে। এরূপ চিকিৎসা-বিদ্যাকে মানুষমারা বিদ্যা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ইহাঁদের মধ্যে বহু বিজ্ঞ চিকিৎসক এই চিকিৎসা-প্রণালীর কুফল দেখিয়া, ইহার অপকারিতা স্বীকার করিতেছিলেন।

সর্ব্বমঙ্গলময় ঈশ্বর লোক সমূহের কষ্ট দূর করিবার জন্য যে প্রণালী অবলম্বন করিলে রোগীর শক্তি রক্ষা করিয়া শীঘ্র শীঘ্র চিরকালের জন্য স্বাস্থ্য আনয়ন করিবে তাহার উপদেশ করিয়াছেন। এই প্রণালীতে সুস্থ শরীরে ঔষধ ভাল করিয়া পরীক্ষা না করিয়া রোগীকে প্রয়োগ করিতে নিষেধ করেন, ঔষধটী সুস্থ শরীরে উত্তমরূপে পরীক্ষিত হইলে পর সদৃশ ব্যবস্থানুসারে অতি ক্ষুদ্রতম মাত্রায় ব্যবহার করার জন্য উপদেশ করেন; বমনকারক, বিরেচক, ঘর্ম্মকারক, লালানিঃসারক ইত্যাদি ঔষধ প্রয়োগ করিয়া রোগীকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিতে নিষেধ করেন; রক্তমোক্ষণ ইত্যাদি আসুরিক ভাব অবলম্বন করিয়া রোগীকে যন্ত্রণা দিয়া প্রকারান্তরে বধ করিতে নিষেধ করেন, অপরীক্ষিত অজ্ঞাতগুণসম্পন্ন দুর্ব্বলকারক ঔষধ কোন রোগীকে প্রয়োগ করিয়া তাহার স্বাস্থ্য নষ্ট করিতে নিষেধ করেন, কোন প্রকারের উগ্রবীর্য্য আশু উপশমনকারী ঔষধ প্রয়োগ করিতে অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত নিষেধ করেন; কারণ ইহাতে রোগী আরোগ্য লাভ না করিয়া শীঘ্রই কবরশায়ী হইয়া থাকে।

আমি অভিজ্ঞতা দ্বারা বহু গবেষণার পর এই মহামূল্যবান সূত্রটী পাইয়াছি ; সূত্রটী এই :—

: "সুস্থ শরীরে যে ঔষধ (বিষ) সেবন করিলে যে যে লক্ষণ প্রকাশ পায়, কোন পীড়িত ব্যক্তিতে যদি সেই লক্ষণ দেখা যায় তাহা হইলে ঐ সুস্থ শরীরে পরীক্ষিত ঔষধটীর দ্বারা রোগী বিনাকষ্টে শীঘ্র শীঘ্র নিশ্চয়রূপে চিরকালের জন্য আরোগ্য লাভ করে।"

এই মতটী কেহই এ পর্য্যন্ত শিক্ষা দেয় নাই বা কেহই পরীক্ষা করিয়া দেখেন নাই। প্রকৃত সত্য কখনও গোপন থাকিতে পারে না। তবে প্রশ্ন হইতে পারে, বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত কেন ইহা অপ্রকাশিত ছিল ? *

বহু শতাব্দী হইল মানুষ সৃষ্ট হইয়াছে। চিকিৎসায় অনেক লোক নষ্ট হইয়াছে এবং বহুলোক আরোগ্য লাভ করিয়াছে। যে সমুদায় লোক কোন ঔষধে আরোগ্য লাভ করিয়াছিল অবশ্য সৌভাগ্যক্রমে তাহাদের তালিকার মধ্যে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ পড়িয়াছিল। কারণ যে পর্য্যন্ত সদৃশ ব্যবস্থানুসারে ঔষধ না পড়িবে সে পর্য্যন্ত আরাম হইবার কোন কারণ নাই। রোগী যে কোন্ ঔষধে আরাম হইত তাহা চিকিৎসক জানিতে পারিত না। যে কোন তালিকায় কোন একটী রোগী আরোগ্য লাভ করিত সেই রোগীটীর লক্ষণ সম্পন্ন অন্য রোগীকেও সেই তালিকার ঔষধ সেবন করাইত। পীড়ার সহিত ঐ তালিকার ঔষধের সদৃশ সম্বন্ধ থাকিবার জন্য হয়ত কোন কোন রোগী আরাম হইত। এইরূপ করিতে করিতে তাঁহারা দেখিয়াছিলেন উপদংশজ ব্রণ (Bubo Chancre Disease) ঘটনাক্রমে পারাঘটিত ঔষধ দ্বারা আরাম করিয়াছিল। চোট জনিত পীড়া আর্ণিকা দ্বারা, দূষিত বাষ্প জনিত জ্বর সিনকোনা দ্বারা ; সদ্যোত্থিত পাচড়া গন্ধকচূর্ণ দ্বারা, আরাম করিতেছিলেন বটে, কিন্তু কি জন্য যে ঐ সমুদায় পীড়া ঐ সমুদায় ঔষধ দ্বারা উপশমিত হইত তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিত না।

---

* সর্ব্বমঙ্গলময় ঈশ্বর যেমন সত্য, কোন সত্যও সেইরূপ সত্য। অল্প বুদ্ধি নির্ব্বোধ লোক তাঁহার কুসংস্কাররূপ কুজ্ঝটিকার মধ্যে থাকিয়া যে পর্য্যন্ত সত্যের আলো অপ্রতিহত বেগের সহিত বহির্গত না হয় সে পর্য্যন্ত সত্যের আলো দেখিতে পায় না। উষার সূর্য্য উদয় হইতে আরম্ভ হইবার কিছু পরেই সমুদায় পৃথিবী প্রবলরূপে আলোকিত হয়, শেষে অন্ধকারের লেশ মাত্রও থাকে না।

কখন কখন ঘটনাক্রমে সদৃশ ব্যবস্থানুসারে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া পীড়া আরাম করিত, কিন্তু ইহাতেও এই প্রাকৃতিক নিয়মটী বুঝিতে পারিত না। *

এই প্রণালীতে এত অল্প সময়ে আশ্চর্য্যরূপে রোগীকে কোন কষ্ট না দিয়া পীড়া সমূলে কেনই যে আরাম হইত, আমাদের মঙ্গলের জন্য তাহার কারণ অনুসন্ধান করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং যে উপায়ে আমরা ইহা জানিতে পারিয়াছি তাহাও আমাদের জানা আবশ্যক।

দেখা যায় যে ঔষধে পীড়া আরাম করা যায়, সুস্থ শরীরে সেই ঔষধ সেবন করিলে সেই পীড়াটীই হইয়া থাকে, অথবা সুস্থ শরীরে যে ঔষধটী সেবন করিলে যে পীড়াটী হয় সেইরূপ পীড়াতে সেই ঔষধটী প্রয়োগ করিলে ঐ পীড়াটী সমূলে আরাম হয়। ঘটনাক্রমে প্রকৃতির মধ্য হইতেই বিপরীত মতাবলম্বী চিকিৎসকদিগের নিকট হইতেই পাওয়া গিয়াছে। যদিও এইরূপ চিকিৎসা তাঁহাদের অনুমোদনীয় নহে, তবুও তাঁহারা প্রদাহে গরম পুল্টিস ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া থাকেন। চিকিৎসক লোকদিগের নিকট হইতে কেন বুদ্ধিমান গৃহস্থ লোকদিগের নিকট হইতেও অনেকটা জানা গিয়াছে

* ঠাণ্ডা লাগিয়া জ্বর হইলে এক প্রকার পুষ্পের কাথ প্রস্তুত করিয়া শীতের সময় সেবন করাইত; ইহাতে ঘর্ম্ম ইত্যাদি কিছুই না হইয়া রোগী শীঘ্র শীঘ্র আরোগ্য লাভ করিত। কোন স্থান প্রদাহবিশিষ্ট হইয়া স্ফীত হইলে ঠাণ্ডা প্রয়োগ না করিয়া গরম পুল্টিস ঘন ঘন স্ফীত স্থানে প্রয়োগ করিত; ইহাতে উক্ত স্থানটী শীঘ্রই পাকাইয়া পূঁয বাহির করিয়া দিত। অক্সাইড অব মার্করিতে চক্ষুর প্রদাহ জন্মে, তাহা তাহারা জানিত; কিন্তু চক্ষুর প্রদাহে আবার অক্সাইড অব মার্করি প্রয়োগ করিয়া আরাম করিত। শিশুদের মূত্রকৃচ্ছে, পার্শলি (Parsly) দ্বারা নিবারণ করা হইত, সুস্থ শরীরে ইহা সেবন করিলে সহজে মূত্র নিঃসারিত হয় না তাহা তাহারা জানিত। পিম্পানেলের মূল সেবন করিলে বায়ুনলী ও মুখগহ্বর হইতে শ্লেষ্মা নিঃসারিত হইত, বায়ুনলীর সর্দ্দির জন্য আবার ইহা প্রয়োগ করা হইত। স্যাবাইনা জাতীয় বৃক্ষের পাতায় জরায়ু হইতে প্রচুর রক্তস্রাব করায়, জরায়ু হইতে রক্তস্রাবে আবার ইহাই সেবন করাইত। কণ্ঠার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষত অল্পমাত্রায় মার্কিউরি দিয়া আরাম করিত। ক্যাথার্টিক রুবার্ব দিয়া উদরাময় আরাম করিত। জলাতঙ্ক বেলাডোনা দ্বারা এবং প্রদাহ বিশিষ্ট জ্বরে মোহ ক্ষুদ্রতম মাত্রায় অপিয়াম দ্বারা নিবৃত্তি করিত। এ সমুদায় ব্যবস্থাই যে সদৃশ ব্যবস্থা তাহা তাঁহারা বুঝিয়া কেনই বা বুঝিতেন না।

যথা :—অল্পক্ষণ হইল যে অঙ্গ শীতে অবশ হইয়াছে তাহাতে বরফ দ্বারা মর্দ্দন করিলে শীঘ্র শীঘ্র উপশমিত হয়। *

দগ্ধ স্থানে উগ্র সুরাসার গরম করিয়া লাগাইলে শীঘ্র আরাম করে। †

কেহ কেহ টার্পেনটাইন গরম করিয়া দগ্ধ স্থানে প্রয়োগ করেন। ‡

দগ্ধ স্থানে ঠাণ্ডা প্রয়োগ করিলে যন্ত্রণার সহিত দগ্ধ স্থানের পচন আরম্ভ হইয়া থাকে।

কৃষকের যদি মদ্যপানের অভ্যাস না থাকে তবে অত্যন্ত গরম হইবার পর কখনই ঠাণ্ডা জল পান করে না। এরূপ অবস্থায় জল গরম করিয়া পান করে। সুতরাং পূর্ব্বে অনেক চিকিৎসক কেন অন্য লোকেও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার সত্যতা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ডাক্তার বলডাক বলেন যে রুবার্ব্বের বিরেচক শক্তি থাকাতেই অতিসার নিবৃত্তি করে।

---

* এইরূপ গৃহস্থের দৃষ্টান্ত হইতে Mr. M. due আইছোপ্যাথিক নামে একটী মতের নাম করেন (সদৃশ আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান দেখ) কোন বহুদর্শী পাচকের দগ্ধ হস্ত অগ্নি হইতে কিছুদূরে রাখিয়া উক্ত স্থানে অল্প অল্প তাপ প্রদান করে। কারণ সে জানে এই প্রক্রিয়া দ্বারা সে আরোগ্য লাভ করিবে। ঠাণ্ডা লাগাইলে শীঘ্র আরাম না হইয়া বরং দগ্ধ স্থানের প্রদাহ অধিক হইয়া থাকে।

† সিডেনহাম তাঁহার আপরার ২৭১ পৃঃ বলেন যে দগ্ধ স্থানে ঘন ঘন সুরাবীর্য্য প্রয়োগ করা সর্ব্বাপেক্ষা উপকারী। বেঞ্জামিন বেল তাঁহার ১৭৮৯ সিষ্টেম সার্জ্জারির তৃতীয় এডিসনে বলেন যে "কেবলমাত্র হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দ্বারাই পীড়া আরাম হয়, তাহার কারণ দগ্ধ স্থানে সুরাবীর্য্য লাগাইলে অতি শীঘ্র আরাম হয়।"

‡ এডোয়ার্ড কেন্টিস পাথর-কয়লার খনির লোকদিগের দগ্ধ স্থানে গরম টার্পেনটাইন বা এলকোহল দ্বারা আরাম করিতেন। বহুদর্শী বিজ্ঞ হিষ্টার গরম টার্পেনটাইন, সুরাবীর্য্য বা পুলটিস প্রয়োগের অনুমোদন করেন। জন বেল পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য কোন একটী স্ত্রীলোকের দুইটী হস্ত দগ্ধ হইবার পর তাহার একটী হস্তে টার্পেনটাইন প্রয়োগ এবং অন্য হস্ত ঠাণ্ডা জলে নিমজ্জিত করিয়াছিলেন। প্রথম হস্ত এক ঘণ্টার মধ্যেই ভাল হইয়াছিল আর দ্বিতীয় হস্ত ছয় ঘণ্টা কাল অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হইয়াছিল, এবং ঠাণ্ডা জলের মধ্য হইতে হস্ত তুলিবা মাত্র বেদনায় অস্থির হইত এবং আরাম হইতেও অনেক সময় লাগিয়াছিল। এইরূপে জন এণ্ডার্সন কোন একটী স্ত্রীলোকের দগ্ধ স্থানের এক অঙ্গে টার্পেনটাইন এবং অন্য অঙ্গে ঠাণ্ডা জল প্রয়োগ করায় যে স্থানে ঠাণ্ডা প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহার প্রদাহ অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তার হইয়াছিল। এই সমুদায় দেখিয়া কি স্পষ্ট প্রমাণীকৃত হয় না যে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ?

ডেথার্ডিং বলেন যে, সেনায় অস্ত্রে বেদনা জন্মাইবার শক্তি থাকাতেই, ইহা দ্বারা ঐরূপ বেদনা নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

বার্থলন বলেন বিদ্যুতের বেদনা-উৎপাদক ও অবশ ভাব জন্মাইবার শক্তি থাকাতেই ঐরূপ বেদনা বা অবশ ভাব ইহা দ্বারা উপশমিত হয়।

থারারী বলেন সাপেক্ষ (Positive) তাড়িতে নাড়ীর গতি দ্রুত করে জন্যই ইহা দ্বারা নাড়ীর গতি মৃদু হইয়া আইসে।

ভনষ্টর্ক প্রকাশ করেন যে, যদি থর্ণ এপলের উন্মত্ততা জন্মাইবার শক্তি থাকে, তবে কেন ইহা স্নানের গতি ফিরাইবে না?

ডেনিস মিলিটারি ফিজিসিয়ান ষ্টান বলেন যে, ব্যাধি বিপরীত উপায় দ্বারা চিকিৎসা করা অন্যায়।

যে ঔষধের যেরূপ পীড়া জন্মাইবার শক্তি আছে তদ্দ্বারা সেই পীড়ার চিকিৎসা করা উচিত।

কারণ গরম প্রয়োগে দগ্ধ স্থান আরাম হয়; বরফ বা ঠাণ্ডা জল প্রয়োগে শীতে অবশাঙ্গ আরাম হয়, প্রদাহিত স্থান সুরাবীর্য্যে ভাল হয়, এই জন্য পুরাতন অম্বলের পীড়া অল্পমাত্রা সল্‌ফারিক এসিডে আরাম হয়।

প্রকৃত সত্যের এত নিকট উপস্থিত! কিন্তু কি আশ্চর্য্য ইহার উপর কাহারও এ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ লক্ষ্য পতিত হয় নাই; এই জন্যই চিকিৎসা শাস্ত্রের সংস্কার এ পর্য্যন্তও হইয়া উঠিতে পারে নাই।

সদৃশ

আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞানের মূল সূত্র।

১। রোগীকে প্রকৃত আরাম অর্থাৎ রোগমুক্ত করাই চিকিৎসকের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। (ক)

২। যাহাতে বিনা কষ্টে শীঘ্র শীঘ্র আরোগ্য লাভ করিয়া রোগীর পূর্ব্ব-স্বাস্থ্য নিঃসন্দেহরূপে অল্প সময়ে নিরাপদভাবে আনীত হইয়া পীড়া সমূলে অন্তর্হিত হয়, তাহার প্রতিই চিকিৎসকের সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য থাকা উচিত।

৩। চিকিৎসকের পশ্চাল্লিখিত বিষয়ে বিশেষরূপে জ্ঞান থাকা উচিত যথা;—প্রত্যেক রোগীর সাধারণ রূপে কোন কোন পীড়া ঔষধের আয়ত্তাধীন অর্থাৎ তাহার কোন ঔষধের সহিত পীড়ার কোন সাদৃশ্য আছে কি না। প্রত্যেক ঔষধের ক্রিয়া সম্বন্ধে তাহার এরূপ জ্ঞান থাকা উচিত যে তিনি রোগী দেখিয়া মাত্র বুঝিতে পারেন যে, ইহা দ্বারা কোন কোন লক্ষণ দূর হইতে পারে। যখন তিনি নিশ্চয় বুঝিতে পারিবেন যে রোগীর সমুদায় লক্ষণই তাঁহার ঔষধের শক্তির অধীন, তখন ঐ ঔষধের মাত্রা, শক্তি এবং সেবনের

(ক) ঔষধজনিত পীড়া অতীব ক্ষমতাশালী। সুতরাং যথেচ্ছা কোন ঔষধ প্রয়োগে রোগী কিছুকালের জন্য পীড়ার হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিলেন বোধ হয়। বাস্তবিক তাহা নহে। ঔষধের ক্রিয়া শেষ হইবামাত্র রোগী পুনর্ব্বার প্রবলতর বেগের সহিত আক্রান্ত হয়, যেমন কুইনাইনের আটকা জ্বর ইত্যাদি। ইহা প্রকৃত আরাম নহে। আরাম হয় না বলিয়াই Tonic ইত্যাদি প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। টনিক প্রয়োগ করা বিজ্ঞানসম্মত নহে। বাহ্য প্রয়োগের ঔষধ দ্বারা চর্ম্মরোগ নিবৃত্তি করিলে নিবৃত্তি হয় না, অন্য একটী সাংঘাতিক পীড়া জন্মে। (সদৃশ আয়ুর্ব্বেদ-বিজ্ঞান দেখ)।

সময় ঠিক করিয়া প্রয়োগ করিতে থাকিবেন। অবশেষে পীড়া আরোগ্য সম্বন্ধে যদি কোন প্রতিবন্ধক দেখিতে পান তবে ঐ প্রতিবন্ধক যাহাতে সম্পূর্ণ রূপে দূর করিতে পারেন তাহাই করিবেন। যে চিকিৎসক ঐ সমুদায় করিতে সক্ষম তিনিই উপযুক্ত চিকিৎসক।

৪। স্বাস্থ্য, যে কারণে নষ্ট হইয়া পীড়ার কারণ হয় এবং সেই কারণকে যে চিকিৎসক দূর করিতে সক্ষম, সেই চিকিৎসকই স্বাস্থ্যের রক্ষাকর্ত্তা।

৫। কোন পীড়া আরাম করিবার জন্য সম্ভবতঃ নূতন পীড়ার কারণ প্রাপ্ত হইবার পর, রোগীর প্রাচীন পীড়ার বিশেষ কারণ জ্ঞাত হইবা মাত্র চিকিৎসক পূর্ব্বোক্ত কারণের উপরেই বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। এই নূতন পীড়ার সহিত রোগীর শারীরিকাবস্থা (বিশেষতঃ যদি তাহার কোন প্রাচীন পীড়া থাকে), তাহার মানসিক গতি, প্রকৃতি, বয়স, ব্যবসা, তাহার আচার ব্যবহার, সামাজিক ও সাংসারিক বিষয় এবং জননেন্দ্রিয়গত পীড়া ইত্যাদির বিষয় বিশেষরূপে বিবেচনা করিতে হইবে।

৬। মনে কর এক জন অপক্ষপাতী তীক্ষ্ণবুদ্ধির অভিজ্ঞতাশূন্য লোক কোন পীড়িত ব্যক্তির উপর দৃষ্টি করিবা মাত্র রোগীর বাহিরে যে সমুদায় পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে, তাহা দেখিতে পায়; পীড়িতাবস্থায় লক্ষণগুলি দেখিয়া অর্থাৎ তাহার সুস্থাবস্থায় যে অবস্থা ছিল তাহার বিপর্য্যয়াবস্থা পীড়ার অবস্থা জ্ঞাপক অর্থাৎ এইরূপ পরিবর্ত্তনে প্রকৃত রূপে যতদূর বুঝিবার তাহা বুঝিয়া থাকে। (খ)

৭। কোন পীড়া দূর করিবার জন্য ইহার যদি উত্তেজক বা উৎপাদক (গ) কারণ না পাওয়া যায়, অন্য কোন দিকে দৃষ্টি না করিয়া কেবল লক্ষণের প্রতি

(খ) যদি কোন চিকিৎসক শরীরের যন্ত্রগুলির মধ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে, তবে তাহার পদে পদে ভ্রমে পতিত হইতে হয়। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক বাহ্যিক লক্ষণগুলি দূর করিয়া দেয় এবং ঐ লক্ষণগুলি অন্তর্হিত হইবার সহিত ভিতরের যন্ত্রগত সমুদায় বিধান বিকারও অন্তর্হিত হয়। কারণ পীড়ার লক্ষণ না পাওয়া গেলে তাহার অস্তিত্ব কোথায় থাকে? যদি অস্তিত্ব থাকিত রোগীও পীড়িত থাকিত। রোগী সুস্থাবস্থায় থাকে সুতরাং পীড়া থাকে না।

(গ) যেমন পুষ্পের উগ্র ঘ্রাণের জন্য কোন কোন রোগীর মূর্চ্ছা হইয়া থাকে বা মন্দ বায়ুর আক্রমণ আরম্ভ হয়, চক্ষুর মধ্যে শল্য বিদ্ধ হইলে তাহা উদ্ধার করা উচিত, ছিন্নধমনী রক্তস্রাবের জন্য বাঁধিয়া দেওয়া উচিত, বেলাডোনার বীজ উদরস্থ হইলে বমনকারক ঔষধ দ্বারা বহির্গত করান

দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এই লক্ষণগুলি অবলম্বন করিলে উপযুক্ত ঔষধ আপনা আপনি বাহির হইয়া আসিবে (প্রাচীন পীড়ার কারণ কোন পুরাতন বিষ থাকিবার সম্ভাবনার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিও, ৫ম সূত্র দেখ।) কারণ ঐ সমুদায় লক্ষণ-সমষ্টি ভিতরের পীড়ার বাহ্যিক প্রতিবিম্বরূপে প্রকাশ পায় অর্থাৎ জীবনীশক্তি যেরূপ কষ্ট অনুভব করে তাহাই প্রকাশ করে এবং ইহা দ্বারাই যে ঔষধটী পীড়াটীর জন্য আবশ্যক তাহা বাহির হইয়া আইসে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে প্রত্যেক পীড়ার এমন একটী (ঘ) অবস্থা আছে যাহা চিকিৎসকের অবশ্য জানা উচিত এবং তাহার চিকিৎসা বিদ্যা দ্বারা দূর করিতে হইলে লক্ষণ-সমষ্টির সাহায্য ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে তাহা তিনি কখনই দূর করিতে সমর্থ নহেন। অর্থাৎ লক্ষণ-সমষ্টির সাহায্যেই পীড়া আরাম করিলে স্বাস্থ্য আনীত হয়।

৮। লক্ষণ-সমষ্টি দূর হইলে পীড়ার কারণও তাহার সহিত দূর হয়, কারণ, পীড়ার কারণ থাকিলে তাহার সঙ্গী লক্ষণগুলিও থাকিত। লক্ষণগুলি কাহার? পীড়ার কারণের; লক্ষণগুলির অভাবে পীড়ার কারণের অভাব অবশ্যই বুঝিতে হইবে। লক্ষণ দূর হইলেই যেমন শরীর তেমনই হইল অর্থাৎ পুনঃ স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হইল, ইহা ভিন্ন মনুষ্য অধিক আর কি উপলব্ধি করিতে পারে?

৯। আমরা যখন সম্পূর্ণ সুস্থাবস্থায় থাকি, তখন আমাদের জীবনীশক্তি আমাদের জড়শরীরকে জীবিতাবস্থায় রাখিয়া শক্তিরূপে কার্য্য করিতে থাকে। ইহা অদ্ভুতরূপে কেমন শৃঙ্খলাবদ্ধ নিয়মের সহিত সমুদায় শরীরকে রক্ষা করে। কেবল যে জড়শরীরকেই রক্ষা করে এমত নহে, এই অহংজ্ঞান জীবনী-শক্তি এরূপ ভাবে মধ্যে থাকিয়া কার্য্য সম্পন্ন করে যে আমাদের মন তাহা কিছুমাত্র জানিতে পারে না। এই শরীরের সাহায্যে আমাদের অস্তিত্বের কি

উচিত, শরীরের কোন স্থানে শল্য বিদ্ধাবস্থায় থাকিলে তাহা অবশ্য উদ্ধার করিতে হইবে, মূত্র-যন্ত্রে পাথরী হইয়া মূত্র বদ্ধ হইলে ভাঙ্গিয়া দেওয়া উচিত, নব-প্রসূত শিশুর গুহ্যদ্বার ছিদ্র করিয়া দেওয়া উচিত ইত্যাদি।

(ঘ) এই অবস্থার লক্ষণটী আশু উপশমনকারী চিকিৎসা দ্বারা দূর করিলে আবার অল্প কিছুকাল পরেই দ্বিগুণ, ত্রিগুণ বা চতুর্গুণ বেগের সহিত ঐ অবস্থা প্রকাশ পায়; যথা, যে জ্বরের কুইনাইন্ প্রকৃত ঔষধ নহে, সেই জ্বরে কুইনাইন্ দ্বারা দাবা দাবিলে, আবার যখন তাহার পুনরাক্রমণ আরম্ভ হয় তখন তাহারি আক্রমণ অধিকতর বেগের সহিত আরম্ভ হইতে দেখা যায়, ইত্যাদি।

যেন উচ্চতর সার্থকতা সম্পন্ন করিবে বলিয়াই, ইহাকে (মনকে) সম্পূর্ণ স্বাধীন করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন, অর্থাৎ শরীর রক্ষার জন্ত ইহার যেন কোন সাহায্যের আবশ্যকতা নাই।

১০। এই জড় দেহের মধ্যে ঐ জীবনী-শক্তি না থাকিলে ইহার কোন (ঙ) বোধশক্তি থাকে না অথবা আত্মরক্ষা করিতে পারে না। কেবলমাত্র এই জীবনী-শক্তিই কি পীড়িত কি সুস্থাবস্থায় আমাদিগকে বোধশক্তি প্রদান করে এবং জীবনের সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন করে।

১১। পীড়িতাবস্থায়, এই স্বয়ং কর্ম্মশীল কেবল জীবনী-শক্তিই, শরীরের সর্ব্বাংশে ব্যাপী থাকিয়া, ইহার নাশকারী বিষবৎ জড় পদার্থ দ্বারা প্রথমতঃ আক্রান্ত হয়। এই অস্বাভাবিকরূপে পরিবর্ত্তিত জীবনী-শক্তি শরীরের মধ্যে একরূপ অস্বাভাবিক বোধ জন্মায় এবং এই বোধ দ্বারা যে অস্বাভাবিক ক্রিয়া চলে তাহাকেই আমরা পীড়া বলিয়া থাকি। এই বিষবৎ অদৃশ্য জড় পদার্থ শরীরের মধ্যে, ইহার ফল প্রকাশ করিয়া, এক প্রকার অস্বাভাবিক মানসিক ভাব প্রকাশ করায়, এই অস্বাভাবিক ভাব ক্রিয়াদ্বারা ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে দর্শক বা চিকিৎসক অনুভব করিতে পারে না। অর্থাৎ পীড়াক লক্ষণের দ্বারা আমাদের দৃষ্টির অন্তর্গত জড়ময় শরীরের মধ্য দিয়া প্রকাশ পায়।

১২। জীবনী-শক্তি অস্বাভাবিকরূপে উৎপীড়িত হইলেই জড়দেহের অবস্থান্তর হইয়া পীড়া হয়, সুতরাং আমরা আমাদের ইন্দ্রিয় দ্বারা পীড়ার প্রকাশ জানিতে পারি, এই সময় আভ্যন্তরিক পরিবর্ত্তনের অবস্থাও প্রকাশ পাইতে থাকে (অর্থাৎ ঐ উৎপীড়ন বশতঃ জীবনী-শক্তির ক্রিয়ার ব্যতিক্রম দেখা যায়), অতএব পীড়ার এই সমুদায় বাহ্যিক লক্ষণ এবং জীবনী-শক্তির অস্বাভাবিক ক্রিয়া অন্তর্হিত হইলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে জীবনী-শক্তি স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সমুদায় শরীরের মধ্য দিয়া ইহার ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া পুনঃ স্বাস্থ্য আনয়ন করে। (চ)

(ঙ) এই জীবনী-শক্তির অভাব হইলেই শরীরের পচন ক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং পঞ্চভূতের শরীর পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়।

(চ) আমাদের জীবনী-শক্তি কি প্রকারে শারীরিক যন্ত্র-সমূহের বিধান বিকার জন্মায় তাহা চিকিৎসকের জানিবার আবশ্যকতা দেখা যায় না, এবং ইহা জানিবার চেষ্টা করিলেও জানা যাইতে

১৩। জীবনী-শক্তির উৎপীড়ন বশতঃ সে তাহার স্বাভাবিক ক্রিয়া চালাইতে পারে না জন্যই যে সকল দৈহিক বিপর্য্যয় অবস্থা দেখা যায় বিপরীত মতাবলম্বীরা তাহাকেই (জড়শরীরের বিপরীত অবস্থাকে) পীড়া কহে। পীড়া যেন একটী জড় বস্তু হস্তের শক্তি দ্বারাই যেন আরাম করা যাইতে পারে। অর্থাৎ পীড়াটী যেন জীবনী-শক্তি হইতে পৃথক্ জিনিস। সুতরাং প্রকারান্তরে তাঁহারা পীড়ার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, যে হেতুক জড়ের কোন পীড়া হইতে পারে না। জড়বাদীদিগের মতে এই ভাব থাকার জন্য চিকিৎসাশাস্ত্রের এত দুরবস্থা।

১৪। নরদেহে এমত কোন পীড়া বা পীড়াজনিত অদৃশ্য কোন শারীরিক পরিবর্ত্তন হইতে পারে না, যাহা প্রকৃত দর্শকের নিকট অনন্ত করুণাময়ের জ্ঞানের জন্য পীড়ার লক্ষণ দ্বারা তাহার নিকট প্রকাশিত না হয়। অর্থাৎ জ্ঞানময়ের অসীম দয়ার জন্য পীড়াজনিত সব পরিবর্ত্তন প্রকৃত দর্শকের নিকট আপনা আপনি প্রকাশিত হয়।

১৫। অতএব পীড়া দ্বারা ঐ জীবনী-শক্তি ও জড়দেহের পরিবর্ত্তন ঘটে, যে জীবনী-শক্তি শরীরকে চৈতন্য রাখিয়া অদৃশ্যভাবে এই শরীরের মধ্যে অবস্থিতি করে; এবং শরীরের মধ্যে জীবনী-শক্তি দ্বারা যে সমুদায় অনুভবনীয় বাহ্যিক জটিল লক্ষণ প্রকাশ হয়, ধরিতে গেলে ইহারা একত্রে একই জিনিস (অর্থাৎ জীবনী-শক্তির ক্রিয়ার অন্যথার সহিত জড়ময় শরীরের পরিবর্ত্তনে যে সমুদায় বাহ্যিক অনুভবনীয় লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহাকেই পীড়া কহে)। জীবনের জন্য যন্ত্রময় দেহটীর আবশ্যকতা দেখা যায়। জীবন না থাকিলে জড়ময় দেহ থাকিতে পারে না এবং জড়ময় দেহ না থাকিলেও জীবন থাকিতে পারে না অর্থাৎ একের অভাবে অন্যের অস্তিত্ব লোপ হয়; সুতরাং ইহারা দুইই একত্রে এক, কিন্তু আমরা আমাদের বুঝিবার সুবিধার জন্য দুইটীকে পরস্পর পৃথক্ করিয়া দেখি মাত্র।

১৬। আমাদের এই জীবনী অর্থাৎ অহংজ্ঞানসম্পন্ন চেতন-শক্তি চৈতন্য-

---

পারে না, কারণ ইহা মনুষ্য-বুদ্ধির অগম্য। মানুষ তাহার ইন্দ্রিয়দ্বারা যতদূর জানিতে পারে, পীড়া আরাম করিবার জন্য তাহাই যথেষ্ট মনে করিতে হইবে। (সমুখ আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞানের উপক্রমণিকা দেখ)।

ময় শক্তি ভিন্ন অন্য কোন জড় শক্তিদ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে না। শরীরের বাহির বাহ্য জগৎ হইতে ইহার ধ্বংশকারী পদার্থ ইহার স্বাস্থ্যনষ্টকারী ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া জীবনের শৃঙ্খলাবদ্ধ নিয়ম নষ্ট করিয়া থাকে; এই জীবনী শক্তিবিশিষ্ট কোন পদার্থ ভিন্ন অন্য কোন পদার্থদ্বারা চিকিৎসক জীবনী শক্তিকে ইহার উৎপীড়নের কারণ হইতে মুক্ত করিতে পারেন না। উপযুক্ত জীবনী-শক্তি-বিশিষ্ট-শক্তির ঔষধ সমুদায় শরীরব্যাপী স্নায়ুর মধ্যদিয়া ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া, জীবনী-শক্তি ও শরীরের বিপর্য্যয় অবস্থা হইতে স্বাভাবিক অবস্থায় আনয়ন করে, শরীরের মধ্যে যে সমুদায় অনুভবনীয় পরিবর্ত্তন (লক্ষণ সমূহ) ঘটিয়াছিল তাহা যতদূর সম্ভব উপযুক্ত ঔষধ, স্বাস্থ্য এবং জীবনের সুশৃঙ্খলা পুনঃ স্থাপন করিতে সক্ষম।

১৭। পীড়ার উৎপাত এবং অনুভবনীয় লক্ষণ সমুহ দুর করিতে পারিলেই পীড়া নষ্ট করা হইল, অর্থাৎ লক্ষণ সমষ্টি যাহা জীবনীশক্তির ভিতরে পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া পীড়ার স্বরূপ হয়, তাহা দুর হইলেই পীড়া দুর হইল, মনে করিতে হইবে। সুতরাং জটিল লক্ষণের সহিত আভ্যন্তরিক পরিবর্ত্তন দুর করিতে পারিলেই পীড়া আরাম হইল, পীড়িতাবস্থা প্রাপ্ত জীবনী-শক্তির সমুদায় পীড়াই অন্তর্হিত হইল। পীড়া দুর হইলেই পুনঃ স্বাস্থ্য স্থাপন হইল, অর্থাৎ চিকিৎসকের যে প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম (রোগীকে প্রকৃত আরাম করা) তাহাই সম্পন্ন হইল। (১ম সূত্র দেখ)।

১৮। জীবনী-শক্তি যে কি সাহায্য চায় তাহা কেবল লক্ষণদ্বারাই প্রকাশ পায় তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। এই লক্ষণের সাহায্য ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে ঔষধ নির্ব্বাচিত হইতে পারে কি না তাহা মনুষ্য-বুদ্ধির অগম্য। (ছ)

১৯। এইজন্য পীড়ার সংজ্ঞা দিতে হইলে এই বলিতে হয় যে স্বাস্থ্যের অন্যথাই পীড়া, যাহা লক্ষণ-দ্বারাই প্রকাশিত হয়, সুতরাং এই স্বাস্থ্যের অন্যথা পূর্ব্বাবস্থায় আনা যাইতে পারে, কারণ স্বাস্থ্যের অন্যথা অবশ্য একটী কারণ দ্বারা হইয়াছে; সুতরাং এমত একটী শক্তি সম্পন্ন জিনিস আছে যাহাতে

(ছ) অনন্ত কৃপাময়ের কৃপা আমাদিগকে বলিয়া দিতেছেন রোগীর কি হইয়াছে, সে কি চায় কিসের দ্বারা বলে? লক্ষণ দ্বারা। ইহা ভিন্ন আর কি চাও?

জীবনী-শক্তির এইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে। যদ্দারা এইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে তাহাই ঔষধ।

২০। ঔষধের মধ্যে জীবনী-শক্তি-বিশিষ্ট কোন একটী শক্তি যে প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিতি করিয়া মনুষ্যের স্বাস্থ্যের অবস্থা পরিবর্ত্তন করে, তাহা যে পীড়া আরাম করিতে অক্ষম নহে তাহা আমরা যুক্তিদ্বারা বুঝিতে সক্ষম। সুস্থ শরীরে তাহারা নীত হইলে তাহারা যে ক্রিয়া প্রকাশ করে তদ্দারাই আমরা তাহাদের শক্তি জানিতে পারি।

২১। ঔষধের পীড়া আরাম করিবার কোন শক্তি আছে কি না তাহা আমরা ঠিক করিতে অক্ষম, অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন পরীক্ষকও ঔষধের আরোগ্যজনক ক্রিয়া ঠিক করিতে পারে না। সুস্থ শরীরে ঔষধ নীত হইলে ঔষধ কেবল যে শারীরিক এবং মানসিক পরিবর্ত্তন ঘটায় তাহাই প্রকাশ করে; ইহাদ্বারা ইহাই অনুমান করিতে হইবে যে ঔষধের শক্তিদ্বারা ঐরূপ যে পরিবর্ত্তন ঘটায় তদ্দারাই পীড়া আরাম হইয়া থাকে। অতএব ঔষধই উৎপীড়নের কারণ স্বরূপ হইয়া সুস্থ শরীরে প্রবেশ করে এই মনে করিতে হইবে এবং সম্ভবতঃ ইহার ভিতরের কোন শক্তির পীড়া আরাম করিবার শক্তি আছে ইহাও অসম্ভবনীয়। অর্থাৎ ঔষধের শক্তি দ্বারা পীড়া জন্মে এবং আরাম হয়।

২২। অতএব লক্ষণ সমষ্টি দূর করা ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে পীড়ার কোন অংশ দূর করা যাইতে পারে না, সুতরাং ঔষধে যদিও কোন ক্রিয়া প্রকাশ না করুক সুস্থ শরীরে যে সমুদায় পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া থাকে তদ্দারাই পীড়া শরীর হইতে দূর করে ইহাই মনে করিতে হইবে। অন্য প্রকারে বলিতে গেলে এই উপলব্ধি হয় যে ঔষধজনিত কোন অধিকতর ক্ষমতাশালী কৃত্রিম পীড়াদ্বারা মূলপীড়া নষ্ট হয়। ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যে ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে, সুস্থ শরীরে তাহা প্রয়োগ করিলে, ঠিক রোগীর পীড়ার সমুদায় লক্ষণ প্রকাশ করে, তাহা হইলেই মূলপীড়া ঔষধজনিত পীড়া দ্বারা নিশ্চয় নষ্ট হইয়া চিরকালের জন্য রোগীকে ত্যাগ করিয়া যাইবে এবং রোগী পূর্ব্বস্বাস্থ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইবে। (ক)

(ক) পীড়ার লক্ষণের সহিত ঔষধের লক্ষণের সাদৃশ্য না থাকিলে, যদৃচ্ছা কোন ঔষধ

২৩। বহুদর্শিতা এবং প্রকৃত পরীক্ষা দ্বারা আমরা এই দেখিতে পাই যে পীড়ার বিপরীত লক্ষণ উৎপাদক ঔষধ দ্বারা রোগী কিছুকাল যেন আরোগ্য লাভ করিল বোধ করে, কিন্তু অল্প কিছুকাল পরেই পীড়া পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবলতর শক্তির সহিত তাহাকে আক্রমণ করিয়া বসে (৫৮, ৬২, ৬৯ সূত্র দেখ)।

২৪। অতএব হোমিওপ্যাথিক মতে ঔষধ প্রয়োগ ভিন্ন অন্য কোনমতে ঔষধ প্রয়োগ করিলে পীড়া আরাম হইতে পারে না। সুতরাং এই ঔষধের সমুদায় লক্ষণ যাহাতে পীড়ার সমুদায় লক্ষণের সহিত ঐক্য হয় এবং ঐ শক্তি যাহাতে পীড়ার শক্তি হইতে অধিকতর ক্ষমতাশালী হইয়া মূলপীড়ার সদৃশ অধিক ক্ষমতাশালী একটী কৃত্রিম পীড়া জন্মায় তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

২৫। এইক্ষণ আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে চিকিৎসা শাস্ত্রের অভ্রান্ত দৈববাণী আমাদিগকে বলিতেছে যে, যে ঔষধ সুস্থ শরীরে সেবন করিলে পীড়ার সদৃশ লক্ষণ সমষ্টি ভিন্ন আরও অধিক সংখ্যক লক্ষণ প্রকাশ করে, যদি সেই ঔষধ উপযুক্ত শক্তি সম্পন্ন করিয়া লওয়ার পর রোগীকে প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে অবশ্য ক্ষুদ্রতম মাত্রায় অতি শীঘ্র সম্পূর্ণরূপে চিরকালের জন্য পীড়াকে নষ্ট করিয়া পুনঃ স্বাস্থ্য আনয়ন করে (৬, ১৬ সূত্র দেখ)। বহুদর্শিতায়ও দেখা যায় যে, যে ঔষধের পীড়ার লক্ষণের সহিত ঐক্য হয়, তদ্দ্বারা পীড়া অবশ্যই আরাম হয়, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই (খ)।

২৬। যদিও এ পর্য্যন্ত অনেকেই স্বীকার না করুক, যে পীড়া প্রকৃতরূপে আরাম হইতে হোমিওপ্যাথিক নিয়মানুসারে আরাম হইয়া থাকে, তাহাতে কিছু আসে যায় না। জীবিত দেহে দেখা যায় কোন একটী দুর্ব্বল পীড়া তাহার সদৃশ লক্ষণ সম্পন্ন অধিক ক্ষমতাশালী পীড়া দ্বারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। (এ)

প্রয়োগ করিলে পীড়া আরাম হইতে পারে না, কাল্পনিক বহু ঔষধের সংমিশ্রণে পীড়া আরাম না হইয়া রোগীর অনিষ্টই হইয়া থাকে (সদৃশ আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান দেখ)।

(খ) অন্য মতাবলম্বীদের বহুদর্শিতার কথা নহে। যাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে নিরপেক্ষভাবে ঔষধের লক্ষণের সহিত মিলাইয়া ঔষধ প্রয়োগ করেন, তাঁহারাই এই সূত্রের মর্ম্ম গ্রহণে সমর্থ।

(এ) শারীরিক ও মানসিক সমুদায় পীড়াই এই হোমিওপ্যাথিক নিয়মানুসারে আরাম হয়। প্রাতঃকালের বৃহস্পতি নক্ষত্র দিবসে দেখা যায় না কেন? সূর্য্যের অধিকতর আলোর জন্য। নক্ষ

২৭। অতএব পীড়ার ধর্ম্মবিশিষ্ট অধিকতর ক্ষমতাশালী ঔষধদ্বারা পীড়া সমূলে আরাম হয় (১২, ২৬ সূত্র দেখ)।

২৮। যখন কেবলমাত্র বহুদর্শিতা এবং নির্দ্দোষ ভাবে পরীক্ষা দ্বারা ইহার সত্যতা প্রমাণ দ্বারা দেখান গেল, এবং যখন ইহাই প্রকৃত ঘটনা, তখন বৈজ্ঞানিকভাবে ইহার সত্যতা প্রমাণ করার তত আবশ্যকতা দেখা যায় না, এবং এরূপ প্রমাণ করার চেষ্টার উপর আমি কোন মূল্য স্থাপন করিতে পারি না। যাহা হউক নিম্নলিখিত প্রমাণটী দ্বারাও বোধ হয় অনেকের বুঝিবার আরও সুবিধা হইতে পারে।

২৯। পূর্ব্বেই প্রমাণ দ্বারা আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, জীবনী-শক্তির কষ্টের এবং বোধশক্তির অস্বাভাবিক অবস্থাই পীড়া; এবং হোমিওপ্যাথিক ঔষধে পীড়িত জীবনী-শক্তির কার্য্য ইত্যাদিতে যে সমুদায় লক্ষণ প্রকাশ পায়, এবং অধিকতর ক্ষমতাশালী ঐ ঔষধ ঐরূপ পীড়ার সদৃশ লক্ষণ জন্মাইতে পারে জন্যই, সেই ঔষধেরই অতি ক্ষুদ্রতম মাত্রা পীড়ার স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া থাকিবার জন্য জীবনী-শক্তি অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া ইহার স্বাভাবিক শক্তিদ্বারা ইহাকে প্রাণপণে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার জন্য চেষ্টা করে; ঔষধের ক্রিয়া শরীরে অল্পক্ষণ স্থায়ী হইবার জন্য ইহা জীবনীশক্তির শক্তিদ্বারা পরাজিত হইয়া মূল পীড়াকে নষ্ট করিয়া বহিষ্কৃত হয় এবং রোগী পূর্ব্বস্বাস্থ্য লাভ করে। (সদৃশ আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান দেখ) (ট)।

৩০। ঔষধ জনিত পীড়া স্বাভাবিক পীড়া হইতে জীবনীশক্তিকে অতি সহজে শীঘ্র শীঘ্র আক্রমণ করে, সুতরাং উপযুক্ত ঔষধ দ্বারা স্বাভাবিক পীড়া

গ্রহণ করিলে দুর্গন্ধ টের পাওয়া যায় না কেন? ঘ্রাণশক্তির স্নায়ু অধিকতর ক্ষমতাশালী পদার্থ দ্বারা আক্রান্ত হইবার জন্য। শোকাতুর এবং দুঃখিত ব্যক্তির শোক এবং দুঃখ কিসের দ্বারা নিবৃত্তি হয়? তাহা হইতে যাহার অত্যন্ত শোক এবং দুঃখের কারণ আছে তাহাই শুনিয়া প্রবোধ মানে। অত্যন্ত আহ্লাদের কু ফল কফি দ্বারা নিবৃত্তি হয়, কারণ কফি সেবনে অত্যধিক আহ্লাদিত হয়। এইরূপ প্রাকৃতিক নিয়ম প্রতিদিন চক্ষুর উপরে দেখা যাইতেছে, তবুও আমরা প্রকৃতির নিয়ম হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা কেন যে স্বীকার করি না তাহা বুঝিতে পারি না।

(ট) কারণ একই সময়ে একের অধিক পীড়া একই শরীরে অবস্থিতি করিতে পারে না, এইজন্য মূলপীড়া অন্তর্হিত হয়। যখন ঔষধ জীবনী-শক্তির শক্তি দ্বারা শরীর হইতে বহির্গত হয়, তখন অজ্ঞাত পীড়াটীও তাহার সঙ্গে নির্গত হইয়া যায়।

পরাজিত হইয়া নষ্ট হইয়া থাকে। (যেহেতুক আমরাও ইচ্ছানুসারে ঔষধের শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি করিতে পারি, ইহাও কম সুবিধা নহে)।

৩১। জড় পদার্থ আমাদের জড় দেহের উপকারী বলিয়া জানি; বাস্তবিক তাহা নহে, ইহা জীবনী-শক্তির পরম শত্রু। জীবনী-শক্তিই প্রথমতঃ ইহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ইহার দৈহিক পরিবর্ত্তন ঘটায়। ঐ পরিবর্ত্তন ইহা সকল সময় ঘটাইতে সক্ষম নহে। জীব-শরীরের এমত একটী অবস্থা হয় যখন ইহার অল্প কিছু শরীরে শীত হইলেই ইহা অতি সহজে আক্রান্ত হওয়ায় ইহার অস্বাভাবিক ক্রিয়া আরম্ভ করাইয়া দেয়। ইহা দ্বারা সকলেই আক্রান্ত হইতে পারে না এবং যাহারা আক্রান্ত হয়, সময় বিশেষে তাহারাও আক্রান্ত হয় না।

৩২। আমরা যাহাকে ঔষধ বলিয়া জানি অর্থাৎ যাহা ঔষধ বলিয়া প্রস্তুত করিয়া লই তাহার শক্তি স্বতন্ত্র। কারণ যেটী প্রকৃত ঔষধ তাহার ক্রিয়া সকল সময়েই সকলের শরীরেই সমান ভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং তাহার লক্ষণ সমষ্টি প্রকাশ করে অর্থাৎ সকলকেই নিশ্চয় সমান ভাবে আক্রমণ করে। কিন্তু স্বাভাবিক পীড়ার ঐরূপ প্রকৃতি নহে।

৩৩। সুতরাং আমরা আমাদিগের বহুদর্শিতা দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, ঔষধ দ্বারা জীবনী-শক্তি যেমন সহজে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় সেরূপ অন্য কোনও শরীরের অপকারী পদার্থ দ্বারা সহজে আক্রান্ত হইতে পারে না অর্থাৎ শেষোক্ত পদার্থ হইতে জীবনী-শক্তিরই ক্ষমতা অধিক এবং কাহাকে আক্রমণ করে এবং কাহাকে আক্রমণ করে না; কিন্তু ঔষধের শক্তি সকলকে সমানরূপে আক্রমণ করিয়া থাকে অর্থাৎ জীবনী-শক্তি অতি সহজেই ইহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়ে।

৩৪। ঔষধজনিত অধিকতর ক্ষমতাশালী পীড়া যে সকল প্রকার স্বাভাবিক পীড়া আরাম করিতে সক্ষম এমত মনে করিও না। কারণ, ইহা জান যে পীড়া আরাম করিতে হইলে স্বাভাবিক পীড়ার লক্ষণ সমষ্টির সহিত, যে ঔষধটীর দ্বারা পীড়া আরাম করিতে হইবে তাহার সেইরূপ লক্ষণ জন্মাইবার শক্তি থাকা আবশ্যক। ঔষধজনিত অধিকতর ক্ষমতাশালী পীড়া স্বাভাবিক পীড়ার স্থান অধিকার করিয়া বসে বলিয়াই উহার আর কোন অনিষ্ট করিবার

শক্তি থাকে না। এই উপায় ভিন্ন প্রকৃতির কি চিকিৎসকের দীর্ঘকালস্থায়ী দুর্দ্দম্য পীড়া আরাম করিবার অন্য কোন উপায় নাই।

৩৫। পূর্ব্বোল্লিখিত বিষয় তিনটী দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখান যাইতেছে :—মনে কর দুইটী অসদৃশ পীড়া দ্বারা কোন ব্যক্তি আক্রান্ত হইল। অন্যত্র এলোপ্যাথিক ঔষধ দ্বারা পীড়া আরাম করার চেষ্টায় যে আরাম না হইয়া বরং বিশেষ অপকার হয় তাহাই দেখান যাইতেছে :—

৩৬। (১) দুইটী সমকক্ষ অসদৃশ পীড়া দ্বারা কোন ব্যক্তি আক্রান্ত হইল, অথচ ঘটনাক্রমে পূর্ব্ববর্ত্তী পীড়াটী শক্তিসম্পন্ন হওয়ায় নূতন পীড়াটী শরীর হইতে অন্তর্হিত হইল। এইজন্য যে ব্যক্তি পুরাতন দুর্দ্দম্য পীড়া দ্বারা আক্রান্ত থাকে তাহাকে শারদীয় আমের পীড়া বা অন্য কোন পীড়া সহজে আক্রমণ করিতে পারে না। ল্যারি বলেন যে স্থানে শীতাঙ্গ (Scurvy) রোগটী থাকে লেভানটাইন মড়ক তথায় যাইতে পারে না, অথবা যাহারা হার্পিস (Harpes) পীড়া দ্বারা আক্রান্ত থাকে তাহাদিগকে আক্রমণ করে না। জেনার বলেন অস্থিবিকৃতির (Ricket) শিশুদিগকে টীকা দিলে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। ভনহিণ্ডারবস্ত বলেন ক্ষয়কাশের রোগী অতি সহজে অন্য কোন প্রকারের জ্বর দ্বারা আক্রান্ত হয় না।

৩৭। (২) এইরূপ বহুকাল পর্য্যন্ত বিপরীত চিকিৎসায় (Allopathic treatment) কোন পুরাতন পীড়ায় অপকার ভিন্ন আর কিছুই হয় না, ইহার দৃষ্টান্ত প্রত্যহ চক্ষুর উপর দেখিতেছি, সুতরাং আর দৃষ্টান্তের আবশ্যকতা দেখা যায় না।

৩৮। (৩) নূতন অসদৃশ পীড়াটী অধিকতর ক্ষমতাশালী হইল। এমতাবস্থায় পূর্ব্ব পীড়াটী মৃতপ্রায় নির্জ্জীব অবস্থায় শরীরের কোন স্থানে (শীতকালের ভেকবৎ) পড়িয়া থাকে, যখন নূতন পীড়ার গতি শেষ বা আরাম হয়, তখন ঐ পুরাতন ভেকবৎ পীড়াটী ডাক ছাড়িয়া উঠে। টানশিয়াস্ বলেন যে দুইটী শিশু মৃগী রোগে আক্রান্ত হয়, তাহাদের মস্তকে মস্তক-দদ্রু (টিনিয়া ক্যাপিট্যালিস্) দেখা দেওয়ার পর তাহাদের ঐ পীড়া অন্তর্হিত হয়, কিন্তু যেমন ঐ দদ্রু অন্তর্হিত হইয়াছিল তৎক্ষণাৎ আবার শিশু দুইটী মৃগী রোগে পতিত হয়। সব বলেন শীতাজ দেখা দেওয়ায় পর পাঁচড়া অন্তর্হিত হইয়াছিল, কিন্তু নিবৃত্তি হইলে পর,

আবার পাঁচড়া দেখা দিয়াছিল। এইরূপ ক্ষয়কাশে শ্বাসযন্ত্রে পুঁজ সঞ্চয়ের সময় রোগী মোহজ্বরে (Typhus Fever) পতিত হওয়ার অবস্থায় কিছুকাল ভাল ছিল, কিন্তু উক্ত জ্বরের ভোগান্তে আবার ইহার গতি আরম্ভ হইয়াছিল। উন্মত্ততার সহিত যদি ক্ষয়কাশ থাকে তবে উন্মত্ততা দেখা দিলে ক্ষয়কাশ কিছুকালের জন্য দমন থাকে, কিন্তু উন্মত্ততা নিবৃত্তি হইলেই ক্ষয় দ্বারা রোগীর জীবন ধ্বংশ হয়। যখন কোন ব্যক্তি বসন্ত এবং হাঁমের বিষ উভয় দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন প্রথমতঃ বসন্ত তাহার বিক্রম শেষ করার পর হাম তাহার ক্রিয়া আরম্ভ করে। ম্যাগট বলেন যে টীকা দেওয়ায় হামের জন্য ৪ দিন বসন্ত উঠিতে পারিয়াছিল না, আমি দেখিতেছি মাম্পের রোগীকে টীকা দেওয়ায় তাহার মাম্প রোগটী ছিল না কিন্তু টীকার ক্রিয়া শেষ হওয়ার পর আবার মাম্প (Mump) দেখা দিয়া ৭ দিন রোগীকে ভোগ করিয়াছিল।

অতএব যদি দুইটী অসদৃশ পীড়া কোন এক শরীরে সাক্ষাৎ করে, তবে দুর্ব্বলতর পীড়াটী কিছুকালের জন্য যেন দাবা মারিয়া থাকে (কদাচ তাহারা একত্র হইয়া তরুণাবস্থায় তাহাদের বিক্রম প্রকাশ করে) কিন্তু তাহারা কেহ কাহাকে নষ্ট করিতে সক্ষম নহে।

৩৯। শত শত বৎসর অতীত হইল, এইরূপ ঘটনা দেখা সত্ত্বেও কাহারও ইহার প্রতি মন আকৃষ্ট হয় নাই; দুইটী অসদৃশ পীড়া এক শরীরে থাকিয়া কেহ কাহাকে নষ্ট করিতে পারে না, ইহা দেখিয়াও কাহারও এ পর্য্যন্ত চৈতন্য হয় নাই, এইরূপ ঘটনা দেখা সত্ত্বেও বিপরীত লক্ষণ উৎপাদক জিনিস দ্বারায় চিকিৎসা করায় অন্য বহুপ্রকার উপসর্গ জন্মাইয়া রোগীকে অভিভূত করিয়া ফেলিত। এইরূপ ঔষধজনিত পীড়া এবং প্রাচীন পীড়া উভয় উপসর্গে রোগী ক্রমে বলহীন হইয়া পড়িত। ঘন ঘন বিরেচক ঔষধ দ্বারা পাঁচড়া আশু অন্তর্হিত হইত, যখন রোগীর আর বিরেচক ঔষধ উদরস্থ করিবার ক্ষমতা না থাকিত তখন পাঁচড়া আবার প্রবলতর বেগের সহিত দেখা দিত, শরীরে কোন একটী ক্ষত রক্ষা করিয়া মৃগী রোগ আরাম করা হইত, কিন্তু ক্ষতটী আরাম করিলেই অধিকতর বেগের সহিত আবার তাহাকে আক্রমণ করিয়া বসিত। ইত্যাদি বহুবিধ অন্যায় চেষ্টা দ্বারা আরাম করিতে যাইয়া রোগীর ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি ভিন্ন আর কিছুই হইত না।

৪০। নূতন পীড়া দীর্ঘকাল ইহার বিক্রম প্রকাশ করিবার পর পুরাতন অসদৃশ পীড়ার সহিত যোগ দিয়া আর একটী জটিল অবস্থার পীড়া জন্মাইতে পারে। মনে কর কোন ব্যক্তির উপদংশ আছে, তাহার শরীরে পাঁচড়াও থাকিতে পারে। ইহা ঠিক, দুইটী অসদৃশ পীড়া কেহ কাহাকে নষ্ট করিতে পারে না। যখন পাঁচড়া দেখা দেয়, তখন উপদংশ নিস্তেজ অবস্থায় পড়িয়া থাকে। যখন উভয় বিষই সমকক্ষ হইয়া দাঁড়ায়, উভয়ে একত্রে যোগ দিয়া অন্য একটী স্বতন্ত্র পীড়ার আকার ধারণ করে। এই অবস্থা আরাম করা অতীব কঠিন। এইরূপ বসন্ত এবং হাম পরস্পর একই ব্যক্তিকে একই সময়ে আক্রমণ করিতে পারে না। ডাক্তার পি, রাসেল ৩০০ রোগীর মধ্যে একটী রোগীকে একই সময়ে বসন্ত এবং হাম দ্বারা আক্রান্ত হইতে দেখিয়াছিলেন। রেইনি দুইটী বালিকাকে দেখেন। যৈমেরিস যত রোগীর চিকিৎসা করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে কেবল মাত্র দুইটী এইরূপ রোগী পাইয়াছিলেন। অন্যান্য ডাক্তারও এইরূপ অনেক ঘটনা দেখিয়াছেন।

৪১। অন্যান্য চিকিৎসা দ্বারা কোন প্রাচীন পীড়ার চিকিৎসা হইলে ঔষধজনিত পীড়া মূল পীড়ার যোগে একটী অচিকিৎস্য দুর্দ্দম্য পীড়া জন্মায়; ইহা প্রায়ই আরাম হয় না। কারণ মূল পীড়ার সহিত ঔষধজনিত পীড়া কেন অন্য পীড়া যোগ দিলেও সহজে উপশমনীয় নহে। দেখা যায় উপদংশজ বাঘীর (Chancre) সহিত যদি পাঁচড়া বা সাইকোসিসের প্রমেহ (Cycotic gonorrhoea) যোগ থাকে তবে বহুপরিমাণ পারদ ব্যবহারেও উপদংশ নিবৃত্তি হয় না। লাভের মধ্যে পারা ব্যবহার জনিত উপসর্গ যোগ হইয়া সমুদায় যন্ত্র নষ্ট করিয়া ফেলে। (সদৃশ আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞানের প্রাচীন পীড়া দেখ।)

৪২। প্রকৃতি আপনা হইতেই দুইটী এবং কখন কখন তিনটী পীড়াকে ইহার মধ্যে স্থান দান করে, অবশ্য মনে করিতে হইবে যে তাহারা পরস্পর অসদৃশ। এই জন্য রোগী যতকাল বাঁচিয়া থাকে ততকাল ঐ পীড়াগুলি তাহাদের শরীরে থাকিয়া যাইতে পারে।

৪৩। কিন্তু দুই সদৃশ পীড়া একই সময়ে একই শরীরে থাকিতে পারে না, কারণ ইহাদের মধ্যে যেটী বলবান সেইটী অন্যটীকে নষ্ট করিয়া নিজেরও অস্তিত্ব হারায়।

৪৪। দুইটী সদৃশ পীড়া দুইটী অসদৃশ পীড়ার ন্যায় পরস্পর পরস্পরকে দূর করিবার চেষ্টা, একটাকে নিস্তেজাবস্থায় রাখিবার চেষ্টা অথবা একটার পার্শ্বে অন্য একটা থাকিয়া জটিলাবস্থায় অন্য কোন একটী পীড়া জন্মায় না।

৪৫। ইহাও দেখা যায় যে দুইটী পীড়াকে দেখিতে অসদৃশ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তাঁহাদের একই রকম লক্ষণ প্রকাশ পায়। তাহারা কোন শরীরে প্রবেশ করিবা মাত্র ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়। ইহাদের একটী (ঔষধজনিত পীড়া) অন্যটী অপেক্ষা বলবান্ মনে করিতে হইবে। আর একই লক্ষণ প্রকাশ করে জন্যই একই স্থান একই সময়ে অধিকার করিয়া থাকা বিজ্ঞান সম্মত নহে।

৪৬। এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে যে সদৃশ পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার পর অনেক পুরাতন পীড়া আরাম হইয়াছে। প্রকৃত দৃষ্টান্ত দেওয়ার জন্য বসন্তের রোগীর দৃষ্টান্ত দ্বারাই দেখান যাইতেছে। বসন্তের রোগীর চক্ষুর প্রদাহ হইয়া চক্ষু অন্ধ হইয়া থাকে, ডাক্তার ডেজাটিউর্জ দেখিয়াছেন একটী দুর্দ্দম্য চক্ষুর প্রদাহ বসন্তের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় আরাম হইয়াছে, লিয়বও এরূপ একটী ঘটনা দেখিয়াছেন।

(ক) টিনিয়া ক্যাপিটীস দাবা মারিয়া থাকার পর কোন এক ব্যক্তি অন্ধ হয়, কেশিন বলেন বসন্তের পর স্বাভাবিক চক্ষু হইয়াছিল।

(খ) বসন্তে বধিরতা এবং শ্বাসকাশ হইতে দেখা গিয়াছে, জে, এফ, আঁর কাস বসন্তের রোগীর উভয় পীড়াই আরাম হইতে দেখিয়াছেন।

(গ) বসন্তের দ্বারা আক্রান্ত হইলে কখনও কটিদ্বয় অত্যন্ত স্ফীত হয়, ডাক্তার কিলা এই পীড়া দ্বারা আক্রান্ত রোগীর ইহা আরাম হইতে দেখিয়াছেন। অন্য এক ব্যক্তিরও এইরূপ আরাম হইয়াছিল।

(ঘ) ইহাদ্বারা কাহারও কাহারও রক্তাতিসার হইয়া থাকে, এফ, আর, ওয়েণ্ট বহুকালের আমরক্তের রোগী আরাম হইতে দেখিয়াছেন।

(ঙ) গো-বীজে টীকা দিলে কাহারও বাহু স্ফীত হইয়া থাকে, কোন ব্যক্তির স্ফীত অর্দ্ধাংশ বাহু টীকা দেওয়ার পর আরাম হইয়াছিল।

(চ) গো-বীজে টীকা দিলে বসন্ত হয় না, যদিও হইয়া থাকে, তবুও তাহার বিক্রম কম হয়।

(ছ) দুই ব্যক্তির গো-বীজে টীকা দেওয়ার পর বহুদিনের বিষম জ্বরের

দুইটী রোগী আরাম হইয়াছিল। হার্ডেজ জে, অব, হাণ্টারের মতের পোষকতায় বলেন যে, সাদৃশ্যতা জন্যই এরূপ হইয়াছিল।

(জ) হুপিংকাশের সহিত হামের অত্যন্ত সাদৃশ্য আছে, দেখা গিয়াছে যে সমুদায় বালকের হুপিংকাশ হইয়াছিল, তাহারা হামের দ্বারা আক্রান্ত হয় নাই। কার্টাম বলেন যে, কোন ব্যক্তির হাম সদৃশ উদ্ভেদ সমুদয় শরীর দিয়া দেখা দেওয়ার পর হারপিস (Herpes) নামক বহুকালের চর্ম্মরোগ আরাম হইয়াছিল। এইরূপ আরও অনেক পীড়া দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখান যাইতে পারে যে, সদৃশ লক্ষণসম্পন্ন কোন পীড়া একই সময়ে একই শরীরে থাকিতে পারে না।

৪৭। প্রকৃতির নিয়মানুসারে শীঘ্র শীঘ্র চিরকালের জন্য পীড়া আরাম করিবার নিমিত্ত ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে পূর্ব্ববর্ত্তী দৃষ্টান্ত গুলিই যথেষ্ট মনে করিতে হইবে।

৪৮। পূর্ব্ববর্ত্তী দৃষ্টান্তগুলি দ্বারা এই বুঝিতে হইবে যে, কি প্রকৃতি, কি চিকিৎসকের চেষ্টার অসদৃশ লক্ষণ উৎপাদক ঔষধ দ্বারা কোন পীড়াই আরাম হইতে পারে না অর্থাৎ সমুদায় পীড়াই পীড়ার সদৃশ লক্ষণ উৎপাদক ঔষধ দ্বারাই আরাম হয়, কিন্তু ইহার শক্তি মূল পীড়া হইতে কিছু অধিক হওয়া আবশ্যক।

৪৯। যদি প্রকৃতির মধ্যে হোমিওপ্যাথিক মতে পীড়া আরাম হইবার আরও পরিষ্কার দৃষ্টান্ত পাইতাম, তাহা হইলে দৃষ্টান্ত দ্বারা আরও অনেক দেখাইতাম।

৫০। যদিও প্রকৃতির অনন্ত ভাণ্ডারে হোমিওপ্যাথিক দৃষ্টান্তের অভাব নাই, তবুও কেবল মাত্র পাঁচড়া, হাম এবং বসন্তের বিষের দ্বারা উৎপন্ন পীড়া ভিন্ন অন্য প্রকারের দৃষ্টান্ত আমাদের দৃষ্টিতে পতিত হয় না। এই পীড়াগুলি দ্বারা যে সমুদায় পীড়া আরাম হয় সেই সমুদায় পীড়া হইতে ইহারা অতীব সাংঘাতিক এবং পাঁচড়া জাতীয় বিষের ন্যায় বিষ জন্য পীড়া আরাম করার পর ইহাকে তাড়াইবার জন্য আবার অন্য বিষের আবশ্যক হয়। এই সমুদায় বিষ দ্বারা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা থাকিয়া যায়, এবং তাহাদের ফল * অনিশ্চিত।

বিশেষতঃ মানবদেহে এরূপ পীড়ারি সংখ্যাও অতি কম যাহা হাম, বসন্ত ও

* প্রকারান্তরে আইসোপ্যাথিক চিকিৎসার বিরুদ্ধে বলিতেছে।

পাঁচড়ার বিষ দ্বারা আরাম হইতে পারে। তবে অতি অল্প সংখ্যক পীড়াই ইহাদের দ্বারা আরাম হয়। যাহা হউক লক্ষণের সাদৃশ্যের উপর দৃষ্টি রাখিয়া অন্য ঔষধ ব্যবহার করিলেই বিপদের আশঙ্কা থাকে না।

৫১। তীক্ষ্ণবুদ্ধির লোকের নিকট হোমিওপ্যাথিক নিয়মানুসারে যে পীড়া সমূলে আরাম হয় তাহার সম্বন্ধে পূর্ব্বোল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলি প্রচুর মনে করিতে হইবে। প্রকৃতির মধ্যে এইরূপ বহুসংখ্যক ঘটনা ঘটিতে দেখিয়া ইহার সম্বন্ধে আরও অধিক জানিবার অনেক সুবিধা আছে কারণ বাহ্য বস্তুতে ঔষধের আকারে জানিবার জন্য তাহার ক্ষমতাধীন অনেক পদার্থ আছে যদ্দ্বারা সে তাহার স্বজাতিদিগের কষ্ট দূর করিতে সক্ষম। সে এই শক্তিসম্পন্ন বস্তুগুলিকে অসংখ্য প্রকারের পীড়া আরাম করিবার জন্য হোমিওপ্যাথিক প্রণালীতে উপযুক্ত শক্তিবিশিষ্ট করিয়া লইতে পারে। এই শক্তিবিশিষ্ট হোমিওপ্যাথিক ঔষধ যদিও মূল পীড়া হইতে অধিকতর ক্ষমতাশালী, তবুও পীড়া দূর করিবার পর, সোরা প্রভৃতি বিষের ন্যায় শরীরে থাকিয়া যায় না, প্রকৃতি নিজ শক্তি দ্বারা শরীর হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেয়। এই কৃত্রিম শক্তি বিশিষ্ট ঔষধ সে তাহার কার্য্য সিদ্ধি করিবার জন্য তাহার যতদূর ইচ্ছা, রোগীকে ঔষধ জনিত পীড়া দ্বারা যেন অভিভূত না হইতে হয়, তজ্জন্য কল্পনাতীত কম করিয়া লইতে সক্ষম অর্থাৎ যে টুকু শক্তি, তাহার রোগীর সম্বন্ধে কোন বিপদ না হইয়া সহজে আরাম হয়, সেই পরিমাণ শক্তি, সে ইচ্ছানুসারে রাখিতে পারে। অতএব এই মতের চিকিৎসার রোগী ঔষধজনিত পীড়া দ্বারায় কখনই আক্রান্ত হইতে পারে না; এমন কি দুর্দ্দম্য প্রাচীন পীড়াও ইহা দ্বারা অতি সহজে আরাম হয়, বাস্তবিকই রোগীকে কোন কষ্ট না দিয়া অতি সহজে তাহার অজ্ঞাতসারে তাহাকে শীঘ্র শীঘ্র আরাম করিয়া, সহজে স্বাস্থ্য পুনঃ স্থাপন করে।

৫২। উপরের লিখিত যুক্তিপূর্ণ দৃষ্টান্তগুলি দেখিয়া বুদ্ধিমান চিকিৎসক বিপরীত মতের (এলোপ্যাথিক) বিরেচক, উত্তেজক, উৎপাদক, লালানিঃসারক এবং সঙ্কোচক ইত্যাদি ঔষধ দ্বারা রোগীকে কখনই আক্রমণ করিবেন না। এই প্রণালীর গোলমেলে অবৈজ্ঞানিক, অসদৃশ চিকিৎসা দ্বারা রোগীর উপকার না হইয়া অপকারই অধিক হইয়া থাকে, কতকগুলি অজ্ঞাত (সুস্থ শরীরে যাহাকে পরীক্ষা করা হয় নাই) মিশ্রিত ঔষধ দ্বারা তাহার শক্তি

নষ্ট করা হয় ভিন্ন আর কিছুই নহে, এবং ঔষধজনিত দুরারোগ্য পীড়া জন্মাইয়া রোগীর জীবন নষ্ট করা হয়, মূল পীড়া ত আরাম হওয়া দূরের কথা। এই চিকিৎসায় যে তিন প্রকারের কুফল জন্মে তজ্জন্য ৩৬, ৩৮ এবং ৪০ সূত্র দেখ।

৫৩। কেবলমাত্র হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা দ্বারাই যে পীড়া আরাম হয়, তাহা আমরা বুঝিয়াছি। এই মততর চিকিৎসা দ্বারা যে পীড়া সমূলে শীঘ্র শীঘ্র বিনা কষ্টে মনুষ্য-শক্তি দ্বারা চিরকালের জন্য আরাম হইয়া যায় তাহাও আমরা আমাদের বহুদর্শিতা দ্বারা ৭ সূত্র হইতে ২৫ সূত্র দ্বারা বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়াছি। এবং ইহাই যে অভ্রান্ত চিরস্থায়ী ঐশ্বরিক নিয়ম তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।

৫৪। ৪৩ সূত্র হইতে ৪৯ সূত্র পর্য্যন্ত হোমিওপ্যাথিক উপায়ে পীড়া আরাম করা যে প্রকৃত উপায় তাহাই দেখান হইয়াছে। যে তিন প্রকার প্রণালীতে ঔষধ প্রয়োগের নিয়ম আছে তন্মধ্যে হোমিওপ্যাথিক প্রণালী সর্ব্বোৎকৃষ্ট, এই প্রণালীতে চিকিৎসায় পীড়া অতিশীঘ্র বিনা কষ্টে চিরকালের জন্য কোন কুফল না জন্মাইয়া এবং রোগীকে দুর্ব্বল না করিয়া আরাম করে।

পীড়া সোজাসোজী প্রকৃতরূপে আরাম করিতে মানুষ কেবল হোমিও-প্যাথিক মতে চিকিৎসা দ্বারাই আরাম করিতে সক্ষম। কারণ এই মতের চিকিৎসা যেমন এক বিন্দু হইতে অন্য এক বিন্দু পর্য্যন্ত একটী সরল রেখা টানা সোজা, সেইরূপ সোজা।

৫৫। এই প্রণালীর পর এলোপ্যাথিক বা গোলমেলে প্রণালীর চিকিৎসা আছে; এই প্রণালীর ঔষধের সহিত পীড়ার কোন সংশ্রব নাই! এই প্রণালীর চিকিৎসা শরীরের কোন সুস্থ অংশে একটী অত্যন্ত কষ্টদায়ক কৃত্রিম পীড়া জন্মাইয়া (যেমন ফোস্কা তোলা ইত্যাদি) মূল পীড়াকে নষ্ট করিবার চেষ্টা করে। এই চিকিৎসার যে শেষ ফল কি তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

৫৬। পূর্ব্বোক্ত দুই মতের চিকিৎসা ভিন্ন আর একটী মতের চিকিৎসা আছে। এই মতকে আশু উপশমনকারী চিকিৎসা কহে। এলোপ্যাথিকেরা এই মতের সাহায্য লইয়া রোগীদিগকে আশু উপশমন দেখাইয়া বাহাদুরি লইয়া থাকেন, ইহার শেষফল এলোপ্যাথিক চিকিৎসার ন্যায় বড়ই সাংঘাতিক; কারণ পীড়া আপনা হইতে আরাম হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তাহা পর্য্যন্ত

হওয়াও এই মতের চিকিৎসায় দুরূহ। এই মতের চিকিৎসা দ্বারা রোগীরা অত্যন্ত প্রতারিত হইয়া থাকে।

৫৭। এই মতের চিকিৎসক সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টকর লক্ষণটী বাছিয়া লইয়া থাকে এবং অন্যান্য লক্ষণ রোগীর নিকট গোপন রাখে। এই প্রধান লক্ষণটী রোগীর নিকট তাহার মূল পীড়া বলিয়া ব্যাখ্যা করে। ঐ লক্ষণের বিপরীত লক্ষণ জন্মাইতে পারে, এমত যদি কোন ঔষধ জানা থাকে সেই ঔষধটী প্রয়োগ করিবা মাত্র রোগীর আশু উপশমন জন্মাইয়া বোধ করে যেন তাহাকে আরাম করিল।

মনে কর কোন প্রকারের শক্ত বেদনা হইয়ে ওপিয়াম দিয়া থাকে, কারণ ইহা কিছুকালের জন্যই বোধশক্তি নষ্ট করে। এই একই ঔষধ উদরাময়ে ব্যবস্থা করে; কারণ অন্ত্রের প্লেরিষ্টাল্টিক গতি ইহা দ্বারা কিছুকালের জন্য নিবৃত্তি করিয়া দেওয়ায় ইহার বোধশক্তি নষ্ট করে। সুতরাং মলত্যাগের ইচ্ছা কিছুকালের জন্য হয় না। ইহা অনিদ্রার জন্য ব্যবস্থা করা হয়, কারণ ইহা গাঢ় নিদ্রা আনে। সাধারণ কোষ্ঠবদ্ধে বিরেচক ঔষধ দিয়া থাকে। দগ্ধ হস্ত ঠাণ্ডা জলে নিমজ্জিত করে, এবং পোড়ার যন্ত্রণা যেন মন্ত্রের প্রভাবে ঠাণ্ডা হয়। কোন রোগী শীতে আক্রান্ত হইল, গরম জলে বসান হইল। যাহারা দীর্ঘকাল যাবৎ প্রাচীন পীড়ায় কষ্ট পায় তাহাদিগকে সুরা ব্যবস্থা করা হয়। এইরূপ আরও অনেক আশু উপশমনকারী ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকে। সৌভাগ্য-ক্রমে এইরূপ আশু উপশমনকারী ঔষধের সংখ্যা কম, নতুবা আরও ভয়ের কারণ ছিল। এই সমুদায় ঔষধের মোখ্য ক্রিয়াতে আসান, কিন্তু গৌণ ক্রিয়াতে উঁহাদের বিপরীত। কারণ যত জোরে আঘাত তত জোরে প্রতিঘাত।

৫৮। কেবলমাত্র একটী লক্ষণ দূর করিবার চেষ্টা করায় রোগী আশু উপশম বোধ করে বটে, কিছুকালের পরেই ঐ লক্ষণটী অধিকতর প্রবলতার সহিত কেন আরও নূতন লক্ষণগুলি দেখা দিতে থাকে। বিপরীত মতাবলম্বীরা এই বৃদ্ধির সম্বন্ধে রোগীর নিকট অন্য একটী নূতন পীড়া বলিয়া ব্যাখ্যা করেন (ছ)।

(ছ) তাঁহারা চিকিৎসা করেন আর বলেন যে, আর কি করা যায়, একটী পীড়া আরাম করা যায়, আর একটী নূতন পীড়া আরম্ভ হয়; তিনি তাঁহার ঔষধের গুণ দেখান, তারপর যে নূতন পীড়া হয়, তা তিনি কি করিবেন? কিজন্য যে এরূপ হয় তাহা কেহ দেখে না, আমরা জিজ্ঞাসা করি চিকিৎসা করার পূর্ব্বে এইরূপ হইত না কেন? তবে কি ঐ উপসর্গগুলি ঔষধজনিত নহে?

৫৯। দীর্ঘকাল স্থায়ী পীড়ার এইরূপ প্রধান লক্ষণটী দূর করিবার জন্য আশু উপশমকারী ঔষধ প্রয়োগ করিলে কয়েক ঘণ্টা পর অত্যধিক যন্ত্রণা প্রকাশ পায়। যথা, নিদ্রাভঙ্গের জন্য কফি দিলে কফির ক্রিয়া শেষ হইবা মাত্র রোগী আরও গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ে। রাত্রিতে যে কোন পীড়ার জন্যই হউক না, পীড়ার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া নিদ্রা না হইলে ওপিয়াম দিলে প্রথম রাত্রিতে গাঢ় নিদ্রা হয়, কিন্তু তাহার পরের রাত্রিতে আদতেই নিদ্রা হয় না। এইরূপ পুরাতন উদরাময়ে ওপিয়াম প্রয়োগ করায় মোখ্য ক্রিয়া দ্বারা কোষ্ঠবদ্ধ জন্মাইয়া দেয়। এই ক্রিয়াটী শেষ হইবা মাত্র অতিসার প্রবল বেগে আরম্ভ হয়। অসহ্যকর যে কোন বেদনাই হউক না কেন ওপিয়াম দিয়া নিবৃত্তি করার পর ইহার মোখ্য ক্রিয়া শেষ হইবা মাত্র রোগী অসহ্যকর যন্ত্রণায় আরও অস্থির হইয়া পড়ে, অথবা ইহার সহিত অন্য কোন প্রকার নূতন সাংঘাতিক বেদনা দেখা দেয়। সাধারণ চিকিৎসকেরা রাত্রিতে উৎকাশির জন্য ওপিয়াম প্রয়োগ করিয়া আশু উপশম দেখায়, কিন্তু পরের রাত্রিতে কাশির প্রবলতর বেগ আরম্ভ হইয়া থাকে, যদি ইহা বার বার প্রয়োগ করা হয়, তবে ঘর্ম্মের সহিত রাত্রি-জ্বর আরম্ভ হয়। মূত্রযন্ত্রের দুর্ব্বলতার জন্য মূত্রাবরোধ হইলে ক্যান্থারাইডিস দেওয়া হয়, ইহাতে প্রথমতঃ জোর পূর্ব্বক মূত্র নিঃসরণ করাইয়া দেয়, এবং ইহাতে এত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে মূত্রযন্ত্র সঙ্কোচ হইবার ক্ষমতার সম্পূর্ণ অভাব হইয়া অবশ হইয়া পড়ে। দুর্দ্দম্য কোষ্ঠবদ্ধ রোগে বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করার শেষে ঐ রোগ অধিকতর দুর্দ্দম্য হইয়া পড়ে। দুর্ব্বলতার জন্য সুরা ব্যবহার করা হয়; ইহার শেষ ফলে রোগী দুর্ব্বলতার শেষ সীমায় উপস্থিত হয়। তিক্ত বা গরম মশল্লা দ্বারা দুর্ব্বল ক্রিয়াশূন্য পাকযন্ত্রকে শক্তি দিবার জন্য চেষ্টা করায় ইহার মুখ্য ক্রিয়া দ্বারা আশু বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু ইহার শেষ ফলে পাকযন্ত্রের ক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিয়া দেয়। কোন প্রকারের প্রাচীন পীড়ার জন্য দীর্ঘকাল স্থায়ী শীতে গরম জলের মধ্যে বসান হয়, ইহার শেষ ফলে রোগী শীত আরও অধিক পরিমাণে বোধ করে। দগ্ধ স্থানে ঠাণ্ডা জল প্রয়োগ করে, ইহার ক্রিয়া শেষ হইবা মাত্র দগ্ধ-যন্ত্রণা অসহ্যকর হইয়া প্রদাহ উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। নাসিকার পুরাতন সর্দ্দিতে শ্লেষ্মা নিঃসারক ঔষধ দ্বারা নির্গত করাইবার চেষ্টা

করা হয়, ইহাতে সর্দ্দি বৃদ্ধি পাইয়া নাসারন্ধ্র আরও বদ্ধ হইয়া আইসে। কোন অঙ্গ দুর্ব্বল বা অবশ হইলে বিদ্যুৎ প্রয়োগ দ্বারা জোর প্রদান করিবার চেষ্টা করা হয়; শেষে উক্ত অঙ্গ সম্পূর্ণ অবশ হইয়া পড়ে। মস্তকে রক্ত ধাবিত হইলে রক্তমোক্ষণ করা হয়, শেষে রক্তাধিক্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অনেক প্রকার মোহ জ্বরে (Typhus fever) শারীরিক ও মানসিক নিশ্চেষ্টাবস্থা ভেলারিয়ান দিয়া নিবৃত্তি করার চেষ্টা করা হইত, ইহার শেষ ফলে রোগী সম্পূর্ণ অজ্ঞান এবং সংজ্ঞাশূন্য হইয়া শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হইত। নাড়ীর গতি ক্ষুদ্র এবং দ্রুত হইলে ডিজিটালিস প্রয়োগে কিছুকালের জন্য সুস্থাবস্থা ধারণ করিত এবং আবার যখন ঐরূপ বেগ আরম্ভ হইত, তখন পুনঃ পুনঃ ইহা প্রয়োগের জন্য রোগী অবসাদগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইত।

৬০। যখন এই আশু উপশমনকারী ঔষধ প্রয়োগ জন্য মুখ্য ক্রিয়া শেষ হইবার পর নূতন উপসর্গগুলি অধিকতর বেগের সহিত দেখা দেয়, তখন এইরূপ আশু উপশমনকারী ঔষধের মাত্রা উত্তর উত্তর বৃদ্ধি করিতে থাকে। কিছুকালের জন্য উপসর্গগুলি নিবৃত্তি থাকিয়া যখন আবার অধিকতর বেগের সহিত লক্ষণগুলি প্রকাশ পায় তখন ঔষধের মাত্রা আরও বৃদ্ধি করার পর অন্য প্রকার সদ্য প্রাণনাশকারী লক্ষণ উপস্থিত হইয়া রোগীর যন্ত্রণা চিরকালের জন্য শেষ করিয়া দেয়। অতএব এই মতের চিকিৎসায় প্রাচীন কি তরুণ কোন প্রকারের পীড়া আরাম হইতে পারে না, লাভের মধ্যে বিপদের আশঙ্কাই অধিক।

৬১। এইরূপ সাংঘাতিক বিপরীত চিকিৎসার শেষ ফলের বিষয় যদি চিকিৎসক চিন্তা করিয়া দেখিতেন, তাহা হইলে বহুকাল পূর্ব্বেই তাঁহারা দেখিতে পাইতেন যে বিপরীত চিকিৎসার বিপরীত চিকিৎসা দ্বারাই পীড়া সমূলে আরাম হয়। তাহা হইলে যে চিকিৎসায় অল্প কিছুকালের জন্য উপশম জন্মাইয়া শেষফলে পীড়ার বেগ অত্যন্ত বৃদ্ধি করে, তাহা ত্যাগ করিয়া হোমিও-প্যাথিক মতেই চিকিৎসা করিতেন অর্থাৎ অল্প মাত্রায় হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রয়োগ করিলেই পীড়া যে সম্পূর্ণ চিরকালের জন্য আরাম হয়, তাহা তিনি নিঃসন্দেহরূপে বুঝিতে পারিতেন।

বহুবৎসর গত হইল তাঁহাদের চিকিৎসার বহুদর্শিতার দ্বারা এই চিকিৎসার

সুফল হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। তাঁহারা তাঁহাদের চিকিৎসার কুফল কেবল এতকাল গোপন করিয়াই আসিতেছিলেন এমত নহে, দুর্দম্য প্রাচীন পীড়াও এই চিকিৎসা দ্বারা আরাম হয় নাই তাহাও গোপন রাখিতেন; যদিও ঘটনাক্রমে কোন একটী প্রাচীন পীড়া আরাম হইত, তাহা হইলে তাঁহাদের ঔষধের মধ্যে কোন একটী হোমিওপ্যাথিক বিশেষ ক্ষমতাশালী ঔষধ থাকিত জন্যই যে আরাম হইত তাহা, তাঁহারা অনেকে বুঝিতে পারিয়াও বুঝিতেন না। (জ)

৬২। নিম্নলিখিত কয়েকটী সূত্রে বিপরীত চিকিৎসার বিপদ এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার সুফল বিশেষরূপে যুক্তি এবং দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রকাশ করা যাইতেছে। এই দৃষ্টান্তগুলির উপর অনেকেরই এইক্ষণ দৃষ্টি আকর্ষিত হইতেছে।

৬৩। প্রত্যেক ঔষধই অন্যান্য শক্তির ন্যায় জীবনী-শক্তিকে আক্রমণ করিয়া অল্প বা অধিক পরিমাণ ইহার ক্রিয়ার সামঞ্জস্য নষ্ট করিয়া দীর্ঘ বা অল্প সময়ের জন্য শরীরের স্বাস্থ্যের অবস্থান্তর করিয়া দেয়। ঔষধের এই শক্তিকেই ইহার মুখ্য ক্রিয়া কহে। ঔষধের এবং জীবনী-শক্তির ক্রিয়া হইতেই এই অবস্থাটী উৎপন্ন হয়। আমাদেব জীবনী-শক্তি নিজ শক্তি দ্বারা ঔষধ জনিত

(জ) বহু শতাব্দীর পূর্ব্বে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার সুফল বলডফ, ডিথার্ডিং, বার্থলন, থামারি এবং ভনষ্টিক প্রভৃতি চিকিৎসকগণ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কারণ ইহাঁদের মধ্যে বলডফ বলিয়াছিলেন যে বিরেচক মাত্রায় রুবার্ব দিলে অতিসার নিবৃত্তি হয়।

ডিথার্ডিং বলেন সেনায় বেদনা উৎপাদক-শক্তি থাকার জন্যই, ইহা সেবনে বেদনা আরাম হয়। বার্থলন্ বলেন বিদ্যুতে অবশতার সহিত যে বেদনা জন্মায় সেইরূপ বেদনা বিদ্যুৎ প্রয়োগে উপশমিত হয়।

থামারি বলেন পজিটিব ইলেক্‌ট্রিসিটী নাড়ীর গতি চঞ্চল করে জন্যই পীড়িতাবস্থায় চঞ্চল নাড়ীর গতি স্বাভাবিক অবস্থায় আনয়ন করে।

ভনষ্টিক বলেন ষ্ট্রামন্ এপিলে মানসিক বিকার এবং উন্মত্ততা জন্মায় জন্যই ইহাতে মানসিক ঐ সমুদায় পীড়া আরাম হয়। আর টেল বলেন যে বিপরীত মতের চিকিৎসা ভ্রম, কিন্তু সদৃশ চিকিৎসা ভ্রমশূন্য কারণ অগ্নিসন্তাপে দগ্ধ স্থানে অগ্নির সন্তাপ লাগাইলে শীঘ্র শীঘ্র আরাম হয়, ঠাণ্ডা বায়ু অবশাঙ্গ বরফ বা ঠাণ্ডা জল প্রয়োগে উপশম হইয়া থাকে, প্রাদাহিক স্থান। হস্তমৈথুন দ্বারা নিবৃত্তি হয়। তিনি পরিবন্ত্রের অবলে অল্পমাত্রায় সালফারিক এসিড দ্বারা আরাম করিয়াছেন।

এই ফলটী দূর করিবার জন্য দণ্ডায়মান হয়, এবং ইহাদের পরস্পরকে পরাজয় করিবার জন্য যে ক্রিয়া প্রকাশ করে তাহাকে প্রতিক্রিয়া কহে। এই প্রতি-ক্রিয়াই জীবনী-শক্তির আত্মরক্ষার চেষ্টা এবং ইহাকেই ঔষধের শেষফল বা জীবনীশক্তির বিরুদ্ধ ফল কহে।

৬৪। কোন ঔষধ যখন শরীরে প্রথমতঃ নীত হইতে থাকে; তখন প্রকৃতি যেন আস্তে আস্তে ইহার গুণ গ্রহণ করিতে থাকে অর্থাৎ বাধ্য হইয়া ঔষধকে ইহার উপর ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া স্বাস্থ্যের অবস্থান্তর করিতে দেয়। এই অবস্থাটী ঔষধের প্রথম ক্রিয়া, ইহার পর জীবনীশক্তি তাহার যেন সমুদায় শক্তি একত্র করিয়া ঐ ঔষধের শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয় (আরাম বা মুক্তি পাইবার চেষ্টা)। এই বিরুদ্ধ চেষ্টা দুই প্রকারে প্রকাশ পায়; যথা, প্রথমতঃ প্রকৃতির চেষ্টা শক্তি এবং ঔষধের ক্রিয়া শক্তি পরস্পর সমান বিক্রম প্রকাশ করিতে থাকে। দ্বিতীয়তঃ প্রকৃতি, ঔষধের কোন মুখ্য ক্রিয়ার উপর কোন ক্রিয়া প্রকাশ না করিয়া ইহাকে নষ্ট করিবার আকাঙ্ক্ষা জন্য ইহার সমুদায় শক্তি একেবারে ক্ষেপণ করে। এই ক্রিয়া দ্বারা, প্রকৃতি নিজের যে স্বাস্থ্য আনয়ন করে ইহাকেই শেষফল বা আরোগ্যজনক ক্রিয়া বা গৌণ ক্রিয়া কহে।

৬৫। মুখ্য ক্রিয়া এবং গৌণ ক্রিয়া বুঝিতে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে তবে আরও কএকটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান যাইতেছে; মনে কর গরম জলে তোমার হস্ত নিমজ্জিত করার পর শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা ভালরূপে হস্ত পুঁছিয়া দেওয়ার পর দেখিবে, যে হস্ত গরম জলে নিমজ্জিত করিয়াছিলা তাহা অপর হস্ত হইতে ঠাণ্ডা হইয়াছে (গৌণ ক্রিয়া)। কোন ব্যক্তির অত্যন্ত শারী-রিক পরিশ্রমের পর শরীর অত্যন্ত গরম হয় (মুখ্য ক্রিয়া); ইহার পর শরীর অত্যন্ত ঠাণ্ডা বোধ করে (গৌণ ক্রিয়া)। একটী হস্ত ঠাণ্ডা জলে নিমজ্জিত করায় পুঁছিয়া দিলে এই হস্তটী অপর হস্ত হইতে গরম হয় (গৌণ ক্রিয়া)। অধিক পরিমাণ কফি সেবনে নিদ্রার অভাব হইয়া থাকে (মুখ্য ক্রিয়া), ইহার পর অত্যন্ত নিদ্রা হয় (গৌণ ক্রিয়া)। ওপিয়াম্‌-সেবনে গাঢ় নিদ্রা ও কোষ্ঠবদ্ধ হয় (মুখ্য ক্রিয়া), ইহার পর অনিদ্রা এবং অতিসার হয় (গৌণ ক্রিয়া) বিরেচক ঔষধ সেবনে ঘন ঘন মল নিঃসরণ হয় (মুখ্য ক্রিয়া) শেষে

কোষ্ঠবদ্ধ হয় (গৌণ ক্রিয়া)। এইরূপ প্রত্যেক ঔষধের দুইটী ক্রিয়া আছে, একটী মুখ্য ক্রিয়া আর একটী গৌণ ক্রিয়া।

৬৬। সুস্থ শরীরে হোমিওপ্যাথিক কল্পনাতীত কম মাত্রা ঔষধের প্রকাশ্যে কোন গৌণ ক্রিয়া প্রকাশ পায় না। বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে—যে সামান্য একটুকু মুখ্য ক্রিয়া অনুভবনীয়, তদ্দ্বারাই প্রকৃতি ইহার একটুকু সামান্য চেষ্টাতেই ইহার স্বাস্থ্য আনিবার সময় ইহার ক্রিয়া নষ্ট করিয়া দেয়।

৬৭। প্রকৃতি ও বহুদর্শিতার স্বতঃপ্রদত্ত পূর্ব্ববর্ত্তী অখণ্ডনীয় সত্য অর্থাৎ হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা বিনা কষ্টে পীড়া সমূলে আরাম করিতে পারে, ইহাই প্রকাশ করিয়া বিপরীত মতের চিকিৎসার কুফল স্পষ্টরূপে দেখাইয়া দেয়।

৬৮। আমরা ইহাও বুঝিতে পারি যে হোমিওপ্যাথি মতে ঔষধ প্রয়োগে পীড়া হইলে কল্পনাতীত কম মাত্রায় ঔষধজনিত পীড়া শরীরে থাকিয়া যায়। আবার ইহাও বুঝিতে পারি-হোমিওপ্যাথিক ঔষধের মাত্রা এত কম যে তজ্জন্য ইহার ক্রিয়া শরীরে ক্ষণমাত্র স্থায়ী হয়, ইহার শক্তি এত ন্যূন সত্ত্বেও ইহা দ্বারা মূল পীড়াকে দূর করিয়া পুনঃ স্বাস্থ্য আনয়ন করিবার শক্তি যথেষ্ট। পীড়া দূর করিবার পর শরীরে ইহার মাত্রা কল্পনাতীত কম জন্য অধিকক্ষণ জীবনী শক্তির প্রভাবে স্থায়ী হইতে পারে না অর্থাৎ জীবনী-শক্তির সামান্য চেষ্টাতে মূল পীড়াকে তাড়াইয়া অতি সহজেই বিদূরিত হয় (বিপরীত চিকিৎসার গৌণ ক্রিয়ার ন্যায় কোন ক্রিয়া প্রকাশ পায় না ; ৬৫ সূত্র দেখ)।

৬৯। বিপরীত চিকিৎসার বিপরীত ফল প্রদান করে। পীড়ার যে লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহার বিপরীত লক্ষণ জন্মাইবার জন্য ঔষধ প্রয়োগ করে (যেমন তরুণ পীড়ায় ওপিয়ামের বোধ-শক্তি এবং নিদ্রা আনয়নের শক্তি দেখিয়া ইহা প্রয়োগ করিয়া থাকে)। বাস্তবিক ওপিয়ামের বিপরীত মতে বেদনা নিবৃত্তি করিতে পারে না। ঔষধ জনিত লক্ষণ এবং পীড়ার লক্ষণ এবং পীড়ার লক্ষণে স্পষ্টতঃ কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে বলিয়া ঔষধ দেওয়া হয়, বাস্তবিক তাহা নহে ; বিপরীত ভাবই প্রকাশ পায় অর্থাৎ বিপরীত লক্ষণ জন্মাইয়া পীড়া আরাম করা অসম্ভব। ইহা সত্ত্বে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ন্যায় বিপরীত চিকিৎসায় ঔষধ প্রথমতঃ পীড়িত স্থানেই ক্রিয়া আরম্ভ করিয়া বিপরীত লক্ষণ

জন্মাইবার জন্য কিছু কালের জন্য পীড়া উপশমিত হয়, এবং জীবনী-শক্তিও প্রথমতঃ কোন কষ্টকর লক্ষণ প্রকাশ করে না, এই জন্য বোধ হয় যেন আশু উপশমনকারী উপায়ে পীড়া অন্তর্হিত হইল অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরের শক্তিকে নষ্ট করিয়া রোগী যেন আরোগ্য লাভ করিল। কিছুকাল রোগী ওপিয়ামের কি পীড়ার লক্ষণ কিছুই অনুভব করে না, কিন্তু বিপরীত লক্ষণ উৎপাদক ঔষধ পীড়ার সদৃশ শক্তি সম্পন্ন না হওয়ায় পীড়ার স্থান অধিকার করিয়া বসিতে পারে না জন্যই ইহা মূল পীড়া তাড়াইতে সম্পূর্ণ অক্ষম। অর্থাৎ যেরূপ পীড়া সেইরূপই থাকিয়া যায় এবং এই ঔষধের মুখ্য ক্রিয়া শেষ হইবার পর পীড়া যে পরিমাণ প্রথমতঃ উপশমিত হইয়াছিল সেই পরিমাণে পীড়ার পূর্ব্ব বেগ হইতে প্রতিক্রিয়া-বশতঃ ইহা অধিকতর হইয়া থাকে। এইরূপ যতই ওপিয়ামের মাত্রা বৃদ্ধি করা যায়, ততই উত্তর উত্তর পীড়ার বেগ বৃদ্ধি হইতে থাকে (ঋ)।

৭০। পূর্ব্বোল্লিখিত প্রমাণীকৃত বিষয় দ্বারা আমাদিগকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবশ্যই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে :—

(ক) প্রথমতঃ রোগী তাহার যেরূপ কষ্ট দূর করিবার জন্য বলে, এবং তাহার বাহ্যিক শারীরিক পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয় অর্থাৎ সমুদায় লক্ষণ সমষ্টি দ্বারা যাহা কহে তাহাই প্রয়োগ করিতে হইবে। অস্বাভাবিক দুর্জ্ঞেয় বিষয় বা পীড়া দ্বারা শারীরিক কোন পদার্থের অপচয় বা পরিবর্ত্তন হইলে সেই পরিবর্ত্তিত পদার্থের কোন চিকিৎসা করিতে হইবে না।

(খ) সুস্থ শরীরে কোন ঔষধ পূর্ব্বে পরীক্ষা না করিয়া কোন রোগীকে প্রয়োগ করিতে হইবে না, কারণ পীড়া দ্বারা বোধ শক্তির যে সমুদায় পরিবর্ত্তন ঘটে, সেই পরিবর্ত্তন কোন ঔষধে জন্মান যাইতে পারে কি না তাহা সুস্থ শরীরে প্রমাণ না করিয়া দেখিয়া কি প্রকারে জানা যাইতে পারে ?

(গ) সুস্থ শরীরে যে ঔষধ সেবনে বোধ শক্তির পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া যে

(ঋ) অত্যন্ত অন্ধকার কুঠুরীর মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি আবদ্ধ থাকে, এবং অগ্নি সংযোগে সুরাবীর্য্য দ্বারা হঠাৎ আলোকিত করা যায় তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি কিছুই ভাল করিয়া দেখিতে পায় না বরং চক্ষু যেন ঝলসিয়া যায় এবং পূর্ব্ব দৃষ্টি-শক্তি যেন নষ্ট করিয়া দেয়। এলোপ্যাথিক ঔষধের ক্রিয়াও ঠিক এইরূপ।

সমুদায় লক্ষণ প্রকাশ করে সেই সমুদায় লক্ষণ সম্পন্ন রোগী ভিন্ন অন্য লক্ষণ বিশিষ্ট রোগীকে ঐ প্রকার প্রয়োগ করিলে এলোপ্যাথিক মতের চিকিৎসিত রোগীর ন্যায় কখনই আরোগ্য লাভ করিতে পারে না।

(ঘ) বিপরীত লক্ষণ জন্মাইতে পারে এমন ঔষধে পীড়া আরাম না হইয়া পীড়া বৃদ্ধি পাইয়া রোগী চিকিৎসার বাহির হইয়া যায়। এই মতের চিকিৎসায় কেহ কখনও কোন প্রাচীন পীড়া আরাম করিতে পারে নাই। এই জন্য প্রাচীন কি সাংঘাতিক পীড়া ইহা দ্বারা আরাম করিতে যাওয়া কেবল বৃথা চেষ্টা।

(ঙ) কেবল হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসায় পীড়া আরাম হইয়া থাকে। এই চিকিৎসায় নূতন কোন উপসর্গ না জন্মাইয়া পীড়া সমূলে আরাম করিয়া থাকে। ইহা আমাদের প্রকৃতির মধ্যে হঠাৎ সদৃশ পীড়া দ্বারা কেহ আক্রান্ত হওয়ায় তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী পীড়া নষ্ট হইতে দেখিয়া আমরা জানিতে পারিয়াছি, সুতরাং হোমিওপ্যাথিক মতে প্রকৃত আরাম হওয়াই প্রকৃতির নিয়ম তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।

৭১। অতএব ইহা স্থিরীকৃত হইল সুস্থ শরীরে যে ঔষধ প্রয়োগ করিলে যে সমুদায় লক্ষণ প্রকাশ করে পীড়িত শরীরে সেই সমুদায় লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ইহাতে পীড়া নিশ্চয় প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে আরাম হয়। এইক্ষণ নিম্নলিখিত সামান্য বিষয়গুলি ঠিক করিয়া লইলেই হইল :—

(১) চিকিৎসকের কি প্রকারে এমত জ্ঞান হইতে পারে যদ্দ্বারা সে পীড়া আরাম করিতে সক্ষম ?

(২) ঔষধের যে পরিমাণ শক্তিদ্বারা সে তাহার রোগীকে আরাম করিতে সক্ষম, কি প্রকারেই বা সে তাহার সেই জ্ঞান পাইতে পারে ?

(৩) ঔষধ কি প্রণালীতে প্রয়োগ করিলেই বা তাহার রোগী আরোগ্য লাভ করিতে পারে ?

৭২। প্রথম প্রশ্নের উত্তর পশ্চাল্লিখিত দৃষ্টান্ত দ্বারাই মীমাংসিত হইবে :— মনুষ্য দুই প্রকারের পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হয়, প্রথম প্রকারের পীড়া অল্প কিছুকাল স্থায়ী থাকিয়া শরীরের যন্ত্রগত বিধান বিকার শীঘ্র শীঘ্র জন্মাইয়া জীবনীশক্তির উত্তেজনা অত্যধিক বৃদ্ধি করে, ইহাকেই তরুণ পীড়া কহে;

আর এক প্রকার পীড়া আছে, যাহা প্রথমতঃ সামান্য বলিয়া বোধ হয়, অথচ রোগীকে যখন পীড়া আস্তে আস্তে আক্রমণ করিতে থাকে তাহা প্রায় জানিতে পারে না, এই পীড়া দীর্ঘকাল শরীরে স্থায়ী হইয়া সমুদায় শরীরকে আশ্রয় করিয়া বসিয়া রোগীর অজ্ঞাতসারে বিধান বিকার এরূপ ভাবে জন্মাইতে থাকে, যে শেষে জীবনী-শক্তি নিজ শক্তি দ্বারা ইহাকে শরীর হইতে কোন মতেই দূর করিতে সক্ষম নহে, সুতরাং শরীরের সমুদায় যন্ত্রগুলি নষ্ট করিয়া দেয়, এই প্রকারের পীড়াকে প্রাচীন পীড়া কহে। কোন প্রকারের বহুকাল-ব্যাপী বিষ শরীরে থাকিয়াই এই প্রাচীন পীড়ার কারণ হয় (সদৃশ আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান দেখ)।

৭৩। তরুণ পীড়াগুলিকে বহুপ্রকারে বিভাগ করা যাইতে পারে যথা :—

প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত তরুণ পীড়াগুলি এক সময় কেবল একজনকেই আক্রমণ করে, ইহার কারণ ব্যভিচার যথা :—অত্যন্ত ইন্দ্রিয় সেবন, বা ইহার সম্পূর্ণ অভাব, অত্যন্ত শারীরিক পরিশ্রম, ঠাণ্ডা ভোগ, অত্যন্ত উত্তাপ ভোগ, শারীরিক মাংস পেশীর অত্যধিক সঞ্চালন ও মানসিক উত্তেজনা ইত্যাদিতে তরুণ জ্বর আনয়ন করে। ধরিতে গেলে সোরার উত্তেজক পূর্ব্বোল্লিখিত কারণ হইতে এরূপ হইয়া থাকে, এবং উত্তেজক কারণ দূর হইলেই আবার ইহা নির্জ্জীবাবস্থা ধারণ করে। আর এক রকম কোন স্থান-ব্যাপী পীড়া আছে, যাহা কতকগুলি এক নির্দ্দিষ্ট স্থান বাসী লোককে একেবারে আক্রমণ করে, ইহা মৃত্তিকা হইতে উত্থিত কোন উত্তেজক কারণ মনে করিতে হইবে। ইহার পর আর এক প্রকার দেশব্যাপী পীড়া একেবারে বহুলোককে আক্রমণ করিয়া থাকে। ইহা পূর্ব্বোল্লিখিত কারণ হইতে জাত। সকলের পীড়াতে ঠিক একরূপ লক্ষণ দেখা যায় না। এই সমুদায় পীড়া স্পর্শাক্রামক, যখন বহুজনাকীর্ণ স্থান আক্রমণ করে, তখন কোন একটী নির্দ্দিষ্ট আকার ধারণ করে। একই কারণে উৎপন্ন হয় বলিয়া একই লক্ষণ প্রকাশ করে। যদি ঐ সমুদায় রোগীকে বিনা চিকিৎসায় রাখা যায় তবে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে আপনা হইতেই আরোগ্য লাভ করে অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যুদ্ধ, জল-প্লাবন এবং দুর্ভিক্ষের পর এই সমুদায় পীড়ার উৎপন্ন হয়। তাহারা প্রত্যেকে একই আকারে দর্শন দেয়। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি পীড়া এক

ব্যক্তিকে একবারমাত্র আক্রমণ করিয়া থাকে, যেমন (ঝ) বসন্ত, হাম, হুপিং-কাশ, আরক্তজ্বর, অথবা ইহারা কখন কখন কোন ব্যক্তিকে অনেকবার আক্রমণ করিয়াও থাকে। যথা, এসিয়াটিক কলেরা, ল্যাভেণ্টাইন্ প্লেগ্ ইত্যাদি।

৭৪। অধিক মাত্রায় অত্যন্ত ক্ষমতাশালী শরীরের অত্যন্ত অপকারী এলোপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করার পর ঔষধজনিত দুর্দ্দম্য পীড়াগুলিকে আমরা প্রাচীন পীড়ার মধ্যে স্থান দান করি, ইহা হইতে আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে? নিম্নলিখিত বহু প্রকারের প্রাণনাশকারী ঔষধ, যথা—পারা, ওপিয়াম, ভেলারিয়ান, সিনকোনা বা কুইনাইন, ডিজিট্যালিস, হাইড্রোসিয়্যানিক এসিড, সলফার বা সলফারিক এসিড, আর্সিনিক, বহুকাল যাবৎ বিরেচক ঔষধ, রক্ত মোক্ষণ, জলৌকা প্রয়োগ এবং অন্যান্য বহুবিধ ঔষধের অপব্যবহারজনিত সাংঘাতিক পীড়াগুলিকে প্রাচীন পীড়ার অন্তর্গত করা হয়। এইসকল ঔষধ ব্যবহার করার সময় জীবনী-শক্তি আত্মরক্ষার জন্য তাহাদিগকে শরীর হইতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও বহিষ্কৃত করিতে না পারিয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে থাকে। এবং যখন কোন মতেই তাহাদের হস্ত এড়াইতে না পারে, তখন শরীরের কোন অংশে বা অনেকাংশে উত্তেজনা বৃদ্ধি, কোন স্থানের ক্ষয়, কোন স্থানের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, কোন যন্ত্র অত্যন্ত মৃদু, কোন যন্ত্র অত্যন্ত শক্ত ইত্যাদি হইয়া অবশেষে তাহাদের কোন যন্ত্রের অপচয় বা বিধান-বিকার হয়। জীবনী-শক্তি শরীরের নাশকারী ঐ পদার্থগুলির হস্ত হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য চেষ্টা করিতে যাইয়া এইরূপ বিপন্ন হইয়া পড়ে। (ঞ)

(ঝ) শুনা যায় বসন্তের দ্বারা একবার আক্রান্ত হইলে তাহাকে বসন্ত পুনর্ব্বার আক্রমণ করে না। ইহাও দেখা গিয়াছে কোন কোন ব্যক্তি দুই বার বসন্ত দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল। কোন ব্যক্তি ইহা দ্বারা বহুবার আক্রান্ত হয়। তবে গোবীজে টীকা দেওয়ায় তত কিছু লাভের কারণ দেখা যায় না। লাভের মধ্যে ধাতুগত পীড়া যাহা যাহা ছিল না টীকা দ্বারা তাহাই বৃদ্ধি করা হইয়া থাকে।

গোবীজে টীকা দেওয়ার পর বিষম জ্বর হইয়া আমরা অনেক রোগী মারা যাইতে দেখিয়াছি আমাদের বোধ হয় বীজের দোষেই এরূপ হইয়া থাকে। (এ সম্বন্ধে হোমিওপ্যাথিক রিভিউ দেখ)।

(ঞ) তাহাদের চিকিৎসায় এইরূপ শোচনীয় অবস্থা হইলে, দুর্দ্দম্য প্রাচীন পীড়ায় জন্য এইরূপ হইতেছে বলিয়া থাকে।

৭৫। বর্ত্তমান সময়ে এলোপ্যাথিক চিকিৎসার জন্য স্বাস্থ্য নষ্টের দৃষ্টান্তের অভাব নাই। এইরূপ ঔষধ জনিত দুর্দ্দম্য পুরাতন পীড়া বাস্তবিকই দুরারোগ্য এবং বহু চেষ্টায় ও ঐরূপ ঔষধজনিত পীড়ার ঔষধ বাহির করিতে পারা যাইতে পারে কি না সে সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ আছে। যখন ঐ পীড়াগুলি তাহাদের বিক্রমের শেষ সীমায় উঠে, তখন নিশ্চয়ই চিকিৎসার বাহির হয়।

৭৬। সর্ব্বদর্শী ভগবান আপনা হইতে যে সমুদায় পীড়া হইবে তাহাই হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দ্বারা আরাম করিবার জন্য আমাদিগকে ক্ষমতা দিয়াছেন, কিন্তু অনভিজ্ঞ চিকিৎসক কর্ত্তৃক শরীরের ভিতরে বাহিরে সদ্যঃ প্রাণনাশকারী ঔষধজনিত যে কোন অপচয়ই হউক না কেন তাহা আরাম করিতে কোন উপায় বিধান করিয়াছেন কি না তাহা আমরা জানি না। যাহা হউক বোধ হয় ঔষধজনিত প্রপীড়িত লোক যদি বহুকাল যাবৎ এলোপ্যাথিক ঔষধ সেবন না করিয়া ঐ বিষের হস্ত হইতে মুক্তি পাইবার চেষ্টার জন্য, উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করে তাহা হইলে সময়ে প্রকৃতি নিজ চেষ্টা দ্বারাই স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে সক্ষম হইতে পারে। চিকিৎসা শাস্ত্র অসম্পন্নই থাকিয়া যাইবে যে পর্য্যন্ত ঐরূপ অন্যায় চিকিৎসা পৃথিবীতে থাকিবে। (ট)

৭৭। শরীরের অনিষ্টকর কোন শক্তি যাহা আমরা ইচ্ছা করিলে ত্যাগ করিতে পারি, অপরিমিত আহার, ব্যভিচার, শারীরিক আবশ্যকীয় বস্তুর অভাব, অপরিষ্কার বায়ু সেবন, অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস, জলা স্যাঁতসেঁতে ভূমিতে বাস, শারীরিক পরিশ্রমের অভাব, আবদ্ধ স্থানে বাস, এবং মানসিক মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা ইত্যাদি হইতে যে সমুদায় পীড়া হয়, তাহাদিগকে প্রাচীন পীড়া বলা যাইতে পারে না। এই সমুদায় কারণ হইতে যে সমুদায় পীড়া হয়, যদি ইহার সহিত সোরা প্রচ্ছন্নভাবে শরীরে অবস্থিতি না করে তবে সতর্ক থাকিলে আপনা আপনি অন্তর্হিত হইবে।

৭৮। প্রকৃত প্রাচীন পীড়া শরীরে বহুকাল স্থায়ী প্রাচীন বিষ হইতেই

(ট) প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় যদি কাহারও মৃত্যু হয়, তবে পূর্ব্বের অন্যায় চিকিৎসার জন্যই ঔষধ কোন ক্রিয়া প্রকাশ করিতে পারে নাই বলিয়াই। কারণ বিষ মাত্রই জীবনী-শক্তির যে পরম শত্রু তাহা কি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে হইবে? এই জন্য হোমিওপ্যাথিক মতে ঔষধের মাত্রা কল্পনাতীত কম করা হয়।

হইয়া থাকে, এই সমুদায় পীড়া সচরাচর ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যদিও শারীরিক কি মানসিক অবস্থার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা যায়, তবুও তাহারা তাহাদের শিকার ত্যাগ না করিয়া যতকাল বাঁচিয়া থাকে ততকাল কষ্ট দেয়। এই সমুদায় পীড়ার সংখ্যা অসংখ্য এবং ইহারাই মানবজাতির সমুদায় কষ্টের কারণ। অত্যন্ত হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ হইলেও সুনিয়মে জীবিকানির্ব্বাহ করিলেও বিনা চিকিৎসায় জীবনী-শক্তি ইহাদিগকে কোন প্রকারেই দূর করিতে সক্ষম নহে।

৭৯। বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সকলেই জানিত যে যত প্রকারের প্রাচীন পীড়া আছে তাহার একটী প্রধান কারণ উপদংশজ বিষ হইতে উৎপন্ন, যাহা রোগীর শরীরে তাহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত থাকিয়া যায়।

আর এক রূপ সাইকোসিস (যাহা ফুলকপির সদৃশ ক্ষত জন্মায়) জাতীয় বিষ বিনা চিকিৎসায় রোগীকে কখন ত্যাগ করে না। এই পীড়াগুলি চর্ম্মের উপর হইতে অন্তর্হিত হইলেই পীড়াগুলি আরাম হইত এইরূপ মনে করা হইত (সদৃশ আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞানে প্রাচীন পীড়া দেখ)।

৮০। কিন্তু সোরা জাতীয় এক প্রকার সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী বিষ মনুষ্য-শরীরে থাকিয়াই প্রায় সমুদায় দুর্দ্দম্য প্রাচীন পীড়ার কারণ হয়। উপদংশজ ক্ষত এবং সাইকোসিসের ক্ষত দ্বারা আমরা তাহাদিগকে জানিতে পারি, কিন্তু সোরা দ্বারা সমুদায় শরীর বিষাক্ত হইবার পর শরীর দিয়া এক প্রকার উদ্ভেদই বাহির হয়, কখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটকবৎ উদ্ভেদ অত্যন্ত কণ্ডুয়নের সহিত প্রকাশ পায় এবং উহাদের মধ্য হইতে এক প্রকার ঘ্রাণ নির্গত হয়। এইরূপ হইলে পর আমরা জানিতে পারি যে রোগী সোরা দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে। অসংখ্য প্রকারের যত প্রাচীন পীড়ার নামকরণ যথা,—স্নায়ুর দুর্ব্বলতা, গুল্ম বায়ু, অবসাদ বা বিষাদ বায়ু, উন্মত্ততা, বুদ্ধিভ্রম, মৃগী, ধনুষ্টঙ্কার, মূর্চ্ছা, মৃদু অস্থি (Ricket), অস্থিক্ষত, কর্কট রোগ, অর্শ, বাত, আমবাত, রক্তপিত্ত, কাঁওল, হলিমক, শোথ, উদরী, আর্ত্তব, শোণিতের রোধ; পাকযন্ত্র, নাসিকা, শ্বাসযন্ত্র, মূত্রস্থলী, এবং জরায়ু হইতে রক্তস্রাব; শ্বাস ও শ্বাসযন্ত্রে পূঁজ সঞ্চয়, ধ্বজভঙ্গ, বন্ধ্যাতা, অৰ্দ্ধকপালিয়া শিরঃশূল, চক্ষুর ছানি বা অন্ধদৃষ্টি, মূত্রস্থলীতে পাথরী, অঙ্গ, কোন ইন্দ্রিয়ের শক্তির অভাব এবং যত প্রকার বেদনা

আছে, ইত্যাদি পীড়া এই সোরা হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে (সদৃশ আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান দেখ)।

৮১। এই স্পর্শাক্রমক বিষ বহুশতাব্দী হইতে পুরুষানুক্রমে অসংখ্য নর-নারীর শরীর দিয়া চলিয়া আসিয়া ইহার উন্নতির চরম সীমায় উঠিয়াছে। পৃথিবীতে অসংখ্য প্রকারের লোকের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার আচার, ব্যবহার, ব্যভিচার এবং ভিতরের বাহিরের অনিষ্টকর ইহার উত্তেজক কারণ দ্বারা এক এক শরীরে এক একরূপ ধারণ করিয়া বসে জন্যই ইহাদ্বারা উৎপন্ন অসংখ্য প্রকারের পীড়া বলিয়া নাম দেওয়া হইয়াছে, অর্থাৎ প্রত্যেক লক্ষণই যেন একটী স্বতন্ত্র পীড়া যেমন, কম্পজ্বর, কাঁওল, শোথ, ক্ষয়কাশ, প্রদর, অর্শ, বাত, সন্ন্যাস, আক্ষেপ, মৃগী, গুল্মবায়ু, অবসাদ ও বিষাদ বায়ু, উন্মত্ততা এবং পক্ষাঘাত ইত্যাদি।

৮২। যদিও সমুদায় প্রাচীন পীড়ার প্রধান কারণটী বাহির করার পর তাহাদের ঔষধ সুস্থ শরীরে পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে, তবুও যত প্রকারের লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহা যতদূর জানিতে পারা যাইতে পারে বিশেষ চেষ্টা করিয়া তাহা জানা কর্ত্তব্য এবং প্রত্যেক রোগীরই কোন একটী নির্দ্দিষ্ট ভাব থাকে তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম, অর্থাৎ প্রাচীন পীড়ার কারণ ঠিক করিবার পূর্ব্বে যেরূপ লক্ষণ-সমষ্টি দেখিবেন ঠিক সেই রূপই দেখিতে হইবে। কারণ ব্যক্তিগত লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া চিকিৎসা করিলে কি তরুণ কি প্রাচীন কোন পীড়াই প্রকৃত আরাম করা যাইতে পারে না। অনুসন্ধানে ইহাও ঠিক করিতে হইবে যে, পীড়াটী তরুণ অথবা প্রাচীন। তরুণ পীড়ার প্রধান লক্ষণগুলি শীঘ্র জানা যায় অর্থাৎ লক্ষণগুলি যেন আপনা আপনিই প্রকাশ পাইতে থাকে, সুতরাং ইহার লক্ষণ ঠিক করিতে অনেক সময় লাগে না। কিন্তু প্রাচীন পীড়ার লক্ষণগুলি শীঘ্র শীঘ্র প্রকাশ পায় না, এই পীড়ার লক্ষণগুলি নির্ণয় করিতে অনেক সময় লইয়া থাকে।

৮৩। পীড়ার ব্যক্তিগত লক্ষণ ঠিক করিবার সময় চিকিৎসক নিরুদ্বেগে স্থিরভাবে মনোযোগের সহিত থাকিয়া প্রকৃত বিষয়গুলি ঠিকভাবে তাঁহার স্মরণার্থ পুস্তকে লিখিবেন। নিম্নলিখিত সূত্র কয়েকটীতে কি প্রকারে চিকিৎসকের পরীক্ষা করা উচিত তাহা দেওয়া যাইতেছে।

৮৪। রোগী তাহার পীড়ার বিষয় বর্ণনা করে, তাহার সঙ্গী বা পরিচারকেরা সে যাহা তাহাদিগকে বলিয়াছে এবং তাহার ব্যবহার এবং আরও যাহা তাহারা দেখিয়াছে তাহাও বর্ণন করে। চিকিৎসক তাঁহার দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ দ্বারা রোগীর যে সমুদায় পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহা পরীক্ষা করিয়া তাঁহার স্মরণার্থ পুস্তকে ঠিক যে ভাবে তাহারা বলে সেই ভাবে লিখেন। তিনি ধীরে তাহাদের বর্ণনীয় বিষয় বর্ণন করিতে বলেন এবং বর্ণনা শেষ না হইলে অন্য কোন বিষয় বর্ণন করিতে দেন না।

৮৫। রোগী এবং তাহার পরিচারকের কথা শেষ হইলে চিকিৎসক যে বিষয় বলিতে তাহাদের অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায় তাহা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিয়া লইয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লন।

৮৬। যখন রোগী এবং তাহার পরিচারক তাহাদের বক্তব্য বিষয় শেষ করে, তখন চিকিৎসক প্রত্যেক লক্ষণের বিষয় পশ্চাল্লিখিত ভাবে পুনরায় প্রশ্ন দ্বারা নির্দ্দিষ্টরূপে জানিয়া লন; যথা :—কোন্ সময় পীড়ার বেগ আরম্ভ হয়? যে সময় ঔষধ সেবন করিতেছে ইহা সেবনের পূর্ব্বে কি ঐরূপ হইয়াছিল? ঔষধ সেবনের সময় কি ঐরূপ হইয়াছিল? অথবা ঔষধ বন্ধ করার কয়েক দিন পর ঐরূপ হইয়াছিল? ঠিক করিয়া বল কি প্রকার বেদনা এবং ঠিক কোন্ স্থানে? বেদনা একবারেই হয় না পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করে? ইহা কি স্থায়ী ভাবে ছিল না, থামিয়া থামিয়া হইত? রাত্রি বা দিবাভাগের কোন্ সময় এবং কোন্ অবস্থায় বেদনার হ্রাস বৃদ্ধি হইয়াছিল অথবা একেবারেই ছিল না? ইত্যাদি রূপে রোগীর সমুদায় অবস্থা লিখিয়া লইতে হইবে।

৮৭। রোগীকে এরূপ ভাবে প্রশ্ন করিতে হইবে যে সে, না বা হাঁ দিয়া শেষ না করিতে পারে। তাহা হইলে রোগী স্বীকার বা অস্বীকার একটা কিছু করিবে। ইহা দ্বারা কেবল একটা আংশিক সত্য বাহির হইবে অথবা সে তাহার সুবিধার জন্য অন্য ভাবে বলিয়া ফেলিতে পারে, অথবা চিকিৎসককে সন্তোষ করিবার জন্য একটা কিছু বলিতে পারে। এরূপ প্রশ্ন দ্বারা লক্ষণ আদায় করিলে অন্যায়রূপে চিকিৎসা হইবে।

৮৮। রোগী স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বলিতে বলিতে যদি কোন অংশ, শারীরিক কি মানসিক অবস্থান্তরের বিষয় ত্যাগ করিয়া যায়, তাহা হইলে চিকিৎসক

স্মরণ করিয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিবেন। এরূপ স্থানে সাধারণ ভাবে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করিয়া নির্দ্দিষ্ট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হইবে (ঠ)।

৮৯। রোগী তাহার পীড়ার বর্ণনা শেষ করিলে পর চিকিৎসকের যদি কোন সন্দেহ থাকে, তবে বিশেষ নির্দ্দিষ্ট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন (ড)। কাল্পনিক পীড়ার সম্বন্ধে বিশেষ কোন প্রশ্নের আবশ্যক করে না)।

৯০। রোগী যাহা বলে তাহা লেখা শেষ হইলে পর চিকিৎসক স্বয়ং পরীক্ষা দ্বারা যাহা পান তাহাও লিখিবেন। এবং ইহাও তাঁহার অনুসন্ধান দ্বারা জানা উচিত যে উক্ত রোগীর সুস্থাবস্থায় কোন বিশেষ ভাব ছিল কি না, যাহা এখন দেখা যাইতেছে না। নিম্নলিখিত ভাবে চিকিৎসক তাহার অবস্থা লিখিবেন; যথা:—তাহার পরীক্ষার সময় রোগী তাঁহার সহিত কি প্রকার ব্যবহার করে; সে বিমর্ষ, বিবাদপ্রিয়, ব্যস্ত, ক্রন্দন করিতে চাহে, উদ্বিগ্ন, আশাশূন্য, দুঃখী বা স্থিরভাব ইত্যাদি, উত্তর দিতে ভুল করে কি, কোন্ স্বরে উত্তর দেয়, কর্কশ, অসংলগ্ন কথায়; মুখের চেহারা, চক্ষু এবং চর্ম্মের অবস্থা, সতেজ, জিহ্বার অবস্থা, নিশ্বাসে মুখ হইতে যে ঘ্রাণ নির্গত হয়, শ্রবণশক্তি, চক্ষুর তারা বিস্তারিত বা সঙ্কুচিত, এবং আলোতে তাহার পরিবর্ত্তন হয়, নাড়ীর অবস্থা, তলপেটের অবস্থা ইত্যাদির বিষয় স্পষ্টভাবে লিখিবেন।

৯১। যে সমুদায় লক্ষণ, ঔষধ সেবন করার কিছুকাল পূর্ব্বে প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহার উপর তত বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া যে সমুদায় লক্ষণ ঔষধ সেবনের অনেক দিন পূর্ব্বে ঔষধ সেবন ত্যাগ করার পরেও প্রকাশ পায়, সেই সমুদায় লক্ষণের উপরই অধিক পরিমাণ বিশ্বাস স্থাপন করিবে. প্রকৃত প্রাচীন

(ঠ) তোমার মনের গতি কি প্রকার? তোমার স্মরণশক্তি কিরূপ? তোমার মুখে কিরূপ স্বাদ অনুভব কর? পান আহারের পর কিরূপ বোধ কর? কোন্ জিনিষ তুমি খাইতে ভাল বোধ কর? এই ধরণের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা উচিত।

(ড) কি প্রকার বেদনা এবং কোথায়? বমির সহিত কি উঠিয়াছিল? মূত্রে কোন তলানী দৃষ্ট হইয়াছিল কি, তলানীর রং কি প্রকার? দিনের মধ্যে কতবার মলত্যাগ কর? এবং মলের রং কিরূপ, কোন্ পার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকিতে উপশম বোধ কর? কোন্ সময় শীত হয়, কোন্ সময় ঘর্ম্ম হয়? পিপাসা কোন্ সময় হয়,? শীত কোথা হইতে আরম্ভ হয়? ইত্যাদি রূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে।

পীড়ার প্রতিবিম্ব পাওয়া যাইতে পারে, এবং ইহাই লিখিতে হইবে। যদি পীড়াটী অত্যন্ত দুর্দ্দম্য হয়, এবং ঔষধ সেবন যদি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্তও চলিতে থাকে, তবে কিছু কালের জন্য রোগীর ঔষধ সেবন বন্ধ করাইয়া ভৈষজ্য গুণবিহীন কোন পদার্থ তাহাকে সেবন করানের উপদেশ করাইয়া, কিছু কালের জন্য তাহার লক্ষণসমষ্টি সংগ্রহ করিতে ক্ষান্ত থাকিতে হইবে, অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত তাহার পীড়ার প্রকৃত লক্ষণ প্রকাশ না পায় সে পর্য্যন্ত তাহাকে পরীক্ষা করিতে হইবে না।

৯২। আর যদি পীড়ার প্রকৃতি এরূপ হয় যে বিলম্ব আর সহ্য হয় না তজ্জন্য চিকিৎসক লক্ষণ সংগ্রহের সময় পাইতে পারেন না, তিনি কেবল শারীরিক অবস্থার পরিবর্ত্তন দেখিয়াই ঔষধ প্রয়োগ করিবেন। ঔষধজনিত পীড়া স্বাভাবিক পীড়া হইতে অতীব সাংঘাতিক; সুতরাং যে উপায়ে তাহা শরীর হইতে নির্গত হয় তাহার উপায় বিধান করা উচিত। আমরা এই উপায় হোমিওপ্যাথিক ঔষধের মধ্যেও পাইতে পারি যদ্দ্বারা রোগীর জীবন রক্ষা পাইতে পারে।

৯৩। যদি কোন অশুভ, দৈব-দুর্ঘটনা দরুণ, প্রাচীন পীড়ার ফল স্বরূপ হয়, যাহা রোগী লজ্জাক্রমে স্ব-ইচ্ছায় প্রকাশ করিতে চাহে না, তাহার বন্ধুদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে অবশ্যই প্রকৃত ঘটনা জানা যাইতে পারে। (চ)

৯৪। প্রাচীন পীড়ার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে হইলে (ণ) রোগীর

(চ) এরূপ স্থলে চিকিৎসক এরূপ কৌশলে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন যে, প্রকারান্তরে তাঁহার প্রকৃত উত্তরটী বাহির হয় এবং গোপনীয় অনুসন্ধানও করিবেন। যে যে স্থানে রোগী তাহার পীড়া গোপন করিতে চেষ্টা করে তাহা এই:—বিষ পান দ্বারা আত্মহত্যার চেষ্টা; হস্ত-মৈথুন; অত্যন্ত ইন্দ্রিয়-সেবন বা অস্বাভাবিক কোন উপায়ে কাম রিপু চরিতার্থ করা; অধিক মদ্যপান; অপরিমিত আহার, জননেন্দ্রিয়গত পীড়া; চুলকানা; ভালবাসা দিয়া ভালবাসা না পাওয়া হিংসা; অসদ্ব্যবহার; প্রতিহিংসা না লইতে পারিবায় জাতক্রোধ; অপমান; লোকশান; অবৈধ ধর্ম্মভয়; অভাব; জননেন্দ্রিয়ের অস্বাভাবিকাবস্থা; অন্ত্রবৃদ্ধি এবং কন্দ রোগ ইত্যাদি।

(ণ) প্রাচীন পীড়ার রোগী যদি স্ত্রীলোক হয়, তবে তাহার গর্ভাবস্থা, বন্ধ্যত্ব, সঙ্গমেচ্ছা; সন্তান উৎপত্তি; গর্ভস্রাব, স্তন্যদান, ঋতুর অবস্থা, (অর্থাৎ ইহা অতি শীঘ্র বা বিলম্বে দেখা দেয়, ইহা কতদিন স্থায়ী হয়, একাদিক্রমে না সময় সময় স্রাব হয়, ইহার পরিমাণ এবং ঘ্রাণ, ইহা দেখা দেওয়ার পূর্ব্বে বা পরে শ্বেতপ্রদর দেখা দেয় কি না; ঋতুর সময় শারীরিক এবং মানসিকাবস্থার

অবস্থার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে, তাহার ব্যবসা, আচার, ব্যবহার, খাদ্য এবং তাহার সম্পর্কিত লোকদিগের সম্বন্ধেও বিশেষ জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার সম্বন্ধে বিশেষ জানা যাইতে পারে। ইহাদ্বারা যদি কোন ব্যভিচারের কারণ প্রকাশ পায়, তাহা জানিয়া পীড়ার কারণ দূর করিবার চেষ্টা করিলে স্বাস্থ্য আনয়ন করা যাইতে পারে।

৯৫। পূর্ব্বোল্লিখিত ভাবে এবং অন্যান্য লক্ষণ পরীক্ষা অতি সতর্কতার সহিত এবং ঘটনানুযায়ী যতদূর সম্ভব বিবেচনা করিয়া শেষে অতি ক্ষুদ্রতম বিষয়ও পুনঃসংযোগের সহিত লিখিতে হইবে, কারণ এরূপ অনেক লক্ষণ দেখা যায় যাহা তরুণ পীড়াতে কখনও দেখা যায় না এবং যাহা জানিলে চিকিৎসার অনেক সাহায্য হইয়া থাকে। আবার এরূপ অনেক রোগী আছে যে অনেক দিন ভুগিতে ভুগিতে কোন প্রকারের কষ্ট সহ্য করিতে করিতে রোগী এতদূর অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে তাহা সে কখনও উল্লেখ করে না, অথচ ঐ লক্ষণটী নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ ইহা জানিতে না পারায় পীড়া আরাম করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া থাকে।

৯৬। পীড়া দ্বারা রোগীর প্রকৃতি অস্বাভাবিকরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, অতএব সকল লোকের বিশেষতঃ শুল্ম বায়ু গ্রস্ত লোকদিগের এবং যাহারা সহজেই উত্তেজিত হয় তাহারা স্বাভাবিকই তাহাদের পীড়ার অবস্থা চিকিৎসকের নিকট অতিরিক্ত করিয়া বর্ণন করে। অত্র স্থলে চিকিৎসক যেন সতর্ক হন যে রোগী শীঘ্র উপকার পাওয়ার আশায় ঐরূপ বলিয়া থাকে। (ত)

৯৭। আর এক প্রকৃতির রোগী আছে, ইহারা চিকিৎসকের নিকট অন্যায় লজ্জার জন্যই হউক বা অন্য কোনও কারণেই হউক সমুদায় লক্ষণগুলি

কোন পরিবর্ত্তন হয় কি না? ঋতুর সময়, পূর্ব্বে বা পরে কিরূপ বেদনা এবং স্রাবের অবস্থা, ইহার সহিত যদি প্রদরের পীড়ার যোগ থাকে, তাহা কি পরিমাণ কি অবস্থা এবং কোন সময় ইহা যায়।

(ত) এ প্রকার রোগীকে প্রথমতঃ কোন ঔষধ প্রয়োগ না করিয়া কেবল মাত্র দুগ্ধ শর্করা সেবন করিতে দিয়া কয়েক দিন পর রোগীর অবস্থা আবার জিজ্ঞাসা করিতে হয় যে তাহার পীড়ার অবস্থা কিরূপ। ইহার উত্তরে যাহা পাওয়া যায় তাহা এবং পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছে তাহা পৃথক স্থানে লিখিয়া রাখিতে হইবে (কারণ রোগী অস্বাভাবিকরূপে যাহা বলে তাহাও লক্ষণ শ্রেণীর মধ্যে গণ্য। ইহা উন্মত্ততা বা কৃত্রিম পীড়া নহে)।

প্রকাশ করিয়া বলে না, অথবা বলিলেও এরূপ ভাবে বলে যে তাহা বোঝা যায় না; অথবা তাহারা বোধ করে যাহা বলিয়াছে তাহাই যথেষ্ট সামান্য বিষয়গুলি উল্লেখ না করিলেও চলে।

৯৮। রোগী যাহা নিজমুখে তাহার পীড়ার সম্বন্ধে বলে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়, কারণ তাহার পরিচারকেরা হয়ত অধিক কি কম করিয়া বর্ণন করিতে পারে। পীড়ার লক্ষণ সমূহ সংগ্রহ করা বিশেষতঃ পুরাতন পীড়ার রোগীর সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা এবং অসীম ধৈর্য্যের সহিত চিন্তা ও অনুসন্ধান না করিলে ঐ সমুদায় পীড়ার সম্বন্ধে কিছুই জানা যাইতে পারে না।

৯৯। সমুদায়ের উপর ধরিতে গেলে চিকিৎসক তরুণ পীড়ার লক্ষণ সংগ্রহ করিতে কোন কষ্ট বোধ করেন না; কারণ অল্প দিনের ঘটনা জন্য রোগী এবং তাহার আত্মীয়েরা জাজ্বল্যমান বর্ণনা করিতে পারে। অতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি শীঘ্রই তাহার নিকট প্রকাশ হয় জন্য সোজা বোধ করেন।

১০০। দেশ ব্যাপী বা স্থান ব্যাপী পীড়ার লক্ষণ সমষ্টি বাহির না করিলেও চলে, বিজ্ঞ চিকিৎসক এরূপ ভাব কখন মনে স্থান দিবেন না। হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসকের হস্তে যে কোন রোগীই পড়ুক না কেন তাহার প্রত্যেক রোগীরই নূতন পীড়া বলিয়া মনে করিতে হইবে। যিনি তাহাই করেন তিনি স্বাস্থ্যদাতা এবং প্রকৃত চিকিৎসক। তিনি কখনই কোন কিছু অনুমানের উপর নির্ভর করেন না। কারণ তিনি বিশেষ অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছেন যে এক বৎসরের স্থান বা দেশ ব্যাপী পীড়া অন্য বৎসরের ঐরূপ পীড়ার সহিত ঐক্য হয় না অথচ তাহাদিগকে ভুলক্রমে এক এক নাম দিয়া রাখা হইয়াছে। কেবল বসন্ত প্রভৃতি কয়েকটী পীড়ার স্পর্শাক্রমক শক্তি দ্বারা একই প্রকার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

১০১। দেশব্যাপী পীড়ায় কেবল মাত্র একটী রোগী দেখিয়াই ঐ পীড়াটীর লক্ষণ সমষ্টি ঠিক করা যাইতে পারে না। যে পর্য্যন্ত ঐরূপ পীড়া দ্বারা আক্রান্ত বহুরোগী দেখা না হয়, সে পর্য্যন্ত ঐ পীড়ার প্রতিবিম্ব ঠিক করা যাইতে পারে না। যে চিকিৎসকের অত্যন্ত মনোযোগের সহিত রোগী দেখার অভ্যাস আছে ২।৩টী রোগী দেখিয়াই তিনি ইহার এত নিকটবর্ত্তী হওয়া সত্বেও প্রকৃত ঔষধটী বাহির করিতে পারেন না।

১০২। অনেক রোগীর লক্ষণ লিখিতে লিখিতে পীড়ার ছায়া ক্রমে ক্রমে সম্পন্ন হইতে থাকিবে। সাধারণ লক্ষণ যেমন ক্ষুধার অভাব, অনিদ্রা, ইত্যাদি বিশেষ করিয়া লিখিতে যদি কোন বিশেষ নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ পাওয়া যায় তাহাও লিখিতে হইবে। তাহা হইলেই ইহার প্রকৃত প্রতিবিম্বটী প্রকাশ হইবে। যে ব্যক্তি বর্ত্তমান সময়ের দেশব্যাপী পীড়ায় ভুগিতেছে, তাহার প্রত্যেক বারই ইহা দ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভব, কারণ একই কারণ হইতে ইহা উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে প্রকার দেশব্যাপী পীড়াই হউক না কেন একটী রোগীর লক্ষণ সমষ্টি দেখিয়া যে ঐ পীড়ার লক্ষণ সমষ্টি ঠিক করা যায় এরূপ মনে করা যাইতে পারে না। ভিন্ন ভিন্ন ধাতুর লোক ইহা দ্বারা আক্রান্ত হইলে পর তাহাদিগকে পরীক্ষা দ্বারা যে লক্ষণ সমষ্টি ঠিক হয় তাহাই ইহার প্রতিবিম্ব (খ)।

১০৩। যে প্রণালীতে তরুণ এবং দেশব্যাপী পীড়ার অনুসন্ধান করা হইত, সেই প্রণালীতে আমি অপরিবর্ত্তনীয় পুরাতন বিষজ প্রাচীন পীড়ায় বিশেষতঃ সোরার সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান করিয়াছি। পীড়ার সমুদায় লক্ষণ সংগ্রহে অধিকতর সতর্কতা এবং অধ্যবসায় আবশ্যক। ধাতু বিশেষে এক এক শরীরে এক প্রকার লক্ষণ প্রকাশ করে। সুতরাং অনেক রোগীর লক্ষণ সমষ্টি সংগ্রহ না করিলে এই ভয়ানক বিষের সমুদায় লক্ষণ সমষ্টি জানা যাইতে পারে না। ইহার জটিল লক্ষণ সমষ্টি সংগ্রহ করিতে না পারিলে প্রকৃত ঔষধটী বিশেষতঃ হোমিওপ্যাথিক মতে সোরার প্রতিষেধক ঔষধগুলি বাহির করা যাইতে পারে না। এইরূপ করিলে পর যে সমুদায় ঔষধ লক্ষণানুযায়ী নির্দ্দিষ্ট করা হয় সেইগুলি প্রকৃত ঔষধ।

১০৪। এইরূপ প্রাচীন ও অন্যান্য পীড়ার সমুদায় প্রধান এবং নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ সমষ্টি সংগৃহীত হইলেই পীড়ার প্রকৃত প্রতিবিম্বটী প্রস্তুত হইল, এবং চিকিৎসকের সর্ব্বাপেক্ষা পরিশ্রমের কার্য্যটীও শেষ হইল। এইক্ষণ যে প্রতিবিম্বটী তিনি প্রস্তুত করিলেন ইহাই তাঁহার পীড়া বিশেষতঃ প্রাচীন পীড়ার চিকিৎসার ভিত্তি স্বরূপ। ইহা তাঁহার হস্তে থাকায় তিনি পীড়াটির

(খ) প্রথম রোগী দেখিয়াই চিকিৎসক নির্দ্দিষ্ট ঔষধটীর নিকট প্রায়ই অগ্রসর হইবেন। পরবর্ত্তী রোগীগুলিতে হয় এই ঔষধটীই ঠিক হইবে, না হয় ঠিক ঔষধটী বাহির হইবে।

সমুদায় অংশের উপরই একেবারে দৃষ্টিপাত করিয়া যেটী নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ তাহার উপর চিহ্ন দিয়া রাখিবেন এবং তদনুযায়ী হোমিওপ্যাথিক ঔষধটী ব্যবস্থা করিবেন। যে সমুদায় ঔষধের ঐ লক্ষণটী প্রকাশ করিবার ক্ষমতা আছে সেই সমুদায় ঔষধ পরস্পর তুলনা করিয়া পীড়ার অধিকাংশ লক্ষণের সহিত যে ঔষধটী ঐক্য হয় সেই ঔষধটীই দিতে হইবে। এই ঔষধটী প্রয়োগের পর দেখিতে হইবে পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কোন লক্ষণ অন্তর্হিত হইয়া অবশিষ্ট কোন্ কোন্ লক্ষণগুলি আছে। অবশিষ্ট লক্ষণগুলির মধ্যে আবার একটী নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ ধরিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী নিয়মানুসারে আবার একটী নির্দ্দিষ্ট ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হইবে। এইরূপ করিতে করিতে যখন সমুদায় লক্ষণ অন্তর্হিত হইল, তখন পীড়া আরাম হইল মনে করিতে হইবে। ঔষধ প্রয়োগ করিতে করিতে যদি কোন একটী নূতন লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া দেখিতে হইবে যে, ঐ লক্ষণটী যে সমুদায় ঔষধ প্রয়োগ করা হইয়াছে তদ্দারাই প্রকাশিত হইয়াছে অথবা পীড়া জনিত কোন লক্ষণ নূতন প্রকাশ পাইল। (দ)

১০৫। স্বাভাবিক যে পীড়া আছে তাহার উপযুক্ত ঔষধ বাহির করিবার জন্য চিকিৎসকের কি উপায় অবলম্বনে তাহা বাহির হইতে পারে তাহাই তাঁহাকে দেখিতে হইবে অর্থাৎ যে ঔষধে বিধান বিকার জন্মাইবার শক্তি আছে তাহা তাঁহার জানা আবশ্যক। স্বাভাবিক পীড়ার সদৃশ একটী পীড়া যে ঔষধ দ্বারা জন্মান যাইতে পারে সেইটী প্রকৃত ঔষধ।

১০৬। প্রত্যেক ঔষধের যে যে পীড়া জন্মাইবার শক্তি আছে তাহার জ্ঞান ভাল করিয়া থাকা আবশ্যক অর্থাৎ পীড়া জনিত যে সমুদায় পীড়ার লক্ষণ প্রকাশ পায়, সুস্থ শরীরে যে ঔষধ শরীরে নীত হইলে ঐরূপ পীড়ার লক্ষণ (কৃত্রিম ঔষধ জনিত পীড়া) প্রকাশ পায় তাহাই সম্পূর্ণরূপে জানিয়া স্বাভাবিক পীড়ার জন্য সেই ঔষধটীই প্রয়োগ করিতে হইবে।

(দ) অন্য মতের চিকিৎসকেরা হোমিওপ্যাথদিগকে লক্ষণ শিকারী বলিয়া ঠাট্টা করিয়া থাকেন। আমরা দেখিয়াছি রোগী তাহার শরীরের অবস্থা সুন্দররূপ বর্ণন করিতেছে, চিকিৎসক অত্যন্ত অধৈর্য্য হইয়া বলেন, আর না, এই হইয়াছে, একটা কিছু ঔষধের জায় লিখিয়া চলিয়া গেলেন। এরূপ চিকিৎসার শেষ ফল যে কি, যুক্তি প্রমাণ দ্বারা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে।

১০৭। যদি ঔষধ পরীক্ষা করিবার জন্য পীড়িত শরীরে কেবলমাত্র একটী করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে ঔষধের ক্রিয়া সম্বন্ধে কিছুই জানা যাইতে পারে না। কারণ শরীরের অবস্থান্তরের জন্য মূল পীড়ার লক্ষণের সহিত ঔষধ জনিত পীড়ার লক্ষণ যোগ দেওয়ায় একটী গোলমেলে অবস্থা জন্মায়, সুতরাং ঔষধের লক্ষণ এই অবস্থায় কদাচ অনুভবনীয়।

১০৮। অতএব সুস্থ শরীরে ঔষধ পরীক্ষা করিয়া না দেখিলে কোন ঔষধের কোনরূপ বিধান বিকার জন্মাইয়া শারীরিক ও মানসিক অবস্থান্তর অর্থাৎ লক্ষণ সমষ্টি প্রকাশ করে, তাহা জানিবার আর কোন উপায় নাই। কারণ ইহা পূর্ব্বেই প্রমাণ করা হইয়াছে যে প্রত্যেক ঔষধেরই স্বাস্থ্যের অবস্থান্তর জন্মাইবার বিশেষ শক্তি আছে, যাহা সুস্থ শরীরে পরীক্ষা না করিয়া দেখিলে জানিবার আর কোন উপায় নাই।

১০৯। মনুষ্য-শরীরের সমুদায় পীড়াই কেবলমাত্র হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দ্বারা আরাম হইতে পারে এই দৃঢ়-বিশ্বাসে উৎসাহিত ও উত্তেজিত হইয়া আমিই সর্ব্বপ্রথমে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সুস্থ শরীরে পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করি। (ধ)

১১০। আমার ও যখন অন্যান্যের সুস্থ শরীরে এই উদ্দেশে যে সমুদায় ঔষধ পরীক্ষা আরম্ভ করি সেই সময় ঐ সমুদায় বিষ ঘটনাক্রমেই হউক অথবা আত্মহত্যার জন্যই হউক, যাহারা পান করিয়াছিল, তাহাদের উপরে যে সমুদায় লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল, আমাদের উপরও সেই সমুদায় লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছিল।

পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থকর্ত্তারা বিষ মাত্রায় পান করিলে ইহাদের দ্বারা প্রাণ নষ্ট হইতে পারে এই মাত্র বলিয়া সতর্ক হইতে বলিয়া গিয়াছেন। যখন এই বিষ পান দ্বারা কোন ব্যক্তির প্রাণ নষ্ট হইবার উপক্রমে কোন প্রকার চিকিৎসায় যদি ঘটনাক্রমে তাহার প্রাণ রক্ষা পাইত, তবে চিকিৎসক তাহাকে

(ধ) দুইটী বিন্দুর মধ্যে যেমন কেবলমাত্র একটী সরল রেখা থাকিতে পারে, সেইরূপ রোগ এবং কোন শক্তিদ্বারা পীড়া আরাম, ইহার মধ্যে কোন একটি নির্দ্দিষ্ট উপায় আছে। এই উপায়কে সদৃশ চিকিৎসা প্রণালী কহে। অত্র স্থলে মহাত্মা হ্যানিম্যান তাঁহার কৃত মেটিরিয়া মেডিকা পিউরা এবং প্রাচীন পীড়ার পুস্তকের উল্লেখ প্রকারান্তরে করিতেছেন।

একজন দক্ষ লোক মনে করিতেন; আর যদি কোন ক্রমেই আর কতকগুলির প্রাণ রক্ষা করিতে না পারিতেন, তাহা হইলে যদ্দ্বারা রোগীর এইরূপ প্রাণ নষ্ট হইত তাহাকে বিষ আখ্যা দিতেন। ঐ সমুদায় লেখকেরা কেহই ঐ সমুদায় বিষ পান জনিত যে সমুদায় লক্ষণ প্রকাশ পাইত তাহা কেবল ঐ বিষ জনিত উপসর্গ বা লক্ষণ মনে করিত। কেহই ইহা মনে করিত না যে বিষের পীড়া-উৎপাদক শক্তি দ্বারা হোমিওপ্যাথিক মতে পীড়া আরাম হইতে পারে। কেহই মনে করে নাই যে, ঔষধ সুস্থ শরীরে যে লক্ষণ জন্মায় তাহাই পীড়া আরাম করিবার কেবল মাত্র একটী উপায়। এরূপ হইবারই কথা, কারণ ঔষধের ঘ্রাণ, রং বা স্বাদ ইত্যাদি দ্বারা কখনই পীড়া আরাম হইবার নহে, অথবা অন্য ঔষধের সহিত মিশ্রিতাবস্থায় দিলে রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা পীড়া আরাম হইবার নহে। সুস্থ শরীরে ঔষধ পরীক্ষা না করিয়া পীড়িত শরীরে ঔষধ পরীক্ষা দ্বারা যে ভৈষজ্যতত্ব লেখা যায় তাহার কোন মূল্যই নাই, যে হেতুক পীড়িত শরীরে ঔষধ পরীক্ষা করিলে ঔষধের প্রকৃত গুণ কোন মতেই পরীক্ষিত হইতে পারে না।

১১১। ঔষধের ঠিক ফল সম্বন্ধে সুস্থ শরীরে পরীক্ষা করিয়া যাহা জানিতে পারিয়াছি, পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থকর্ত্তারা তাহাদের বিষ ক্রিয়া সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সঙ্গে ঐক্য আছে, সুতরাং ঔষধগুলি মনুষ্য-শরীরে যে একই অপরিবর্ত্তনীয় ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া মনুষ্য-শরীরের একই প্রকার প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে অবস্থান্তর জন্মায় তাহার কোন সন্দেহ নাই। অর্থাৎ প্রত্যেক ঔষধেরই কোন একটী নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ জন্মাইবার শক্তি আছে।

১১২। বিষ মাত্রায় (অতিরিক্ত মাত্রায়) কোন ঔষধ প্রযুক্ত হইলে কতকগুলি শোচনীয় ঘটনা ঘটিত, কিন্তু অল্প মাত্রায় ব্যবহার করিলে ঐরূপ গৌণ ক্রিয়া প্রায়ই প্রকাশ পায় না। যখন হোমিওপ্যাথিক ঔষধের আরোগ্যকারী ক্রিয়া প্রকাশ করিতে থাকে, সে ক্রিয়া টুকু কোন অল্প মাত্রার বিরুদ্ধে পুনঃ স্বাস্থ্য আনয়ন করিবার জন্যই প্রকাশ পায়।

১১৩। যে সমুদায় ঔষধের মাদকতা জন্মাইবার শক্তি আছে, তাহাদিগকে অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে পূর্ব্বোল্লিখিত সাধারণ লক্ষণগুলি প্রকাশ পায় না। যে হেতুক উহারা প্রথমতঃই উহাদের মুখ্য ক্রিয়ায় বোধ শক্তি এবং

উত্তেজনা শক্তি নষ্ট করিয়া দেয়; কিন্তু সুস্থ শরীরে প্রয়োগ করিলে শেষ ফলে ঐ লক্ষণগুলির বিপরীত লক্ষণ প্রকাশ করে।

১১৪। এই সমুদায় ঔষধ ভিন্ন অন্যান্য ঔষধের অল্প মাত্রা দ্বারা পরীক্ষা করিলেও তাহাদের মুখ্য ক্রিয়া আরম্ভ হয় অর্থাৎ শরীরের অবস্থান্তর করিয়া দেয় এবং শরীরের মধ্যে একরূপ পরিবর্তনশীল পীড়ার অবস্থা জন্মায়।

১১৫। কতকগুলি ঔষধ আছে যেগুলি পর্য্যায়ক্রমে একবার যে ক্রিয়া প্রকাশ করে আবার তাহার বিপরীত ক্রিয়া প্রকাশ করে। এইরূপ বিপরীত ক্রিয়া প্রকাশ করা সত্ত্বেও ঐ বিপরীত লক্ষণগুলিকে শেষ ফল মনে করিতে হইবে না। যে হেতুক পর্য্যায়ক্রমে ঐরূপ ক্রিয়া প্রকাশই তাহাদের অভ্যাস।

১১৬। যে সমুদায় লোক ঔষধ পরীক্ষা করেন তাঁহাদের কয়েকটীর শরীরে অনেক লক্ষণ প্রকাশ পায়, আর কয়েকটীর অল্প কয়েকটী মাত্র লক্ষণ দেখা যায় এবং অন্য কয়েকটীর প্রায় কোন লক্ষণই প্রকাশ পায় না।

১১৭। কোন কোন ব্যক্তির প্রকৃতিগত এরূপ অবস্থা দেখা যায় তাহাদের শরীরে অন্যান্য ব্যক্তির ন্যায় সহজে কোন প্রকারের ঔষধের ক্রিয়া প্রকাশিত হয় না, এইরূপ বাহিরে দেখা যায় বটে, বাস্তবিক তাহা নহে। কারণ দেখা যায় শরীরের গঠন, প্রকৃতির উপরও ভিন্ন ভিন্ন ঔষধের ক্রিয়া প্রকাশের তারতম্য হইয়া থাকে, কিন্তু যাহাদের সম্পূর্ণ সুস্থ শরীর তাহাদের উপরই ঔষধের ক্রিয়া সম্পূর্ণ বিক্রমের সহিত প্রকাশ করিয়া থাকে। সুতরাং প্রকৃত সুস্থ শরীরে যে ঔষধ যেরূপ ক্রিয়া প্রকাশ করে তাহাই ঠিক। যাহারা ঔষধের দ্বারা সহজে আক্রান্ত হয় না তাহাও তাহাদের শরীরের কোন প্রকার অবস্থান্তর জন্যই হইয়া থাকে। (ন)

১১৮। প্রত্যেক ঔষধেরই কোন একটী নির্দ্দিষ্ট শক্তি মনুষ্য-শরীরে প্রকাশ করিয়া থাকে; ঐ শক্তিটী অন্য কোন ঔষধেরই নাই।

১১৯। যত প্রকারের বৃক্ষলতা ইত্যাদি ঔষধ আছে, সকলেরই বাহ্যিক

(ন) এক এক প্রকৃতির লোকের উপর এক এক প্রকার ঔষধ এক এক প্রকার ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে, যেমন পলসেটিলা মৃদু প্রকৃতি এবং উগ্র প্রকৃতি লোকের উপর বিশেষ শক্তি প্রকাশ করে। কোন কোন ব্যক্তির গোলাপের ঘ্রাণে মূর্চ্ছা হয় এই জন্য মূর্চ্ছা পীড়ায় গোলাপের গন্ধ মন্দ নহে।

আকৃতিগত এবং গঠনে, ঘ্রাণে, উৎপত্তিতে, স্বাদে ইত্যাদিতে যেমন প্রকৃতিগত বিভিন্নতা আছে, তাহাদের মনুষ্য-শরীরেও সেইরূপ ক্রিয়া প্রকাশের বিভিন্নতা আছে। [এইজন্য একটী ঔষধের পরিবর্ত্তে অন্য একটী ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে না, কারণ একই গুণ সম্পন্ন দুইটী জিনিস প্রকৃতিতে থাকা অসম্ভব। এই জন্য বেলাডোনার স্থানে ষ্ট্র্যামোনিয়াম্, হাইওসিমাস বা ওপিয়াম দেওয়া যাইতে পারে না, কারণ বেলাডোনা বেলাডোনা, ষ্ট্র্যামোনিয়াম ষ্ট্র্যামোনিয়াম।]

১২০। অতএব ঔষধগুলির জাতি নির্ব্বাচন করিয়া সুস্থ শরীরে এরূপ সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করিতে হইবে যে তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের বিন্দু মাত্রও সন্দেহ না থাকে। কারণ এইরূপ প্রমাণের উপর অন্যের জীবন মৃত্যু, পীড়া, স্বাস্থ্য নির্ভর করে। ঔষধ এরূপ ভাবে প্রমাণ করিতে হইবে যেন ঔষধের প্রত্যেক ক্রিয়ায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহাদের প্রত্যেক লক্ষণ স্পষ্ট করিয়া লিখা হয় এবং পীড়াতে প্রয়োগ করিতে যেন কোন ভ্রম না হয়। ভ্রম শূন্যাবস্থায় ঔষধ নির্ব্বাচিত হইলে রোগী চিরকালের জন্য ভগবানের প্রদত্ত স্বাস্থ্য এবং আত্মার স্বাভাবিকাবস্থা প্রাপ্ত হইবে।

১২১। ইহা সকল সময় যেন স্মরণ থাকে যে অত্যন্ত উগ্র বীর্য্য কোন ঔষধ অত্যন্ত কম মাত্রায় এমন কি অত্যন্ত হৃষ্ট পুষ্ট এবং বলিষ্ঠ শরীরে প্রমাণ করিলেও স্বাস্থ্যের অবস্থান্তর করে। আর মধ্য বীর্য্য সম্পন্ন কোন ঔষধ হইলে মাত্রা অধিক গ্রহণ করা উচিত, এবং যে সমুদায় ঔষধ অত্যন্ত হীন-বীর্য্য, যে সমুদায় লোক অতি সহজেই ঔষধের ক্রিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহাদের সুস্থ শরীরে অধিক মাত্রা দিয়া প্রমাণ করিতে হইবে।

১২২। ঔষধের দ্বারা প্রকৃত পীড়া আরাম এবং ভাবি বংশের মঙ্গল, ঔষধ প্রমাণের উপর নির্ভর করিতেছে, সুতরাং যে ঔষধের কৃত্রিমতা ও শক্তি সম্বন্ধে বিন্দু মাত্রও সন্দেহ না থাকে, তাহাই প্রমাণ করিতে হইবে।

১২৩। যত প্রকারের ঔষধ আছে তাহাদের প্রত্যেককে পৃথক্ ভাবে অর্থাৎ অন্য কোন পদার্থের সহিত যোগ না করিয়া সেবন করিতে হইবে। যে সমুদায় রস দেশীয় উদ্ভিদ হইতে ছেঁচিয়া বাহির করা হয় তাহার সহিত অল্প কিছু সুরাবীর্য্য যোগ করিয়া সেবন করিতে হইবে। কারণ সুরাবীর্য্যে

ঔষধের গুণ নষ্ট করিতে পারে না। কিন্তু বিদেশ হইতে আনীত লতা পাতার চূর্ণই প্রমাণ করিতে হইবে অথবা সুরাবীর্য্য যোগে অরিষ্ট প্রস্তুত করিয়া জলের ভাগ অধিক পরিমাণ মিশ্রিত করিয়া তাহাই প্রদান করিতে হইবে। যদি কোন বৃক্ষ শুষ্কাবস্থায় পাওয়া যায় এবং ইহার শক্তি যদি কম হয়, তাহা হইলে ইহা চূর্ণ করিয়া তাহার মধ্যে গরম জল দিলে ঔষধের সারভাগ বাহির হইয়া আসিবে। এই পাচন গরম থাকিতে থাকিতে পান করিতে হইবে। কারণ সুরাবীর্য্য যোগ না করিলে ঔষধের শীঘ্র শীঘ্র পচন ক্রিয়া আরম্ভ হইয়া ঔষধের গুণ অন্তর্হিত হইতে থাকে।

১২৪। এইরূপ প্রত্যেক প্রকারের কেবল মাত্র একটী ঔষধ পরীক্ষা করার সময় প্রমাণকারী প্রমাণের দিন কোন প্রকারের ভেষজ গুণ সম্পন্ন কোন পদার্থ উদরস্থ না করেন, বা ঘ্রাণ না লন। এমন কি ঐ ঔষধের ক্রিয়া যে পর্য্যন্ত শরীরে চলিতে থাকিবে সে পর্য্যন্ত ঐরূপ কোন দ্রব্যই পানি আহার করিবেন না।

১২৫। ঔষধের গুণ পরীক্ষার সময় সামান্য রকম পথ্য সেবন করিয়া থাকিতে হইবে অর্থাৎ কোন প্রকারের গরম মসলা সেবন করিতে পারিবেন না। মুলা, সালাদ, সালগম, পিঁয়াজ, রসুন, রাই সরিষা ইত্যাদি অত্যন্ত যত্নের সহিত ত্যাগ করিতে হইবে। জল দুগ্ধ ইত্যাদি নিয়মিত রকমে সেবন করা যাইতে পারে।

১২৬। ঔষধ পরীক্ষার সময় পরীক্ষক বিশেষ যেন সতর্ক থাকেন যে কোন কারণ বশতঃ তাঁহার শারীরিক বা মানসিক কোন উত্তেজনার কারণ না ঘটে, বিশেষতঃ তাঁহার জননেন্দ্রিয় ঘটিত কোন ঘন উত্তেজনার কারণ উপস্থিত না হয় তজ্জন্য আরও অধিক সতর্কতার আবশ্যক। অথবা প্রমাণকারী এমত কোন উত্তেজনার কারণ না হয় যে তদ্দ্বারা তাঁহার প্রমাণের সম্বন্ধে অনেক ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে। পরীক্ষক এমত তীক্ষ্ণ বুদ্ধির বিদ্বান্ লোক হওয়া আবশ্যক যেন তিনি তাঁহার ঔষধ জনিত লক্ষণগুলি অতি সরল ভাবে প্রকাশ করিতে সক্ষম হন।

১২৭। স্ত্রী পুরুষ উভয় শরীরেই ঔষধ পরীক্ষা করা উচিত। কারণ তাহাদের প্রত্যেক জাতীয় জননেন্দ্রিয়ের উপর কোন্ ঔষধ কি প্রকার ক্রিয়া প্রকাশ করে তাহা জানা আবশ্যক।

১২৮। ঔষধ প্রমাণ করিতে হইলে পূর্ব্বে আদতাবস্থায় উদরস্থ করা হইত; কিন্তু শেষে ইহা প্রমাণীকৃত হইয়াছে কোন ঔষধ চূর্ণ বা বিচূর্ণনাবস্থায় সেবন করিলে তাহার শক্তি অধিকতর প্রবল বেগের সহিত আরম্ভ হয়। এই উপায়ে ঔষধের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত নির্জ্জীবাবস্থার শক্তি যেন প্রবলাবস্থার শক্তি প্রকাশ করে। এই উপায়ে যে দ্রব্যের ঔষধের ন্যায় কোন শক্তি প্রকাশের ক্ষমতা নাই, এমত দ্রব্যেরও ভৈষজগুণসম্পন্ন প্রবল শক্তি প্রকাশ হইয়া পড়ে। এমন কি ত্রিংশশক্তির হইতে ৬টী অনুবটিকা প্রতিদিন জল-সিক্ত করিয়া জিহ্বার উপর খালি পেটে অনেক দিন পর্য্যন্ত লইলেও ঔষধের শক্তি প্রবলরূপে প্রকাশ পাইতে থাকে।

১২৯। এইরূপ ক্ষুদ্রতম মাত্রার, এক আধ মাত্রা ঔষধ সেবনে শরীরে অতি সামান্যরূপ ক্রিয়া প্রকাশিত হয়, ঐ ঔষধের ক্রিয়া ভালরূপে প্রকাশ পাইবার জন্য আরও কয়েকটী অনুবটিকা যে পর্য্যন্ত বিশেষ অনুভবনীয় লক্ষণ প্রকাশ না পাইবে, জিহ্বার উপর লইতে হইবে। ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সকল শরীরে সকল সময় একইরূপ, কাহার কাহার শরীরের অবস্থান্তর জন্য, ক্রিয়া প্রকাশ করে না, তজ্জন্য অল্প মাত্রা দ্বারা পরীক্ষা আরম্ভ করা যুক্তিসঙ্গত। মাত্রা অল্পে অল্পে বৃদ্ধি করিতে হয়। ইহাতে কোন বিপদের আশঙ্কা নাই বটে।

১৩০। কোন ঔষধ প্রমাণ করিতে হইলে প্রথমতঃ অধিক মাত্রায় সেবন করিলে একটী বিশেষ সুবিধা এই যে, কোন্ লক্ষণের পর কোন্ লক্ষণ ক্রমান্বয়ে কতক্ষণ পর উপস্থিত হইতে থাকে তাহা জানিতে পারা যায়। মধ্যম পরিমাণ মাত্রাই ঔষধ পরীক্ষা সম্বন্ধে যথেষ্ট। যদি পরীক্ষক সহজেই ঔষধের ক্রিয়ার অধীন হন এবং তাহার বোধ শক্তির উপর বিশেষরূপ মন ঠিক রাখিতে পারেন, তাহা হইলে উক্ত মাত্রার অধিক পরিমাণ সেবন করা উচিত নয়। কোন্ ঔষধে ক্রিয়া কত দিন স্থায়ী তাহা অনেকবার একটী ঔষধ পরীক্ষা না করিলে জানা যাইতে পারে না।

১৩১। কিন্তু যদি ঔষধের একটুকু সামান্য ক্রিয়া জানিবার জন্য চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া জানিতে বহুদিন পর্য্যন্ত ঐরূপ সেবন করিতে হয়। এইরূপ করাতে শরীরের অবস্থান্তর হয় বটে, কিন্তু একটী লক্ষণের পর যে আর একটী লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহা জানা যাইতে

পারে না। বিশেষতঃ দ্বিতীয় মাত্রায় ইহারা আরোগ্যকারী শক্তি দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী ক্রিয়া নষ্ট করিয়া দেয়; অথবা দ্বিতীয় মাত্রা প্রথম মাত্রার বিপরীত লক্ষণ প্রকাশ করিতে পারে। পুনঃ পুনঃ ঔষধ সেবন করিলে গোলমেলে লক্ষণ প্রকাশ করিতে থাকে, যাহার উপর কোন বিশ্বাস স্থাপন করা যাইতে পারে না। ভালরূপ প্রমাণে ঐ ক্রিয়াগুলি ঔষধের ক্রিয়া বা শেষস্পর্শ বলিয়া প্রমাণিত হয় অথবা পর্য্যায়ক্রমে লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছিল মাত্র।

১৩২। যদি মধ্যম শক্তির কোন ঔষধের ক্রমান্বয়ে যে লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহা জানিবার ইচ্ছা না থাকে, তবে তাহার কেবল লক্ষণগুলি জানিবার জন্য অনেক দিন পর্য্যন্ত মাত্রা বৃদ্ধি করিতে হয়। এইরূপ যদিও ঐরূপ প্রত্যেক ঔষধের ক্রিয়া অত্যন্ত কম হউক, এবং তাহার ক্রিয়া পূর্ব্বেও জানা না থাকুক, তবুও তাহার ক্রিয়া বিশেষতঃ যাহারা সহজে ঔষধের ক্রিয়ার অধীন হয়, তাহাদের দ্বারা জানা যাইতে পারে।

১৩৩। যখন শরীরে ঔষধের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে, তখন ঐ ঔষধের লক্ষণ বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য শরীরের নানা অবস্থায় অবস্থান করা উচিত। ঐরূপ করিয়া পরীক্ষকের দেখা উচিত যে তদ্দ্বারা তাহার লক্ষণের কোন হ্রাস বৃদ্ধি হয় কি না, অথবা তাহার উক্ত স্থান সঞ্চালনে; কুঠরী কি খোলা বায়ুতে ভ্রমণে; দাঁড়াইয়া, বসিয়া বা শয়ন করিয়া থাকিলে লক্ষণটী অন্তর্হিত হয় কি না। অথবা পূর্ব্বাবস্থায় থাকিলে ঐ লক্ষণ পুনর্ব্বার প্রকাশ পায়। ইহাও দেখিতে হইবে যে আহারে, পানে, কথা কহায়, কাস দেওয়ায়, হাঁচি দেওয়ায় অথবা শারীরিক অন্য কোন কার্য্যে লক্ষণ কিরূপ প্রকাশ পায়। ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ ঠিক করিবার জন্য দেখিতে হইবে দিবসের বা রাত্রির কোন্ সময় কোন্ লক্ষণ প্রকাশ পায়।

১৩৪। শরীরের অনিষ্টকর অপকারী সকল পদার্থ বিশেষতঃ ঔষধগুলি প্রাণি-শরীরে কোন এক প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটায়। কিন্তু একই প্রকারের লক্ষণ কোন এক ব্যক্তিতে প্রথমবারের প্রমাণে প্রকাশ পায় না। কোন এক পরীক্ষকে প্রথমবারের পরীক্ষায় যে এক প্রকার লক্ষণ প্রকাশ পায়; দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারে ভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ পায়। অন্য এক পরীক্ষকে ভিন্ন প্রকারের লক্ষণ দেখা যায়। ৪র্থ, ৮ম, অথবা ১০ম ব্যক্তিতে বহু লক্ষণ একবারে দেখা

দেয় এবং পূর্ব্ববর্ত্তী পরীক্ষকেরা যে সমুদায় লক্ষণ অনুভব করিয়াছিল তাহাও তাহারা অনুভব করে। আবার এই লক্ষণগুলি একই সময়ে সকল শরীরে আরম্ভ হয় না।

১৩৫। বহু স্ত্রী ও পুরুষ একই সময়ে কোন একটী ঔষধ প্রমাণ করিতে আরম্ভ করিবেন। তাঁহারা বহুবার ঐ ঔষধ সেবন করার পর ঐ ঔষধটীর লক্ষণ সমষ্টি সংগৃহীত হইতে পারে। প্রত্যেক ঔষধ বহুবার প্রমাণ করিতে করিতে যখন আর কোন প্রকারের নূতন লক্ষণ প্রকাশ পাইবে না এবং তাঁহাদের সকলের শরীরে একই প্রকারের সমুদায় লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া শেষ হইলেই মনে করিতে হইবে ঐ ঔষধটীর প্রমাণ শেষ হইল।

১৩৬। (পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে—অর্থাৎ কোন ব্যক্তির প্রথমবার প্রমাণে যে লক্ষণ প্রকাশ পায় অন্য শরীরে তাহা প্রকাশ পায় না, কিন্তু অনেক শরীরে ঐ ঔষধটী প্রমাণ করিলে ঐ লক্ষণটী পাওয়া যায়। যেরূপই হউক না কেন প্রকৃতির নিয়মানুসারে প্রত্যেক ঔষধের কোন একটী নির্দ্দিষ্ট শক্তির জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ সমষ্টি প্রকাশ পাইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। ভিন্ন ভিন্ন ধাতুতে আভ্যন্তরিক কোন প্রাচীন পীড়া থাকিবার জন্য একই ঔষধ একই সময়ে একই প্রকার ক্রিয়া প্রথমতঃ প্রকাশ করিতে পারে না বটে,কিন্তু যদি ঐ ঔষধটী পরীক্ষকের যে প্রাচীন পীড়া থাকিবার জন্য সমুদায় লক্ষণ প্রকাশ পায় না এবং যদি ঐ ঔষধটীর লক্ষণ মূল পীড়ার লক্ষণের সদৃশ হয় তাহা হইলে ঐ ঔষধ প্রমাণের সময় মূল পীড়াটীকে চিরকালের জন্য শীঘ্র শীঘ্র নষ্ট করিয়া দেয়।)

১৩৭। সত্যপ্রিয়, পরিমিতাহারী এবং সহজে বোধশীল পরীক্ষক যত অল্প মাত্রায় ঔষধ পরীক্ষার জন্য সেবন করেন, তিনি ততই ইহার মুখ্য ক্রিয়া স্পষ্টরূপে ঠিক করিতে সক্ষম; এইরূপ মাত্রায় গৌণ ক্রিয়া প্রকাশিত হয় না। যদি অধিক মাত্রা পরীক্ষার জন্য সেবন করেন, তাহা হইলে প্রবল বেগে গৌণ ক্রিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে। অত্যন্ত অস্থির করিয়া ফেলাইবার জন্য গৌণ ও মুখ্য ক্রিয়া ভাল করিয়া ঠিক করিতে পারেন না এমত নহে, তাঁহার জীবনের সম্বন্ধেও বিপদের সম্ভাবনা। স্বজাতি ভ্রাতার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মহৎ ব্যক্তি, ঔষধের সমুদায় লক্ষণ জানিতেই হইবে এই মনে করিয়া ঐরূপ অধিক মাত্রায় সেবন করেন না।

১৩৮। পূর্ব্বোল্লিখিত ভাবে সমুদায় লক্ষণ উপস্থিত হইবার সময়, সময় সময় পরীক্ষকের তাঁহার বহুকালের শারীরিক লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এরূপ হইলে এই মনে করিতে হইবে তাঁহার কোন প্রকারের শারীরিক অবস্থার জন্যই তাহার পূর্ব্বলক্ষণ ঔষধ প্রমাণের সময়, সময় সময় প্রকাশ পায়। বর্ত্তমানে যে ঐ লক্ষণ দেখা দেয় তাহা ঔষধজনিতই, কারণ কোন লক্ষণ আপনা আপনিই উপস্থিত হইতে পাবে না, ঔষধের ক্রিয়া জন্য প্রকাশ পাইয়া থাকে।

১৩৯। যদি চিকিৎসক স্বয়ং ঔষধ সেবন না করিয়া অন্য ব্যক্তিকে সেবন করাইয়া ঔষধের লক্ষণ সমষ্টি সংগ্রহ করিতে চান, তাহা হইলে যাহাকে ঔষধ সেবন করান হয়, তাঁহার উচিত যতক্ষণ পর যে লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া যতক্ষণ স্থায়ী হয় তাহাও লিখিতে হইবে। পরীক্ষা শেষ হইলে চিকিৎসক তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা পরীক্ষা করিবেন। যদি পরীক্ষা অনেক দিন পর্য্যন্ত করা যায়, তবে পরীক্ষকের সম্মুখে প্রতিদিন তাঁহার লিখিত বিষয় পরীক্ষা করিবেন, এবং কোন লক্ষণ সম্বন্ধে তাঁহার কোন সন্দেহ উপস্থিত হইলে, তখনই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লইবেন। প্রশ্ন জিজ্ঞাসার পর তাহার পর উত্তরে যাহা পাওয়া যায় তাহা স্বতন্ত্রভাবে লিখিয়া রাখিবেন (ত)।

১৪০। যদি প্রমাণকারী ভাল করিয়া লিখিয়া প্রকাশ করিতে অক্ষম হন, তবে চিকিৎসক প্রতিদিন তাঁহার লক্ষণ সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানিয়া নিজেই লিখিবেন।

১৪১। যদি সম্পূর্ণ সুস্থশরীরবিশিষ্ট সরলবুদ্ধির এবং সহজে বোধশীল চিকিৎসক ঔষধের প্রকৃত লক্ষণ পরীক্ষা করিয়া জানিবার জন্য নিজেই এই মহৎকার্য্যে ব্রতী হন, তবে পূর্ব্বোল্লিখিত উপদেশানুসারে তাঁহার কৃত পরীক্ষিত ঔষধের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা যাইতে পারে।

(বহু ঔষধ সুস্থ শরীরে প্রমাণ করিলে বাহ্যিক অপকারী শক্তি শরীরে প্রবেশ করিয়া সহজে প্রাণ নষ্ট করিতে পারে না তাহা বিশেষরূপে প্রমাণীকৃত হইয়াছে। অর্থাৎ ইহা দ্বারা স্বাস্থ্যের উন্নতিই হইয়া থাকে।)

১৪২। পীড়া আরাম করিবার জন্য লক্ষণ সমূহের মধ্যে বিশেষতঃ প্রাচীন

(ত) চিকিৎসক অন্যের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া যে লক্ষণ লিপিবদ্ধ করেন, তজ্জন্য তিনিই দায়ী

পীড়ার লক্ষণে ঔষধ প্রয়োগ করিলে লক্ষণগুলির তত কিছু পরিবর্ত্তন হয় না; কিন্তু এইরূপ অবস্থায় যে ঔষধ প্রয়োগ করা যায় তদ্দারা যে লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহার উপর কোন বিশ্বাস স্থাপন করা যাইতে না পারিলেও বিশেষ মনোযোগের সহিত যত জানা যাইতে পারে তাহা জানিতে চেষ্টা করা উচিত (থ)।

১৪৩। এইরূপে বহুসংখ্যক ঔষধ সুস্থ শরীরে বিশেষরূপে পৃথক্‌ভাবে প্রমাণিত হইবার পর প্রত্যেক ঔষধের লক্ষণ সমষ্টি পৃথক্‌ভাবে সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ হইলেই আমাদের ভৈষজ্যতত্ত্ব প্রস্তুত হইল। ইহাতে প্রত্যেক ঔষধের লক্ষণ সমষ্টি নিঃসন্দেহরূপে জানা যাইবে। এই পুস্তকের সাহায্যে যে কোনই স্বাভাবিক পীড়া পাওয়া যাউক না কেন, ইহার কোন ঔষধের লক্ষণের সহিত মিলাইয়া সদৃশ ব্যবস্থানুসারে প্রয়োগ করিলে পীড়া নিশ্চয় ভালরূপে চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইবে। ইহাই পীড়াকে ধরিয়া দণ্ডবিধান করিবার জন্য আমাদের প্রধান বিধি। এই বিধিই স্বাভাবিক ঐশ্বরিক অখণ্ডনীয় বিধি, যদ্দারা ভগবান্ আমাদের কষ্ট দূর করেন।

১৪৪। এই ভৈষজ্যতত্ত্বে আনুমানিক কোন বিষয় স্থান পাইবে না। যাহা চক্ষুর উপর স্পষ্ট পরীক্ষা দ্বারা পাওয়া যাইবে তাহাই অতি সরল ভাষায় লিখা থাকিবে।

১৪৫। যত প্রকার ঔষধ আছে, প্রত্যেক ঔষধই সুস্থ শরীরে প্রমাণ করিয়া লক্ষণ সমষ্টি সংগ্রহ করা উচিত। কারণ সুস্থ শরীরে ঔষধ পরীক্ষা করিলে যে অসংখ্য প্রকারের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তদ্দারাই আমরা জানিতে পারিয়াছি ঔষধের সংখ্যাও অধিক হওয়া উচিত। এরূপ কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ পায় যে তাহাদিগকে নষ্ট করিবার জন্য অন্য কোন প্রকারের ঔষধের আবশ্যক। ঐ সমুদায় লক্ষণগুলি দীর্ঘকাল শরীরে থাকিয়া দুর্দ্দম্য হইয়া পড়ে। বিপরীত মতের চিকিৎসায় তাহারা আরাম না হইয়া নূতনবিধ উপসর্গ দ্বারা রোগী যতকাল বাঁচিয়া থাকে, ততকাল কষ্ট ভোগ করে (দ)।

(থ) রোগীর পীড়ার গতাবস্থার যে সমুদায় লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল, অথবা কোন লক্ষণ পূর্ব্বে প্রকাশ নাই পাউক, ঔষধ প্রয়োগের পর যে লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহা ঔষধজনিতই মনে করিতে হইবে।

(দ) এস্থলে সোরার প্রতিষেধক ঔষধগুলির কথা প্রকারান্তরে বলিতেছেন। অর্থাৎ তরুণ

১৪৬। সমুদায় ঔষধ সুস্থ শরীরে পরীক্ষিত হইলে চিকিৎসকের আর একটী প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম এই যে, তাঁহার জানিতে হইবে কি প্রকারে সদৃশ ব্যবস্থানুযায়ী ঐ সমুদায় ঔষধ প্রয়োগ করিলে স্বাভাবিক পীড়া আরাম হয়।

১৪৭। কোন ঔষধ সুস্থ শরীরে সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষিত হইলে ঐ ঔষধ যে সমুদায় অবস্থান্তর অর্থাৎ লক্ষণসমষ্টি জন্মায় সেই সমুদায় লক্ষণসমষ্টি যদি কোন রোগীতে দেখা যায়, তাহা হইলে সদৃশ ব্যবস্থানুযায়ী তদ্দ্বারাই রোগী সম্পূর্ণরূপে প্রকৃত আরোগ্য লাভ করে।

১৪৮। যে ঔষধের স্বাভাবিক পীড়ার সদৃশ লক্ষণসমষ্টি জন্মাইবার শক্তি আছে, তদ্দ্বারাই স্বাভাবিক পীড়া নষ্ট হয়। কারণ, পীড়ার কারণ শরীরের যে স্থানে অবস্থিতি করিয়া ঐরূপ লক্ষণ উৎপন্ন হয়, সদৃশ ঔষধে ঐরূপ লক্ষণ জন্মায় জন্য অবশ্য উক্ত স্থান অধিকার করিয়া বসে। এই ঔষধজনিত পীড়া অধিক ক্ষমতাশালী জন্য মূল পীড়ার কারণ স্বস্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়ার পরও ঔষধজনিত পীড়া ঐ স্থান অধিকার করিয়া কিছুকাল অবস্থান করে।

কিন্তু হোমিওপ্যাথিক্ ঔষধের মাত্রা কল্পনাতীত কম হওয়ায় প্রকৃতি নিজ শক্তিদ্বারা ইহাকে শরীর হইতে অতি সহজে দূর করিয়া দেয় এবং এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রা প্রয়োগে রোগী সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করে।

১৪৯। তরুণ অল্পক্ষণ স্থায়ী অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক পীড়া সদৃশ ব্যবস্থানুসারে লক্ষণসমষ্টি মিলাইয়া উপযুক্ত শক্তির ঔষধ প্রয়োগ করিলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পীড়া অন্তর্হিত হইয়া থাকে (ধ)। পীড়া কিছু প্রাচীন হইলে কয়েক

পীড়ার ঔষধের লক্ষণ দ্বারা প্রাচীন পীড়া আরাম করা যায় না। অতএব প্রাচীন পীড়ায় একটী ভৈষজ্য-তত্ত্ব থাকা আবশ্যক।

(ধ) যে পর্য্যন্ত পীড়ার সমুদায় লক্ষণসমষ্টির সহিত ঔষধের লক্ষণসমষ্টি সমুদায় মিলিয়া না যাইবে, সে পর্য্যন্ত কোন ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত নহে। লক্ষণের সহিত মাত্রানুযায়ী ঔষধ না প্রয়োগ করিয়া যথেচ্ছা বহু ঔষধ প্রয়োগ করিলে ঐ ঔষধগুলি জলৌকা সদৃশ কাজ করে, অর্থাৎ জীবনের সার উপাদেয় জিনিস উহারা পীড়িত স্থান হইতে চুষিয়া গ্রহণ করার পর আশু বোধ হয় যেন রোগীর পীড়া আরাম হইল। ঘটনাক্রমে যদি অন্য কোন কারণ বশতঃ রোগী আরোগ্য লাভ করেন, তাহা হইলে নির্ব্বোধ চিকিৎসক বলেন উহাদের দ্বারাই রোগীর জীবন রক্ষা করিয়াছেন। আর যদি ঐরূপে রোগীর রক্ত শেষ করার পর অত্যন্ত দুর্ব্বলতা আনীত হইয়া মৃত্যু ঘটে তখন বলেন যে, রোগীর জন্য যত কিছু চেষ্টা তাহার কিছুমাত্র ত্রুটী হয় নাই। এখন কি

দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ নিঃশেষ হইয়া থাকে। অনেক দিনের জটিলাবস্থার পীড়া আরাম করিতে কিছু দীর্ঘকাল সময় লইয়া থাকে। প্রাচীন পীড়ার রোগী যদি এলোপ্যাথিক মতে পূর্ব্বে চিকিৎসিত হইয়া থাকে, এবং ঐরূপ অন্যায় চিকিৎসা দ্বারা ঔষধের ক্রিয়া জন্য অচিকিৎস্য হইয়া থাকে, তবে দীর্ঘকাল সদৃশ ব্যবস্থানুসারে ঔষধ প্রয়োগ করিলে আরাম হইলেও হইতে পারে।

১৫০। যদি কোন রোগী কেবল সামান্য কয়েকটী লক্ষণমাত্র উল্লেখ করে, তখন কোন ঔষধের সেবনের ব্যবস্থা না করিয়া পানাহার সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিলেই ঐ লক্ষণগুলি আপনা আপনি অন্তর্হিত হইবে।

১৫১। যদি অল্প সংখ্যক লক্ষণগুলি অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হয়, তবে উহাদের সহিত আর যে যে সামান্য লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে তাহা জানিয়া লইলেই পীড়ার প্রতিবিম্ব পাওয়া হইল।

১৫২। কোন একটী প্রবল যন্ত্রণাদায়ক তরুণ পীড়া বহুসংখ্যক লক্ষণ সমষ্টি লইয়া যদি প্রকাশিত হয়, এবং বহুসংখ্যক ঔষধ তাহাদের জানা থাকে তাহা হইলে উপযুক্ত ঔষধটী আপনা হইতে বহির্গত হয়।

১৫৩। বহুসংখ্যক ঔষধের লক্ষণ সমষ্টি জানা থাকিলে ঔষধগুলির লক্ষণ সমষ্টি তুলনা করিয়া যে ঔষধের লক্ষণ সমষ্টির সহিত স্বাভাবিক পীড়ার লক্ষণ সমষ্টির ঐক্য হয় অর্থাৎ সদৃশ অবস্থান্তর জন্মাইতে পারে, ইহাই ঠিক হইলে পীড়া আরাম হইল। কেবল মাত্র সামান্য লক্ষণ যথা—ক্ষুধার অভাব, শিরঃপীড়া, দুর্ব্বলতা, শান্তিহীন নিদ্রা, কষ্ট ইত্যাদি লক্ষণের উপর তত কিছু মূল্য স্থাপন করা যাইতে পারে না, যেহেতুক প্রায় সমুদায় পীড়ায় এবং অধিকাংশ ঔষধেরই ঐরূপ লক্ষণগুলি আছে।

১৫৪। এই লক্ষণ পীড়ার প্রতিষেধক অর্থাৎ নাশকারী, প্রকৃত নির্দ্দিষ্ট লক্ষণানুসারে ঠিক হইলে অতি শীঘ্র নিশ্চয় আরাম হইবে। এমন কি পীড়াটী অল্পদিনের হইলে কোন উপসর্গ না জন্মাইয়া উপযুক্ত শক্তির এক মাত্রাতেই আরাম করিয়া দিবে।

জলৌকা দ্বারা দূষিত রক্তগুলি পর্য্যন্ত বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। নির্ব্বোধ চিকিৎসক বোঝেন না যে, পীড়ার কারণ দূর না করিলে আবার রক্তাধিক্য হইবে। লাভের মধ্যে রোগীর মহামূল্যবান্ রক্ত শেষ করিয়াছেন। ধন্য চিকিৎসক!

১৫৫। কোন উপসর্গ না জন্মাইবার তাৎপর্য্য এই যে, সদৃশ ঔষধ যখন তাহার ক্রিয়া প্রকাশ করিতে থাকে, তখন পীড়ার লক্ষণগুলি তাহাদের কার্য্য করিতে থাকে এবং অধিক ক্ষমতাশালী সদৃশ ঔষধটী তাহার স্থান অধিকার করিয়া বসে ও তাহারা পরস্পর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এবং অন্যান্য অবশিষ্ট সদৃশ লক্ষণগুলি ইহার মাত্রা অত্যন্ত সূক্ষ্ম জন্য শরীরের অপরাংশে কোন ক্রিয়াই প্রকাশ করিতে পারে না, অর্থাৎ হোমিওপ্যাথিক্ ঔষধের ক্রিয়া কেবল পীড়িত স্থানেই প্রকাশিত হয় এবং প্রকৃতি শক্তির সহিত যোগ দিয়া মূল পীড়ার কারণ শরীর হইতে দূর করিয়া দেয়।

১৫৬। উপযুক্ত শক্তির ঔষধ ব্যবহার না হইলে তদ্দারা যাহারা ইহার শক্তির অধীন হয়, তাহাদের উপর এক প্রকার ঔষধজনিত ক্রিয়া প্রকাশিত হয়। কারণ ঔষধ এবং পীড়া দুইটী সমকোণিক এবং সমবাহুক ত্রিভুজের ন্যায় একই ভাবে সকল সময় একই শরীর অধিকার করিয়া থাকিতে পারে না, ঔষধজনিত অপরাপর লক্ষণগুলি জীবনী-শক্তির শক্তি দ্বারা বিদূরিত হয় এবং ধাতু বিশেষে ইহার ক্রিয়া অনুভবও করিতে পারে না। অতএব অন্য কোন ঔষধ বা অন্যায় পথ্য দ্বারা প্রতিবন্ধক না পাইলে ক্রমে ক্রমে আরাম হইয়া যাইবে।

১৫৭। কখন কখন এরূপ দেখা যায় হোমিওপ্যাথিক্ মতে এক আধ মাত্রা ঔষধ পড়িলে মূল পীড়ার বেগ বৃদ্ধি হইয়া কয়েক ঘণ্টা স্থায়ী হয়। এরূপ হইবার কারণ ঔষধজনিত পীড়ার বেগ বৃদ্ধি (Medical aggravation); এইরূপ অবস্থা হইলে আপনা আপনি পীড়ার সহিত ইহা নিবৃত্তি হইয়া যাইবে।

১৫৮। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রয়োগের পর প্রথম কয়েক ঘণ্টা ঐরূপ পীড়ার বেগ বৃদ্ধি হওয়া একটী সুলক্ষণ; বিশেষতঃ তখন পীড়ার এরূপ অবস্থা হইলে পীড়া আরাম করিতে এক মাত্রাই যথেষ্ট। যেহেতুক প্রকৃতির পীড়া হইতে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের শক্তি অধিকতর হওয়া উচিত।

১৫৯। হোমিওপ্যাথিক ঔষধের মাত্রা যতই কম হয় ততই ঔষধজনিত রোগ প্রথম কয়েক ঘণ্টা কম হইয়া থাকে।

১৬০। হোমিওপ্যাথিক ঔষধের মাত্রা যদিও কল্পনাতীত কম, তবুও এত কম কদাচ হইতে পারে না যদ্দারা ঔষধজনিত পীড়ার বেগ বৃদ্ধি না হইয়া

থাকে অর্থাৎ যত কেন কম মাত্রা প্রয়োগ হউক না কেন তাহাতে ঔষধ-জনিত ক্রিয়া অবশ্য কোন কোন শরীরে প্রকাশ পাইবেই (ন)।

১৬১। এইরূপ হোমিওপ্যাথিক ঔষধদ্বারা প্রথম কয়েক ঘণ্টা পীড়ার বেগ বৃদ্ধি দ্বারা হোমিওপ্যাথিক ঔষধের মুখ্য ক্রিয়া প্রকাশিত হয় (মূল পীড়ার বেগী বৃদ্ধি করে)। ইহা তরুণ পীড়ায় দেখা যায়; কিন্তু প্রাচীন পীড়ার ঐ বৃদ্ধি ৬, ৮, ১০ দিন পর্য্যন্ত সময় সময় প্রকাশ পাইয়া কিছুকালের জন্য নিবৃত্তি থাকে। মধ্যবর্ত্তী সময় যখন এরূপ বৃদ্ধি দেখা যায় না, তখন স্পষ্ট স্বাস্থ্যের উন্নতি দেখা দেয়। ঐ বৃদ্ধির সময় গত হইলে আরোগ্য-জনক ক্রিয়া বিনা প্রতিবন্ধকে চলিতে থাকে।

১৬২। আমরা যতগুলি ঔষধ সুস্থ শরীরে সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ করিয়া লইয়াছি তাহাদের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট উৎপন্ন লক্ষণ ভিন্ন অন্য কোন প্রকারের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ যদি কোন রোগীতে প্রকাশ থাকে, তবে অন্য একটী প্রকৃত ঔষধের অভাবে প্রমাণীকৃত ঔষধগুলির মধ্য হইতেই ঐরূপ অবশিষ্ট লক্ষণের সদৃশ লক্ষণ যে ঔষধ জন্মাইতে পারে অপার্য্যমাণে তাহাই প্রয়োগ করিতে হইবে।

১৬৩। এইরূপ একটী ঔষধের অভাবে অন্য একটী ঔষধ প্রয়োগ করিলে অতি সহজে পীড়া আরাম হইতে পারে না। কারণ এমত সমুদায় উৎপাত আরম্ভ হয়, যাহা পূর্ব্বে রোগীতে ছিল না। ঐ উৎপাতগুলি নির্দ্দিষ্ট ঔষধ না পড়ায় ঔষধজনিত উৎপাতই মনে করিতে হইবে। ইহাতেও পীড়ার অধিকাংশ লক্ষণ দূর হইয়া ঔষধের আরোগ্য-জনক ক্রিয়া আরম্ভ করিবে বটে, কিন্তু ঔষধের মাত্রা অধিক হইলে সময় সময় নূতন নূতন উপসর্গ দ্বারা রোগীর কিছু কষ্ট ভোগ করিতে হয়।

১৬৪। কিন্তু যদি ঔষধটী উপযুক্ত ঔষধটীর অভাবে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে এবং পীড়ার প্রকৃতি যদি ঔষধের প্রকৃতির

(ন) বিপরীত মতের চিকিৎসকেরাও যদি ঔষধ প্রয়োগের পর পীড়ার বেগ বৃদ্ধি হয়, বলিয়া থাকেন যে, ঐ ঔষধেই নিবৃত্তি হইয়া যাইবে। যদি তাহাই হয়, তবে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ যে পারিল না, তাহারও কি যুক্তি আছে? পাঁচড়ার ঔষধ গন্ধক প্রয়োগে ঐরূপ হইতে দেখা যায়।

সহিত অধিকাংশই ঐক্য হয় তাহা হইলে কোন অসুখ না জন্মাইয়া পীড়া আরাম করিয়া দিবে।

১৬৫। যদি ঔষধটী পীড়ার সমুদায় লক্ষণের বা নির্দ্দিষ্ট লক্ষণের সহিত না মিলাইয়া কেবলমাত্র সামান্য অসম্পূর্ণ অনির্দ্দিষ্ট লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া, প্রয়োগ করা যায় (যেমন শরীর বমি বমি, দুর্ব্বলতা, শিরঃপীড়া, ইত্যাদি) তাহা হইলে শীঘ্র শীঘ্র সন্তোষজনক ফল পাইবার আশা করা যাইতে পারে না।

১৬৬। এ পর্য্যন্ত হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্যতত্ত্বে বহুসংখ্যক ঔষধ যোগ হওয়ায় নির্দ্দিষ্ট লক্ষণানুসারে ঔষধ প্রয়োগ করিতে কদাচ ঔষধের অভাব হইয়া পড়ে। যদি ঐ নির্দ্দিষ্ট ঔষধটী পরেও প্রয়োগ করা হয়, তাহা হইলে পীড়া আরাম হইবার বিলম্বের আশঙ্কা আর থাকে না।

১৬৭। যদি কোন তরুণ পীড়ায় অন্ত্যমিশ্রযুক্ত ঔষধ দ্বারা কোন একটী নূতন উৎপাত উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ঐ ঔষধের প্রথম মাত্রারও ক্রিয়া হইতে দেওয়া উচিত নহে। ঐরূপ হইবামাত্র রোগীর নূতন অবস্থান্তর এবং পূর্ব্বের পীড়ার সহিত যোগ রাখিয়া পুনর্ব্বার বিশেষ করিয়া বিশেষরূপে পরীক্ষা করতঃ বর্ত্তমান পীড়ার একটী প্রতিবিম্ব প্রস্তুত করিতে হইবে।

১৬৮। এইরূপ করিলে আমাদের বহুসংখ্যক পরীক্ষিত ঔষধ হইতে পীড়ানুযায়ী ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে অনেক সাহায্য হইবে এবং কেবলমাত্র একবারের ব্যবস্থায় রোগী আরাম হইবে। আর যদি সম্পূর্ণ আরামও না হয়, তবুও আরোগ্যের প্রায়ই নিকট আনয়ন করিবে। ইহার যেটুকু উপসর্গ থাকিয়া যায়, তজ্জন্য অবস্থানুযায়ী অন্য একটী উপযুক্ত ঔষধ পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিলেই রোগী সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করিবে।

১৬৯। কখন কখন এরূপ হইয়া থাকে, যে সমুদায় ঔষধ আমাদের জানা আছে, তাহা কোন পীড়াতে প্রয়োগ করা যথেষ্ট নহে অর্থাৎ রোগীর কতকগুলি লক্ষণ একটী ঔষধের সহিত এবং আর কতকগুলি লক্ষণ অন্য একটী ঔষধের লক্ষণের সহিত ঐক্য হয়। এমত স্থলে যে ঔষধটী অধিকাংশ লক্ষণই দূর করিতে সক্ষম সেইটী প্রয়োগ করিতে হইবে। যে সমুদায় লক্ষণ দূর করিবার জন্য এই ঔষধ প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহা অন্তর্হিত হইবার পর রোগীকে পুনর্ব্বার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। যদি পরীক্ষায় পূর্ব্ববর্ত্তী

অবশিষ্ট লক্ষণগুলি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে অন্য যে ঔষধটী প্রয়োগ করা হয় নাই তাহাই প্রয়োগ করিতে হইবে। আর যে ঔষধ প্রয়োগ করা হইয়াছে তদ্দারা যদি পূর্ব্বাবস্থা অর্থাৎ অবশিষ্ট লক্ষণ পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, তবে বর্ত্তমানাবস্থানুসারে অন্য একটী উপযুক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১৭০। এইরূপ অবস্থান্তর অন্যান্য রোগীতে ঔষধ প্রয়োগের পর দেখা দিলে, অবশিষ্ট লক্ষণগুলি স্বতন্ত্রভাবে লিখিয়া তদনুযায়ী ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে (পূর্ব্বে যাহা প্রয়োগ করা হইবে বলিয়া মনে করা হইয়াছিল তাহা আর প্রয়োগ করিতে হইবে না) অর্থাৎ দ্বিতীয় বার পরীক্ষা করিয়া যাহা পাওয়া যায় তাহার উপরই অধিক বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত।

১৭১। জননেন্দ্রিয়গত কোন বিষ অর্থাৎ সাইকোসিস্ এবং উপদংশ হইতে যে পীড়া উৎপন্ন না হইয়া কেবল সোরা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, এমত পীড়ার জন্য ক্রমান্বয়ে অনেক সোরার প্রতিষেধক ঔষধ (Antpsorics) এক একটী ঔষধের কতকটী প্রধান লক্ষণ লইয়া প্রত্যেক ঔষধের ক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত অন্য ঔষধ ব্যবস্থা করা উচিত নহে।

১৭২। কোন কোন পীড়া এরূপ দেখা যায় যে তাহার সমুদায় লক্ষণ প্রকাশ পায় না। এরূপ পীড়া আরাম করা অতীব কঠিন। এরূপ রোগীকে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করিতে হইবে।

১৭৩। যে সমুদায় পীড়া সমুদায় লক্ষণ প্রকাশ করে না, তাহাদিগকে সহজে আরাম করা যাইতে পারে না (এইরূপ পীড়াকে আংশিক পীড়া কহে)। এইরূপ পীড়ায় ২কি ১টী লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিয়া অবশিষ্ট লক্ষণগুলিকে কখনই প্রকাশ হইতে দেয় না। এইরূপ অধিকাংশ পীড়াই প্রাচীন পীড়ার অন্তর্গত।

১৭৪। তাহারা যে দুই একটী প্রধান লক্ষণ প্রকাশ করে, তাহাদের মধ্যে কোন কোন রোগীর আভ্যন্তরিক লক্ষণ যেমন শিরঃশূল, অতিসার, দীর্ঘকাল স্থায়ী অন্ত্রগত বেদনা ইত্যাদি; অথবা বাহ্যিক চর্ম্মগত কোন পীড়া। শেষের প্রকারের পীড়াগুলিকে স্থানীয় পীড়া বলিয়া নাম দেওয়া হয়।

১৭৫। এইরূপ আভ্যন্তরিক সমুদায় পীড়ার লক্ষণ যদি সম্পূর্ণরূপে অনুসন্ধানে বাহির না হয়, তবে চিকিৎসকের মনোযোগের অভাব জন্যই এরূপ হয়।

১৭৬। অবশ্য এরূপ একটী পীড়াও আছে তাহাদের কেবল কয়েকটী স্পষ্ট

এবং যন্ত্রণাদায়ক লক্ষণ ভিন্ন আর কিছুই প্রকাশ পায় না, সুতরাং বিশেষ অধ্যবসায়ের সহিত হাজার চেষ্টা করিয়া দেখিলেও কেমন যেন অসম্পূর্ণ বিশেষ ভাব প্রকাশ করে।

১৭৭। যদি এরূপ পীড়ার সংখ্যা কম হউক এবং ঔষধ নির্ব্বাচনে প্রথমতঃ অত্যন্ত কঠিন বিবেচনা হয়, তবুও ঐ প্রধান লক্ষণটী উপযুক্ত সদৃশ ঔষধের ব্যবস্থা বাহির করিয়া দিবে।

১৭৮। এরূপও কখন ঘটিতে পারে যে ঐরূপ আংশিক পীড়াও কোন একটী অত্যন্ত সতর্কতার সহিত নির্ব্বাচিত ঔষধ দ্বারা আরাম হইতে পারে। রোগীর কিরূপ যে একটা অস্পষ্ট ভাব প্রকাশ পায়, যদি ঐ ঔষধটীর ঐরূপ ভাব জন্মাইবার শক্তি থাকে, তাহা হইলেই ঐরূপ পীড়া আরাম হইয়া থাকে।

১৭৯। অধিকাংশ স্থলেই প্রধান লক্ষণের অভাবে সর্ব্বপ্রথমেই প্রধান ঔষধটী নির্ব্বাচিত হইতে পারে না অর্থাৎ প্রায়ই প্রথমে অসম্পূর্ণ ব্যবস্থা হইয়া থাকে।

১৮০। যদিও রোগের লক্ষণানুসারে ঔষধ নির্ব্বাচন করা হয়, তবুও পীড়ার সম্পূর্ণ অংশের সহিত কোন ঐক্য না থাকিতে পারে, সুতরাং ইহার সহিত উপযুক্ত ঔষধের অভাবে নূতন নূতন লক্ষণ যোগ হইতে পারে (১৬২ সূত্র এবং পরে দেখ)। প্রকৃত ঔষধটীর অভাবে অন্য ঔষধ প্রয়োগে ইহার নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ পীড়ার লক্ষণের সহিত যোগ দিতে পারে; কিন্তু এরূপ লক্ষণকে পীড়ার লক্ষণই মনে করিতে হইবে, যদিও ঐ সমুদায় লক্ষণ রোগীতে কখনও প্রকাশ পাইয়া না থাকুক। অর্থাৎ রোগীর বোধশক্তি অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়া থাকে যাহা রোগী পূর্ব্বে কখনই বোধ করে নাই।

১৮১। শেষের ঔষধটী প্রয়োগে ঐ নূতন লক্ষণটী উপস্থিত হইয়াছে কেবল ইহাই মনে করিতে হইবে না। ইহা ঠিক যে ইহা ঔষধের দ্বারাই প্রকাশিত হইয়াছে; কারণ কোন কোন ধাতুতে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত লক্ষণগুলি ঔষধের শক্তিদ্বারাই প্রকাশিত হইয়া পড়ে (প্রকাশমান প্রধান লক্ষণ ঔষধ দ্বারা দূর হইবার জন্য।) অতএব এইক্ষণ যে সমুদায় লক্ষণসমষ্টি প্রকাশিত হইল, ইহা দ্বারাই উপযুক্ত ঔষধটী নির্ব্বাচন করিতে হইবে। (প)

(প) ঔষধ ভিন্ন পথ্যের ব্যভিচার, অত্যন্ত রাগ, অথবা অন্য প্রকারের বিশেষ উত্তেজনার

১৮২। অতএব যদিও কোন ঔষধ অসম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাচিত হয়, তবুও ইহা প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত প্রধান প্রধান লক্ষণগুলি ইহার শক্তি দ্বারা বাহির করিয়া দিবে, সুতরাং উপযুক্ত ঔষধটীও বাহির হইবে।

১৮৩। প্রথম মাত্রায় ঔষধের উপকারজনক ক্রিয়া শেষ হইবামাত্র, পীড়ার পুনরায় নূতন লক্ষণ সংগ্রহ করিয়া ঐ লক্ষণানুযায়ী ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে। ইহাতে সহজেই সমুদায় লক্ষণ প্রকাশ হইয়া পড়িবে। যদি নূতন লক্ষণগুলি অতি যন্ত্রণাদায়ক না হয়, তবে নূতন ব্যবস্থানুযায়ী ঔষধ প্রয়োগ করিতে কোন ইতস্ততঃ করিতেও হইবে না। দীর্ঘকাল স্থায়ী কোন পীড়ায় কদাচ এইরূপ বৃদ্ধি দেখা যায়। (ফ)

১৮৪। প্রত্যেক ঔষধের ক্রিয়া শেষ হইলে পর পুনরায় রোগীকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে যে এখনও রোগীতে কোনও লক্ষণ পাওয়া যায় কি না। যদি তাহার নূতন লক্ষণ সমষ্টি সংগৃহীত হয় তবে তদনুযায়ী ঔষধ প্রয়োগ করিতে থাক যে পর্য্যন্ত রোগীর সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য আনীত না হয়।

১৮৫। আংশিক পীড়া বলিয়া যে সমুদায় পীড়ার নাম দেওয়া হইয়াছে তাহাদের অন্তর্গত স্থানীয় পীড়া বলিয়া আর কতকগুলি নাম আছে। এই পীড়ার কতকগুলি লক্ষণ শরীরের উপরিভাগে প্রকাশ পায় জন্য প্রাচীন মতের চিকিৎসকেরা মনে করেন যে তাহারা সমুদায় শরীরকে আশ্রয় না করিয়া যে কেবল একটী স্থানকে আশ্রয় করিয়া থাকে,—কি যুক্তিশূন্য অবৈজ্ঞানিক মত। তাঁহাদের দ্বারা এই পীড়ার চিকিৎসায় যে কি অনিষ্ট সাধিত হয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। (সদৃশ আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞানের প্রাচীন পীড়া দেখ।)

১৮৬। অতি অল্প দিন হইল কোন চোট লাগিয়া যে পীড়া হয় তাহাকে স্থানীয় পীড়া একরূপ বলিলেও বলা যায়। তাহাই বা কি প্রকারে বলা

কারণ হইতে কোন কোন লক্ষণ যে প্রকাশ পায় তাহার জন্য কোন ঔষধের ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন আবশ্যক করে না। স্ত্রীলোকদিগের ঋতু, গর্ভ ইত্যাদি জনিত ঐরূপ ঘটনা হইতে পারে।

(ফ) কখন কখন স্নায়ুর ক্রিয়ার দুর্ব্বলতা হেতু রোগীর কোন লক্ষণই প্রকাশ পায় না, অথচ রোগী এরূপ যন্ত্রণা বোধ করে যে তাহা কথায় প্রকাশ করিতে পারে না। এতদবস্থায় রোগীকে দুই এক মাত্রা ওপিয়াম দিলে সমুদায় লক্ষণই প্রকাশ হইয়া পড়ে

যাইতে পারে, কারণ শরীরের কোন অংশে সামান্য একটুকু চোট লাগিলেও সমুদায় শরীরই কষ্ট বোধ করে, কেবল আঘাতপ্রাপ্ত স্থান কষ্ট বোধ করে না, এমন কি তাহার সন্তাপে সমুদায় শরীরে জ্বর হয়। শরীরের উপরি ভাগের পীড়ায় যেটুকু অস্ত্রের সাহায্য আবশ্যক করে সেটুকু অস্ত্র-চিকিৎসার অন্তর্গত, যেমন শরীরের কোন স্থানে শল্য বিদ্ধাবস্থায় থাকিলে জীবনী-শক্তি নিজ শক্তি দ্বারা ইহা নিক্ষেপ করিতে অক্ষম হইলে অস্ত্রের সাহায্যে ইহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া উচিত। অস্থির স্থানচ্যুতি হইলে তাহাকে স্বাভাবিকাবস্থায় আনয়ন; ব্যাণ্ডেজ দ্বারা ক্ষতের প্রান্ত জোড়া লাগান; ভিতরে কোন স্থানে পুঁয সঞ্চয় হইয়া গর্ত্ত করিয়া ফেলিলে তাহা বাহির করিয়া দিবার জন্য দ্বার প্রস্তুত করিয়া দেওয়া উচিত; ভগ্ন অস্থি জোড়া লাগান উচিত ইত্যাদি। এই সমুদায় স্থানীয় পীড়াতে সমুদায় শরীর আক্রান্ত হইবার জন্য ঔষধ সেবন আবশ্যক হয়। যেমন চোট বা অগ্নিদগ্ধ জনিত জ্বরে প্রকৃতিকে স্বাভাবিকাবস্থায় আনিবার জন্য সদৃশ ব্যবস্থানুযায়ী ঔষধ প্রয়োগ আবশ্যক হয়। (ব)

১৮৭। এমত কতকগুলি স্থানীয় পীড়া আছে যাহা কোন চোট দ্বারা উৎপন্ন হয় নাই, অথবা যদি কোন চোট দ্বারাও হইয়া থাকে তবে বহুকাল পূর্ব্বে চোট পাইবার জন্য হইয়া আছে। এরূপ স্থানীয় পীড়ার বিশেষ কোন আভ্যন্তরীক কারণ আছে। এইরূপ পীড়াকে স্থানীয় পীড়া মনে করিয়া অস্ত্রচিকিৎসা বা বাহ্য প্রয়োগের ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করা যে কিরূপ বিপদজনক তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। (সদৃশ আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞানের প্রাচীন পীড়া দেখ)।

১৮৮। এই পীড়াগুলি শরীরের কোন অংশে দেখা দিলে তাহারা নিজেই দেখা দিল অর্থাৎ শরীরের অন্যান্য অংশের সহিত তাহাদের কোন সংশ্রব নাই এই মনে করা হইত। শরীরের এক অংশে ঐরূপ দেখা দিলে

(ব) আমরা জিজ্ঞাসা করি পীড়াও স্থানীয় তবে ঔষধ সেবনের আবশ্যকতা কি? স্থানীয় পীড়ায় সমুদায় শরীরে জ্বর হয় কেন? আমরা ইহাও দেখি চর্ম্মের উপর কোন পীড়া হইলে ছুরিকা দ্বারা চাঁচিয়া ফেলিয়া পীড়া যেন দূর করিয়া দেয়, আবার কয়েক দিন পর যেমন পীড়া সেইরূপই দেখা দেয়। কি আশ্চর্য্য পীড়া যেন জড় শরীরটিরই। ফোড়াগুলি কষ্টিক দিয়া পোড়াইয়া আরাম করিবার চেষ্টা যে কি সাংঘাতিক তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

অপরাংশে শরীরে যে এমত একটী স্থানীয় পীড়া আছে তাহার অস্তিত্ব শরীর কোন মতেই টের পাইত না। (ভ)

১৮৯। অল্প কিছু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বোঝা যাইতে পারে যে বাহ্যিক কোন পীড়া হইতে পারে না; অথবা আভ্যন্তরিক কারণ ব্যতীত পীড়া বৃদ্ধি পাইতে পারে না; অর্থাৎ সমুদায় শরীরকে ভোগ করিতে হয় এবং ইহাই পীড়িত অবস্থা জন্মায়। সমুদায় স্বাস্থ্যের পরিবর্ত্তন না জন্মাইয়া কোন স্থানীয় পীড়া হইতে পারে না, পীড়া বলিলে জীবনী-শক্তিকে আক্রমণ করা বুঝায়, যে জীবনী-শক্তি সমুদায় যন্ত্রের উপর আধিপত্য করিতেছে; জীবনী-শক্তি আক্রান্ত না হইলে কোন পীড়াই হইতে পারে না। সমুদায় শরীর ইহা দ্বারা এরূপ ভাবে রক্ষিত হয় যে কোন অংশে যদি অল্প কিছুকালের জন্য ইহার ক্রিয়া রহিত হয়, তবে সমুদায় শরীরের পচন-ক্রিয়া আরম্ভ হয়; এমন কি ওষ্ঠের উপরের সামান্য একটী ব্রণের দ্বারাও মৃত্যু সংঘটিত হয়। (ম)

১৯০। অতএব পীড়া সমূলে আরাম করিবার জন্য কেবলমাত্র সেবনের ঔষধ দ্বারা রোগীর সমুদায় শরীরের পরিবর্ত্তনের উপর দৃষ্টি রাখিয়া লক্ষণ সমষ্টি লইয়াই ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে। অর্থাৎ স্থানীয় অপচয়ের উপর তত কিছু দৃষ্টি না রাখিয়া সমুদায় লক্ষণসমষ্টি লইয়াই ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে।

(ভ) বহুবিধ চর্ম্ম-রোগ যাহা শরীরের সমুদায় ধাতুকে নষ্ট করিয়া শরীর দিয়া বহির্গত হয় তাহারা যেন কোন পীড়ার মধ্যেই গণ্য নহে। আমরা জিজ্ঞাসা করি আমাদের অনেকরূপ জ্বর হইয়া থাকে, সেই সমুদায় জ্বরের পর বসন্ত, হাম ইত্যাদি শরীর দিয়া বহির্গত হয়। উদ্ভেদগুলি কি ভিতর হইতে বহির্গত হয় না? যে কোন চর্ম্ম রোগই হউক না কেন তাহারা বাহির হইতে শিকড় বসায় না। শিকড় বসাইতে ভিতর হইতে বসাইয়া উপরে বহির্গত হয়, এই ত আমরা বুঝি। বাহিরের বীজ লইয়া টিকা দিলেও সমুদায় শরীরে গ্রহণ করিবার সময় জ্বর হইয়া থাকে; তদনন্তর যখন বাহির করিয়া দিবার চেষ্টা করে, তখনি শরীরের উপর দেখা দেয়।

(ম) ক্ষুদ্র একটী পিপীলিকার কামড় দ্বারা কে আক্রান্ত হয়? জীবনী-শক্তি! তবে কি দীর্ঘ-কালস্থায়ী কোন স্থানীয় পীড়া দ্বারা জীবনী-শক্তির কোন কষ্ট হয় না? পীড়াটী কি জড় শরীরের? জড়ে কি পীড়া আছে? চর্ম্ম-রোগ হইতে সাংঘাতিক আর কি পীড়া আছে? বসন্ত, হাম, পাঁচড়া, খাইজ, দদ্রু ইত্যাদি ভয়ানক জিনিষ তাহা কি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে হইবে? (সদৃশ আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান দেখ)।

১৯১। বহুদর্শিতা দ্বারা ইহা প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগের পরই শরীরের বাহিরে পীড়িত স্থানে একরূপ পরিবর্ত্তন ঘটায়। সদৃশ ঔষধের আরোগ্যজনক ক্রিয়া যখন চলিতেথাকে তখন, সমুদায় শরীরে একরূপ উন্নতি দেখা যায় এবং বাহ্যিক ঔষধের সাহায্য ভিন্ন পীড়া আপনা আপনি অন্তর্হিত হইয়া থাকে।

১৯২। ঔষধ সেবনের পূর্ব্বে, সেবনের সময় এবং পরে রোগীর সমুদায় লক্ষণ এবং অন্যান্য যে বিশেষ ভাব দেখা যায় তাহার সহিত ঐ স্থানীয় পীড়াটিকে কোন একটী প্রধান লক্ষণ শ্রেণীভুক্ত করিবে, ঔষধ নির্ব্বাচনের জন্য পীড়াটীর প্রতিবিম্ব প্রস্তুত হইলে সদৃশ ব্যবস্থানুসারে প্রকৃত উপযুক্ত ঔষধটী প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

১৯৩। এইরূপ আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগে শারীরিক পীড়িতাবস্থা ঐ স্থানীয় পীড়ার সহিত আরাম হইয়া যায়, এমন কি পীড়া অল্পদিনের হইলে এক মাত্রাই যথেষ্ট, সুতরাং সমুদায় শরীরের পীড়িতাবস্থা না হইলে এরূপ হইবার কোন কারণ নাই। অতএব ঐ স্থানীয় পীড়াটী একটী প্রধান লক্ষণ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

১৯৪। বাহ্য প্রয়োগের কোন ঔষধ দ্বারা যে স্থানীয় পীড়া শীঘ্র বৃদ্ধি পাইতে থাকে, অথবা যে স্থানীয় পীড়া দীর্ঘকাল স্থায়ী, ঔষধটী ঐ পীড়া সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট ঔষধ হইলেও কখনই আরাম হইবে না। তরুণ স্থানীয় প্রদাহ দ্বারা বিসর্প যাহা কোন শক্ত চোট হইতে উৎপন্ন নহে অর্থাৎ আভ্যন্তরিক কোন কারণ হইতে উৎপন্ন আমাদের পরীক্ষিত ঔষধ (যেমন একোনাইট, বেলাডোনা, মার্ক-সল ইত্যাদি) হইতে দিলেই পীড়াকে নষ্ট করিয়া থাকে। কখন কখন দেখা যায় সুব্যবস্থার সহিত পথ্য চালাইয়া লক্ষণের সহিত মিলাইয়া ঔষধ প্রয়োগেও কোন ফল পাওয়া যায় না, তবে মনে করিতে হইবে রোগী ভিতরে ভিতরে সোরা দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে, যে সোরা শরীরের মধ্যে নির্জ্জীবাবস্থায় পড়িয়াছিল, সুতরাং ইহার যোগে পীড়াটী প্রাচীন আকার ধারণ করিয়াছে।

১৯৫। সোরাগ্রস্ত স্থানীয় পীড়ার রোগীর সংখ্যা কম নহে। পীড়ার তরুণাবস্থা দূর হইলে পর সোরার প্রতিষেধক ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা চালাইতে হইবে (সদৃশ আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞানের প্রাচীন পীড়া দেখ) প্রমেহ ও উপদংশজ

বিষ শরীরে না থাকিলে কেবলমাত্র সোরার প্রতিষেধক ঔষধ দ্বারাই চিকিৎসা করা উচিত।

১৯৬। এরূপ অনুমান করা হয় যে, যে ঔষধ আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করা হয় সেই ঔষধ বাহ্য প্রয়োগ করিলে রোগী শীঘ্র শীঘ্র আরোগ্য লাভ করিতে পারে, ইহাতে বিপদের আশঙ্কা নাও থাকিতে পারে।

১৯৭। এইরূপ বাহ্য প্রয়োগের ঔষধ দ্বারা ঐরূপ স্থানীয় পীড়ার চিকিৎসা কোন মতেই অনুমান করা যাইতে পারে না। কেবল সোরার সম্বন্ধে স্থানীয় পীড়ার ঔষধ প্রয়োগ করিতে যে আমাদের প্রধান আপত্তি এমত নহে, যে সমুদায় স্থানীয় পীড়া সাইকোসিস্ বা উপদংশজ তাহাও বাহ্য প্রয়োগের ঔষধ দ্বারা কখন আরাম করিবার চেষ্টা করা উচিত নহে। বাহ্য প্রয়োগের ঔষধ প্রয়োগ করিলে প্রধান একটী অসুবিধা এই যে স্থানীয় প্রধান লক্ষণটী অতি শীঘ্র আরাম হইয়া যায়। ইহাতে আমাদের এরূপ ভ্রম হইতে পারে যে পীড়াটী আরাম করিয়াছি, বাস্তবিক ভিতরে উহার কারণ বর্ত্তমান থাকিয়া যাইতে পারে।

১৯৮। এই জন্য যে ঔষধ আভ্যন্তরিক প্রয়োগে পীড়া আরাম হয়, তাহা বাহ্য প্রয়োগে ব্যবহার করা উচিত নহে। যে হেতুক পীড়ার স্থানীয় প্রধান লক্ষণটীর অভাবে আমরা উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারি না।

১৯৯। যত দিন আভ্যন্তরিক হোমিওপ্যাথিক ঔষধগুলি পরীক্ষা দ্বারা বাহির করা না হইয়াছিল সে পর্য্যন্ত কষ্টিক ইত্যাদি বাহ্য প্রয়োগে ব্যবহার করিয়া উপরের প্রকাশ্যমান লক্ষণগুলি ভিতর পানে তাড়াইয়া দিয়া মনে করা হইত পীড়া আরাম করা হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় রোগীর প্রধান লক্ষণটী না পাওয়ায় পীড়া আরাম করা অতীব কঠিন।

২০০। যদি ঐ প্রধান লক্ষণটী এখনও বর্ত্তমান থাকে, এবং সদৃশ ঔষধ আভ্যন্তরিক প্রয়োগে অন্তর্হিত হয়, তবে পীড়া যে নিঃসন্দেহ রূপে আরাম হইয়াছে তাহাতে আর কোনও সন্দেহ করা যাইতে পারে না।

২০১। যখন কোন প্রাচীন পীড়া শরীরের কোন প্রধান যন্ত্র নষ্ট করিয়া জীবনী-শক্তিকে নষ্ট করিবার উপক্রম করে, তখন জীবনী-শক্তি ভিতরের পীড়ার বেগ প্রশমিত করিবার জন্য চেষ্টা করায় ইহার বেগ শরীরের উপর পানে হইয়া শরীরের উপরিভাগের কোন স্থানে স্থানীয় পীড়ার

আকারে আশ্রয় গ্রহণ করে। এইরূপ করায় কিছু কালের জন্য ভিতরের পীড়া সাম্যাবস্থায় থাকে বটে, কিন্তু পীড়া বাস্তবিক আরাম হয় না (ষ)। যে-রূপেই হউক না কেন স্থানীয় পীড়া সমুদায় পীড়ার একটী অংশ মাত্র, যাহা জীবনী-শক্তি ইহার সুবিধার জন্য শরীরের এক দিকে এমত এক স্থানে তাড়াইয়া দেয় যে আভ্যন্তরিক কোন সাংঘাতিক অবস্থান্তর না জন্মাইতে পারে। জীবনী-শক্তির এইরূপ বহির্দ্দিকে তাড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা দ্বারাও ইহার বিশেষ কিছু উপকার হয় না, কারণ প্রকৃতির এইরূপ চেষ্টা করা সত্বেও অনবরত আভ্যন্তরিক পীড়ার বেগ যত বৃদ্ধি হইতে থাকে, তৎ সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় পীড়াও প্রকৃতির আভ্যন্তরিক পীড়া দূর করিবার জন্য ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পায়। শরীরে উপদংশজ বিষ কিম্বা সোরা থাকিবার জন্য পায়ের পুরাতন ক্ষত কিম্বা কর্কট রোগ বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

২০২। প্রাচীন মতের চিকিৎসক যখন বাহ্যিক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া মনে করিতে থাকেন যে তিনি স্থানীয় পীড়া আরাম করিতেছেন, এমত সময় আভ্যন্তরিক পীড়ার বেগ বৃদ্ধি পাইবামাত্র বলেন যে তাঁহার ঔষধের তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া স্নায়ুকে আক্রমণ করিয়া বসিয়াছে।

২০৩। সুতরাং কোন প্রকারের পুরাতন বিষ শরীরে থাকিয়া যে কোন স্থানীয় পীড়াই হউক না কেন তাহা যে কোন বাহ্য প্রয়োগের ঔষধ দ্বারা আরাম করিবার চেষ্টা তাহা বৃথা, বরং তদ্দ্বারা বিশেষ অনিষ্টই হইয়া থাকে। প্রলেপের ঔষধ দ্বারা থাইজ, পাঁচড়া, চুলকনা আরাম করা হইত, কর্কট রোগ ক্ষার দ্বারা পুড়াইয়া দিয়া আরাম করা হইত; সাইকোটিক্ উদ্ভেদ এইরূপ কোন প্রকারে দূর করিয়া দেওয়া হইত। এই প্রকার বহুবিধ স্থানীয় পীড়া বাহ্য প্রয়োগের ঔষধ দ্বারা আরাম করিবার চেষ্টায় অসংখ্য প্রকারের প্রাচীন পীড়ার সহিত পীড়া উৎপন্ন হইত। এখন পর্য্যন্তও বিপরীত-মতাবলম্বীরা ঐরূপ সাংঘাতিক চিকিৎসা করিয়া থাকেন। (র)

(ষ) এই জন্য কোন একটী কৃত্রিম ক্ষত শরীরের উপরে দীর্ঘ কাল রক্ষা করিলে, কিছু কালের জন্য আশু উপশম বোধ হয় বটে, কিন্তু ইহা দ্বারা উপকার না হইয়া শরীর ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া বরং অধিক অপকারই হইয়া থাকে।

(র) এমন কি আভ্যন্তরিক যে সমুদায় ঔষধ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া প্রয়োগ করা

২০৪। যত প্রকারের প্রাচীন পীড়া আছে তাহাদিগকে দুই প্রধান শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে। এক দিকে ব্যভিচার এবং ঔষধজনিত দুরারোগ্য অসংখ্য প্রকারের পীড়া, অন্য দিকে সোরা, সাইকোসিস্ এবং উপদংশ জনিত পীড়া। এই তিন প্রকার বিষের মধ্যে প্রত্যেক প্রকারের বিষ শরীরের সমুদায় যন্ত্রকে আক্রমণ করিয়া ইহাদের মুখ্য ক্রিয়া সোরার উদ্ভেদ পাঁচড়ার আকারে, উপদংশজ বিষের স্যাঙ্কার বা বাগীর আকারে, এবং সাইকোসিসের উদ্ভেদ ফুলকপির আকারে আভ্যন্তরিক পীড়ার বেগ নষ্ট করিবার জন্য প্রকাশ পায়। যখন ঐ বাহ্যিক লক্ষণ কোন ঔষধের ক্রিয়া দ্বারা দাবা মারিয়া থাকে, তখন দুই দিন অগ্রপশ্চাৎ আভ্যন্তরিক যন্ত্র আক্রান্ত হইয়া পড়ে। সদৃশ ব্যবস্থানুসারে ঔষধ প্রয়োগ না করিলে মানবজাতি যেমন বহু শতাব্দী হইতে এই পীড়া দ্বারা ভুগিয়া আসিতেছে, সেইরূপ আরও কত শতাব্দী ভোগ করিবে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

২০৫। সদৃশ চিকিৎসায় প্রাচীন পীড়ার বিশেষ মুখ্য এবং গৌণ ক্রিয়ার উপর লক্ষ্য রাখিবার আবশ্যক নাই, অথবা বাহ্য প্রয়োগের ঔষধ বা অস্ত্রচিকিৎসায় পীড়া আরাম করিবার চেষ্টা করা উচিত নহে। কিন্তু কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইলে সদৃশ ঔষধে পুরাতন বিষ নষ্ট করার সঙ্গে সঙ্গে গৌণ এবং মুখ্য ক্রিয়া শেষ হইয়া যায়। কিন্তু যদি মুখ্য ক্রিয়া কোন এলোপ্যাথিক ঔষধের দ্বারা নষ্ট করা হইয়া থাকে তবে তাহা জানা আবশ্যক হইয়া থাকে। আভ্যন্তরিক সোরা হইতে যে গৌণ ক্রিয়া প্রকাশ পায় তাহার উপরই বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। (সদৃশ আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞানের প্রাচীন পীড়া দেখ)।

২০৬। কোন প্রাচীন পীড়ার রোগীর চিকিৎসা আরম্ভ করার পূর্ব্বে চিকিৎসকের জানিয়া লওয়া উচিত যে তাহার রোগীর জননেন্দ্রিয়গত বা সাইকোটিক্ প্রমেহ তাহার কখনও ছিল কি না। ইহার মধ্যে যাহার লক্ষণ পাওয়া যায় তাহার লক্ষণানুসারে চিকিৎসা চালাইতে হইবে। এরূপ মিশ্র পীড়া প্রায়ই বর্ত্তমানে দেখা যায় না। যদি রোগী ঐরূপ কোন বিষয় স্বীকার করে তাহা হইলে সোরার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াই চিকিৎসা চালাইতে

হইত, তাহাদের সহিত পীড়ার কোন সম্বন্ধ না থাকায় রোগীর স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া ঔষধজনিত পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হইয়া শীঘ্রই জীবনীশক্তি নষ্ট হইত

হইবে। যদি কোন প্রাচীন পীড়া উপদংশের যোগে চলে তাহা হইলে প্রথমতঃ সোরার ঔষধ প্রয়োগ না করিয়া উপদংশের ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে না। (সদৃশ আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান দেখ)।

২০৭। এই সমুদায় বিষয় ঠিক হইলে পর শেষে বিশেষ অনুসন্ধানে জানিতে হইবে যে কি রকম এলোপ্যাথিক চিকিৎসা হইয়াছিল; এবং বর্ত্তমানেও কি প্রকার চিকিৎসা চলিতেছে এবং কি কি উগ্রবীর্য্য ঔষধ প্রয়োগ করা হইয়াছে, কি প্রকার মিনারাল্ বাথ্ ব্যবহার করা হইয়াছে এবং ঐরূপ করাতে কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সর্ব্বশেষে সদৃশ ব্যবস্থানুসারে চিকিৎসা করিতে হইলে ঐ সমুদায় অনিষ্টকর ঔষধ যাহাতে আর ব্যবহার না করে তজ্জন্য বিশেষ সতর্ক করিয়া দিতে হইবে।

২০৮। পীড়ার সম্বন্ধে সকল বিষয় পরীক্ষা শেষ হইলে পর রোগীর বয়স, যে ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, খাদ্য, সেবা, সাংসারিক অবস্থা, সামাজিক অবস্থা, মানসিক গতি, প্রকৃতি প্রভৃতি যদি পীড়ার আরোগ্য সম্বন্ধে প্রতিবন্ধক হয়, ইহার প্রত্যেক বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ এবং মানসিক ভাবের দ্বারা যদি তাহার মনের গতি পরিবর্ত্তন করিয়া দিবার আবশ্যক হয় তাহাও করিতে হইবে।

২০৯। রোগীকে বহু বার দেখার পর পূর্ব্বোল্লিখিত বিষয়গুলি লিখিয়া শেষ করিলে চিকিৎসকের রোগীর পীড়ার বিষয় যতদূর জানা আবশ্যক তাহা জানা হইবে এবং সমুদায় লক্ষণের মধ্যে যে লক্ষণটী নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ তাহাও চিহ্ন দিয়া রাখিতে হইবে। এই সমুদায় লক্ষণ দ্বারা চালিত হইয়া প্রথমতঃ সোরা, সাইকোসিস্ বা উপদংশের প্রতিষেধক ঔষধ ইত্যাদি দিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিতে হইবে।

২১০। বহুসংখ্যক সোরাজনিত স্থানীয় পীড়ায় সমুদায় লক্ষণ প্রকাশ না থাকিয়া কেবলমাত্র একটী প্রধান লক্ষণ প্রকাশ থাকে জন্য রোগী আরাম করা অত্যন্ত কঠিন। মানসিক পীড়া সম্বন্ধেও ঐরূপ, কারণ ইহার সম্বন্ধেও একটী প্রধান লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। অন্যান্য পীড়ার ও মনের গতি সহজে পরিবর্ত্তিত হয় জন্য ইহাও একটী স্বতন্ত্র পীড়া নহে (ল)। সুতরাং রোগীর

(ল) বহুবর্ষস্থায়ী পীড়ায় রোগীর সম্বন্ধে আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে যাহারা সুস্থাবস্থায়

সমুদায় লক্ষণ সমষ্টি লইয়া পীড়ার একটী প্রতিবিম্ব প্রস্তুত করিয়া হোমিও-প্যাথিক ঔষধ দিয়া আরাম করিতে হইবে।

২১১। হোমিওপ্যাথিকমতে ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে হইলে মানসিক অবস্থা এবং প্রকৃতির উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কারণ জীবনী-শক্তির ক্রিয়া মনের দ্বারা যেরূপ স্পষ্ট জানা যায় এরূপ আর কিছুতেই নহে।

২১২। সমুদায় পীড়ার প্রকৃতি এবং মানসিক প্রকৃতি অবস্থা দ্বারা প্রকাশিত হয়; এবং বোধ হয় যেন সৃষ্টিকর্ত্তা মনের দ্বারা পীড়িতাবস্থা প্রকাশ করিবার জন্যই মন দিয়াছেন। এমত কোন ঔষধ দেখা যায় না যদ্দ্বারা মানসিক কোন পরিবর্ত্তন না ঘটায় অর্থাৎ প্রত্যেক ঔষধেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে মনের গতি পরিবর্ত্তন করিয়া দেয়।

২১৩। কি তরুণ কি পুরাতন পীড়ায় মানসিক ও প্রকৃতিগত লক্ষণগুলির পরিবর্ত্তনের উপর বিশেষ লক্ষ্য না রাখিয়া সদৃশ ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে না অর্থাৎ যে ঔষধে শারীরিক ও মানসিকাবস্থার যেরূপ পরিবর্ত্তন ঘটায় তদ্রূপ কোন ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে (ব)।

২১৪। মানসিক পীড়ার সম্বন্ধে কেবলমাত্র কয়েকটী কথা বলিলেই চলিবে। ইহাতে যেমন অন্যান্য পীড়ার লক্ষণসমষ্টি সংগ্রহ করিয়া চিকিৎসা করিতে হয়, তদ্রূপ চিকিৎসা করিতে হইবে, অর্থাৎ সুস্থ শরীরে যে পীড়াগ্রস্ত মনের যেরূপ মত্যন্তর জন্মায় শারীরিক অন্যান্য লক্ষণের সহিত মিল করিয়া সেই ঔষধই দিতে হইবে।

অকৃতজ্ঞ, অবাধ্য, অত্যন্ত বিদ্বেষপূর্ণ এবং অপমানকারী ইত্যাদি অসদ্গুণসম্পন্ন ছিল, তাহারা পীড়িতাবস্থায়, মৃদুপ্রকৃতি, দয়ালু ইত্যাদি গুণসম্পন্ন হয়। কতকগুলি রোগী পীড়িতাবস্থায় অবাধ্য, উগ্র, ব্যস্ত এবং একগুঁয়ে হয়। কতকগুলি রোগী পীড়িত হইবার পূর্ব্বে পবিত্র চরিত্র, নম্রশীল হয় এবং পীড়িত হইলে কামুক এবং নির্লজ্জ হয়। অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধির লোক মোটা বুদ্ধির হয়; অল্পবুদ্ধির লোক চালাক হইয়া থাকে। অল্পবুদ্ধির লোকের প্রত্যুৎপন্নমতি দেখা যায়; এইরূপ পীড়িতাবস্থায় মানসিক পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। এইজন্য মানসিক লক্ষণের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়।

(ব) যেরূপ স্থিরপ্রকৃতির রোগীকে একোনাইট, মৃদুপ্রকৃতির শ্লেষ্মাপ্রধান ধাতুর রোগীকে পাল্‌সেটিলা না দিয়া নক্‌স্ দিলে, এবং মনের পরিবর্ত্তনশীল গতির প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া ইগ্নেসিয়া দিলে রোগী শীঘ্র শীঘ্র স্থায়ী স্বাস্থ্য লাভ করে না।

২১৫। যে সমুদায় পীড়া মানসিক পীড়া বলিয়া কথিত হয় তাহারা বাস্তবিক শারীরিক পীড়া। যত প্রকারের পীড়া আছে সমুদায় পীড়ার সহিত মানসিক কোন না কোন প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটেই। শারীরিক পীড়াই স্থানীয় পীড়ার ন্যায় কেবল মনের সূক্ষ্ম যন্ত্রকে অজ্ঞাতসারে আক্রমণ করায় শারীরিক অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ হইতে পারে না।

২১৬। দেখা যায় শ্বাসযন্ত্রে পূঁয় সঞ্চয় অথবা সন্তান প্রসবের পর সাংঘাতিক পীড়ার ন্যায় অন্যান্য সাংঘাতিক শারীরিক পীড়ায় অনেকগুলি নির্দ্দিষ্ট মানসিক লক্ষণ দেখা যায়, এই সমুদায় পীড়া শীঘ্র শীঘ্র প্রকাশ পাইয়া উন্মত্ততা, বিষাদ-বায়ু এবং অন্যান্য প্রকার ক্ষিপ্ততাতে পরিণত হইয়া শারীরিক অন্যান্য লক্ষণ অন্তর্হিত হইয়া যেন পুনঃ স্বাস্থ্য স্থাপন করে অর্থাৎ ঐ সমুদায় শারীরিক অন্যান্য লক্ষণ এতদুর কম হইয়া আইসে যে চিকিৎসক সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করিয়াও পূর্ব্ববর্ত্তী পীড়ার লক্ষণগুলি জানিতে পারেন না।

স্পষ্টই দেখা যায় এইরূপ হইয়া অন্যান্য শারীরিক উগ্রতার লক্ষণ একেবারে যেন নষ্ট করিয়া দেয়, বোধ হয় যেন অন্যান্য শক্ত যন্ত্রগুলি ত্যাগ করিয়া মনের আধার সূক্ষ্মযন্ত্রে স্থানান্তরিত হইয়া এমত স্থান অধিকার করিয়া বসে, তখন জড়বাদী চিকিৎসক তাঁহার শাণিতাস্ত্র দিয়া যে কি করিবেন তাহা ঠিক করিতে পারেন না।

২১৭। এইরূপ অবস্থার রোগীর প্রত্যেক অবস্থা বা লক্ষণ বিশেষ মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিতে হইবে। তাহাদের শারীরিক লক্ষণের প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিয়া জটিল লক্ষণগুলি ঠিক করিতে হইবে অর্থাৎ প্রত্যেক মানসিক অবস্থার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিলে উপযুক্ত ঔষধ নির্ব্বাচিত হইবে। রোগীর শারীরিক ও মানসিক লক্ষণের সহিত মিলাইয়া ঔষধ প্রয়োগ করিলে রোগী আরোগ্য লাভ করিবে।

২১৮। মানসিক বিকার উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে শারীরিক যে সমুদায় লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল তাহা অবশ্য রোগীর পরিচারকদিগের নিকট হইতে জানিয়া লইতে হইবে। নতুবা পীড়া আরাম করা বড়ই কঠিন হইবে।

২১৯। যদিও শারীরিক লক্ষণ সম্পূর্ণ প্রকাশ নাপাউক, তবুও পূর্ব্বের লক্ষণ যতদূর সংগ্রহ করিতে পারা যায় তাহা এবং রোগী মানসিকবিকারে

পতিত হওয়ার পর সময় সময় ইহা কম হইলে পূর্ব্বের শারীরিক লক্ষণ আংশিক ভাবে প্রকাশ পায়, তদ্দারাই অনেকটা ঠিক করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

২২০। লক্ষণ সমষ্টি লিখিয়া শেষ করিতে হইলে চিকিৎসক স্বয়ং এবং রোগীর পরিচারকদের নিকট হইতে মানসিক লক্ষণসমষ্টি সংগ্রহ করিয়া ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হইবে; পীড়া যদি পুরাতন হয় তবে সোরার প্রতিষেধক ঔষধ হইতে ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে হইবে।

২২১। কখনও কখনও ভয়, অত্যন্ত বিরক্তি এবং মদ্যপান ইত্যাদি জন্য উন্মত্ততা আরম্ভ হইয়া পূর্ব্ববর্ত্তী পীড়ার গতি রোধ করিয়া দেয়; যদিও এরূপ পীড়া সোরানাশক ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করা উচিত; প্রথমতঃ সোরানাশক ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করা উচিত নহে। অর্থাৎ বিশেষ পরীক্ষিত তরুণ পীড়ার ঔষধ একোনাইট, বেলেডোনা, ষ্ট্রামোনিয়ম, হাইওসিমাস, মার্কিউরিয়াস ইত্যাদি ঔষধের উচ্চ শক্তি দ্বারা চিকিৎসা করিতে হইবে; এইরূপ ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিলে পর সোরা তাহার বেগ সাম্য করিয়া শরীরে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতে থাকে।

২২২। যদিও তরুণ পীড়ার ঔষধ দ্বারা তরুণ মানসিক পীড়া আরাম করা হয় বটে, কিন্তু সোরার প্রতিষেধক ঔষধ ভিন্ন কখন ঐ পীড়া আরাম হইবার নহে; অতএব সোরার প্রতিষেধক ঔষধ প্রয়োগ করিতে কালমাত্র বিলম্ব করা উচিত নহে, বিলম্ব করিলে পুনর্ব্বার ঐ পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে। সোরার উপযুক্ত ঔষধ সেবন করিয়া ব্যবস্থা অনুযায়ী পথ্য এবং সুনিয়মে থাকিলে আর ঐ পীড়ার আক্রমণ হইবার কোন কারণ থাকে না।

২২৩। যদি সোরার প্রতিষেধক ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করা না হয়, তবে শেষে অতি সামান্য কারণেই ইহা অত্যন্ত ক্ষেপিয়া উঠে এবং দ্বিতীয় আক্রমণের সময় সোরা তাহার প্রবল বেগ আরম্ভ করায় পীড়ার বেগ বিষমত্ব প্রাপ্ত হয় বা সকল সময় ক্ষিপ্তাবস্থা থাকে; এরূপ অবস্থা আরাম করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া থাকে।

২২৪। মানসিক পীড়া সম্পূর্ণ প্রকাশ নাও পাইতে পারে, অথবা শারীরিক কোন পীড়া হইতে উৎপন্ন হইয়াছে কি না তাহাও ঠিক করা কঠিন। কারণ ইহা শিক্ষার দোষে, কু অভ্যাসে, দুশ্চরিত্রতায় এবং সদুপদেশের অভাবে

এবং ধর্ম্মে অবৈধ বিশ্বাসে ইত্যাদি কারণেও হইতে পারে। যদি শেষোক্ত কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, উপযুক্ত উপদেশের শক্তি দ্বারা, সান্ত্বনা দ্বারা, যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা আরোগ্য লাভ করে (শ); কিন্তু শারীরিক কোন কারণ হইতে এই পীড়া হইলে ঐরূপ উপদেশ দ্বারা পীড়ার বেগ বৃদ্ধি হইতে থাকে। এই জন্য বিষাদবায়ুগ্রস্ত লোক (Melancholic patients) এইরূপ উপদেশ দ্বারা অধিক অবসাদগ্রস্ত এবং দুঃখিত হইয়া নির্জ্জনতা অবলম্বন করে, দ্বেষপূর্ণ উন্মত্ততা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক, এবং যাহারা সকল সময় অধিক আলাপ করিত তাহারা নির্ব্বোধের ন্যায় কিছুই বলে না।

২২৫। এরূপও অনেক মানসিক পীড়া দেখা যায় যাহা শারীরিক কোন কারণ হইতে উৎপন্ন না হইয়া কেবল মানসিক ক্রিয়া হইতেই উৎপন্ন হয়। দীর্ঘকাল স্থায়ী শোক, দুঃখ, মর্ম্মান্তিক দুঃখ, অত্যন্ত বিরক্তির ভাব, অপমান এবং সকল সময় ভয়প্রাপ্তি ইত্যাদি হইতে এইরূপ উন্মত্ততা উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইরূপ উন্মত্ততার শেষে শরীরের স্বাস্থ্য বিশেষরূপে নষ্ট পাইয়া থাকে।

২২৬। যখন এইরূপ উন্মত্ততা কেবল আত্মাতেই অল্পদিন হইতে পোষিত হইতে থাকে, তখন সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য নষ্ট না করিতে করিতে উপযুক্ত সদুপদেশ পাইলে শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করে। মৃদু ও দয়ালু ব্যবহার, যুক্তি প্রদর্শন, প্রলোভন বাক্য, যেন রোগী টের না পায় যে তাহাকে প্রলোভন দেখান যাইতেছে, ইত্যাদি রূপ চেষ্টা দ্বারা রোগীর পূর্ব্বাবস্থা আনয়ন করা যাইতে পারে।

২২৭। সোরাগ্রস্ত রোগীর এইরূপ পীড়া যে কারণেই উৎপন্ন হউক না কেন রোগী যখন আরোগ্য লাভ করিতে থাকে, তখন তাহাকে সোরার প্রতিষেধক ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিতে হইবে, যেন পুনরায় রোগী ঐ পীড়া দ্বারা আক্রান্ত না হয়।

২২৮। যদিও শারীরিক কারণ হইতে উৎপন্ন মানসিক ও প্রকৃতিগত পীড়া সোরার প্রতিষেধক ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিতে হইবে, ইহার সহিত

(শ) উপদেশের সময় রোগীকে দেখিয়া বোধ হয় রোগী যেন অত্যন্ত দুঃখিত এবং অসন্তোষ হইয়াছে, গোলমাল নষ্ট করিবার জন্যই এইরূপ হইয়াছে। এরূপও বোধ হয় মনও যেন অধিকতর উত্তেজিত হইয়া ইহার উত্তেজক ক্রিয়া অন্য যন্ত্রে চালিত হয়।

রোগীর কু-অভ্যাস ত্যাগ করাইয়া উপযুক্ত পথ্য ও মানসিক পথ্য সদুপদেশ দিবার জন্য চিকিৎসক এবং পরিচারকদের সকল সময় প্রস্তুত থাকিতে হইবে। উগ্রতার সহিত উন্মত্ততার জন্য ভয়শূন্য স্থিরভাব দেখান উচিত; অত্যন্ত কষ্টকর আক্ষেপজনক বিমর্ষতা বা বিষাদ-বায়ু (Melancholia) জন্য অঙ্গ-ভঙ্গি ও মুখের এরূপ ভাব প্রকাশ করিবে যেন, রোগী বুঝিতে পারে তুমি তাহার দুঃখে অত্যন্ত দুঃখিত; যদি নির্ব্বুদ্ধির সহিত বকিতে থাকে, তবে কোন উত্তর না দিয়া মনোযোগের সহিত শুনিতে থাকিবে; অভদ্র ব্যবহার ও অশ্রাব্য কথা বলিলে তুমি যেন তাহা গ্রাহ্য করিতেছ না এই ভাব প্রকাশ করিও; যদি কোন দ্রব্য নষ্ট করে তবে তুমি তাহা, তাহা হইতে দূরে রাখিয়া দিবে, তজ্জন্য তাহাকে কোন তিরস্কার করিও না। কোন প্রকারের শারীরিক শাস্তি দিতে হইবে না (য), কেবল মাত্র ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে। উন্মত্তেরা ঔষধ বলিয়া জানিলে ঔষধ সেবন করিতে চাহে না; হোমিওপ্যাথিক ঔষধের কোন ঘ্রাণ বা স্বাদ ইত্যাদি না থাকায় সহজে যখন ইচ্ছা তখন জল বা দুগ্ধের সহিত তাহাদিগকে ঔষধ সেবন করান যায়।

২২৯। পাগল যাহা বলে তাহার প্রতিবাদ, তাহার সহিত তর্ক বা তাহাকে তিরস্কার এবং ভয় প্রদর্শনে তাহার মানসিক পীড়ার কারণ অরও উত্তেজিত হয়। কোন সুস্থ ব্যক্তিও যদি বুঝিতে পারে যে, আমরা তাহার প্রতি ঘৃণার সহিত ব্যবহার করিতেছি অথবা আমবা তাহাকে ঠকাইতেছি, তাহারও মানসিক অবস্থার অনেকটা পরিবর্ত্তন ঘটে। পাগল যেন বুঝিতে পারে যে চিকিৎসক এবং পরিচারকেরা তাহার সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করিতেছে যেন তাহারা (পাগলেরা) বুদ্ধিমান লোক।

অতএব যাহাতে বুদ্ধির বিপর্য্যয় জন্মায় তাহা যাহাতে না হইতে পারে তজ্জন্য বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। এমত কোন বাহ্যিক উপায় নাই যদ্দ্বারা উন্মত্ত ব্যক্তির আত্মাকে সন্তোষ করিতে পারে। পাগলকে কথায়, পুস্তকে

(য) বড়ই আক্ষেপের বিষয় অনভিজ্ঞ নিষ্ঠুর চিকিৎসক মনে করে শাস্তি দিলেই পাগলের পাগলামী থামিয়া যায়, এবং তজ্জন্য তাহাদিগকে শাস্তি দিয়া থাকে। আমাদের বিবেচনায় এরূপ চিকিৎসকের দণ্ডনীয় হওয়া উচিত।

এবং কোন দ্রব্যে সান্ত্বনা দিতে পারে না। যে পর্য্যন্ত তাহার শারীরিক স্বাস্থ্য লাভ না হইবে সে পর্য্যন্ত তাহাকে প্রবোধ দেওয়া বৃথা।

২৩০। বহুবিধ মানসিক অসুখের জন্য লক্ষণ সমষ্টি অবগত হইয়া কেবল সোরার প্রতিষেধক ঔষধই ব্যবহার করিতে হইবে। সোরার প্রতিষেধক ঔষধ বিশেষ পরিশ্রম ও অনুসন্ধানের সহিত বাহির করিতে হইবে। ঐ সমুদয় ঔষধের মধ্যে যে ঔষধটী রোগীর মানসিক লক্ষণের সহিত ঐক্য হয় তদ্দারাই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিবে। উপযুক্ত ঔষধ অণুমাত্রায় প্রয়োজিত হইলে অতি অল্প সময়ে রোগী অত্যাশ্চর্য্য রূপে আরোগ্য লাভ করে। বাস্তবিক আমি আমার বহুদর্শিতা দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছি যে, পুরাতন মানসিক পীড়া শারীরিক পীড়া হইতে জাত এবং তদনুসারে ঔষধ প্রয়োগ করিলে অতি অল্প সময়ে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে।

২৩১। কতকগুলি বিষমত্ব প্রাপ্ত পীড়া পর্য্যায় কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইয়া কিছু কাল ভোগ করতঃ নিবৃত্তি হইয়া যায় এবং আবার ঐরূপ সময় উপস্থিত হইয়া ঐরূপ ভাবে ভোগ করিতে থাকে (যেমন বিষমজ্বর, শিরঃশূল ইত্যাদি)। আমরা এইরূপ পীড়ার সম্বন্ধে এই লক্ষণ বিশেষরূপ বলিব।

২৩২। পর্য্যায়শীল পীড়ার সংখ্যাও কম নহে। কিন্তু ইহারাও প্রায় প্রাচীন পীড়ার কারণ সোরা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে উপদংশের সঙ্গে যোগেও চলিতে দেখা যায়। সোরাজনিত পর্য্যায়শীল পীড়ায় সোরার প্রতিষেধক ঔষধ দ্বারাই চিকিৎসা করিতে হইবে, কিন্তু শেষোক্ত পীড়ার চিকিৎসায় সোরার প্রতিষেধক ঔষধের সহিত উপদংশের ঔষধ পর্য্যায়ক্রমে সেবন করাইতে হইবে (স) (সদৃশ আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞানের প্রাচীন পীড়া দেখ)।

(স) পর্য্যায়শীল পীড়ায় কি কি অবস্থা দেখা যায়? কখন কখন দেখা যায় পায়ে বেদনা হইলেই চক্ষুর প্রদাহ নিবৃত্তি হয়; পায়ের বেদনা নিবৃত্তি হইবামাত্র আবার চক্ষুর পীড়া দেখা দেয়। এইরূপ পীড়ায় কখন কখন তিনটী অবস্থা দেখা যায়, যথা—(১) শরীরের পীড়িত ভাব, (২) স্পষ্ট স্বাস্থ্যের উন্নতির অবস্থার সহিত অত্যন্ত মানসিক শক্তি বৃদ্ধি (কোঃ পনি বৃদ্ধি)। (৩) ইহার মন হঠাৎ অত্যন্ত বিমর্ষ, মৃত্যুভয় ইত্যাদির সহিত সম্পূর্ণ ক্ষুধার অভাব এবং অনিদ্রা ইত্যাদি প্রকাশ

২৩৩। কতকগুলি পর্য্যায়শীল পীড়ার রোগী কতক দিন সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে থাকিয়া আবার কতকদিন জ্বরশূন্য কোন পীড়া কোন একটী নির্দ্দিষ্ট সময় ব্যাপিয়া ভোগ করে অর্থাৎ বিষমজ্বরের রোগীর ন্যায় অন্যান্য পীড়া কোন একটী নির্দ্দিষ্ট সময় ব্যাপিয়া ভোগ করে অথচ শরীরে জ্বর থাকে না।

২৩৪। জ্বরশূন্য কতকগুলি পর্য্যায়শীল পীড়া স্থান বা দেশব্যাপী কোন বিষ হইতে উৎপন্ন নহে, ইহারা প্রাচীন পীড়ার অন্তর্গত, অর্থাৎ অধিকাংশই সোরা হইতে উৎপন্ন। ইহারা কদাচ উপদংশের যোগে চলে। যদি কখন তাহাই দেখা যায় তবে পূর্ব্বের উপদেশ অনুসারে চিকিৎসা করিতে হইবে। কিন্তু পর্য্যায় ভাঙ্গিবার জন্য পেরুভিয়ান্ বার্ক (কুইনাইন) অণুমাত্রায় কখন কখন প্রয়োগ করা আবশ্যক হইয়া থাকে।

২৩৫। কোন স্থানের দূষিত বাষ্প হইতে উৎপন্ন হয় নাই এমত স্থান ও দেশব্যাপী পর্য্যায়শীল পীড়ায় কেবল মাত্র শীত এবং উত্তাপ অথবা উত্তাপ এবং শীত এই দুইটী অবস্থা মাত্র দেখা যায়; কিন্তু কখন কখন শীত, উত্তাপ এবং অবশেষে ঘর্ম্মাবস্থাও প্রকাশ পায়; সুতরাং এই সমুদায় পীড়ার সম্বন্ধে ক্রমান্বয়ে যে ঔষধে এইরূপ তিনটী অবস্থা জন্মায় তাহাই প্রয়োগ করিতে হইবে। ঐ তিন প্রকার লক্ষণের মধ্যে যে প্রধান লক্ষণটীর সহিত যে ঔষধটীর বিশেষ ঐক্য হয় তাহাই প্রয়োগ করিতে হইবে।

ঔষধটী শীতের অবস্থা এবং তাহার সহকারী লক্ষণ অথবা উত্তাপের অবস্থা ও তাহার সহকারী লক্ষণের ঐক্য হওয়া আবশ্যক। কিন্তু বিরামাবস্থায় যে যে লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এই অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিলে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায় (হ)।

পায়। দেখা যায় এক জনের জীবনের প্রতি অতি বিতৃষ্ণার ভাব কিছুকাল থাকিয়া হঠাৎ অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত উন্মত্ততা দ্বারা আক্রান্ত হয়।

(হ) অনভিজ্ঞ চিকিৎসকেরা এইরূপ জ্বরকে কম্প বা শীত জ্বর (Ague) বলিয়া থাকেন। ইহারা সময় অনুসারে উদয় হইবার জন্য ঐকাহিক, দ্ব্যাহিক এবং ত্র্যাহিক নামে আখ্যা দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু এই জ্বর এরূপ নানা আকার ধরিয়া চালতে পারে যে তাহাদিগকে জ্বর আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে না, কারণ কখন কখন কেবল উত্তাপ বা কেবল শীতের অবস্থা মাত্র প্রকাশ পায় এবং শেষে ঘর্ম্ম হয় না; অথবা কখনও কখনও সমুদায় শরীর ঠাণ্ডা হইয়া অত্যন্ত উত্তাপ

২৩৬। যখন পীড়ার বেগ প্রায়ই সাম্য হইয়া আইসে অর্থাৎ ত্যাগ পাইতে পাইতে কিছু বেগ থাকে, সেই সময় ঔষধ প্রয়োগের উপযুক্ত সময়; উক্ত সময় ঔষধ প্রয়োগ করিলে ঔষধ ক্রিয়া প্রকাশের উপযুক্ত সময় পাইবে। কিন্তু পীড়ার আক্রমণের পুর্ব্বে প্রয়োগ করিলে ঔষধের ক্রিয়ার সহিত পীড়ার বেগ যোগ দিয়া রোগীর প্রাণ নষ্ট করিতে পারে (ক)। যদি বিরামাবস্থায় অর্থাৎ পরবর্ত্তী আক্রমণের কোন লক্ষণ প্রকাশ না পাইবার পূর্ব্বে প্রয়োগ করিলে, ঔষধ সুন্দররূপে তাহার ক্রিয়া প্রকাশের সময় পাইয়া শীঘ্র রোগীকে আরাম করিয়া দিবে।

২৩৭। যদি জ্বরের বিরামাবস্থা এত সংকীর্ণ হয় যে, ঔষধ প্রয়োগের সময় আর পাওয়া যাইতেছে না, তাহা হইলে ঘর্ম্ম শেষ হইবামাত্র এক আধ মাত্রা করিয়া ঔষধ প্রয়োগ হইতে হইবে, অথবা ঘর্ম্ম না হইলে বেগের সাম্যাবস্থায় ঐরূপ ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত।

২৩৮। এক আধ মাত্রা উপযুক্ত ঔষধ উপর্যুক্ত সময়ে প্রয়োগ করিলে রোগীকে বহু আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবে, এমন কি ইহাতে তাহার সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যও আনয়ন করিতে পারে। যে পর্য্যন্ত পীড়ার জটিল লক্ষণগুলি চলিতেই থাকে, সে পর্য্যন্ত একই ঔষধ বিরামাবস্থায় চালাইতে হইবে। যদি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করার পরও ঐরূপ পুনরায় আক্রান্ত হইবার উপক্রম দেখা যায়, তবে ইহার উত্তেজক কারণ হইতে কোন পার্ব্বত্য স্থানে কিছুকাল যাইয়া অবস্থিতি করিবার উপদেশ করিতে হইবে।

অনুভব করে অথবা শীতের সহিত বাহ্যিক উত্তাপ অনুভব করে; কতকগুলি কেবল শীতই বোধ করিয়া শেষে সুস্থ বোধ করে; কখন কখন উত্তাপের অবস্থা মাত্র প্রকাশ পাইয়া ঘর্ম্ম হয় এবং ঘর্ম্ম নাও হয়; কখন কখন উত্তাপ পূর্ব্বে প্রকাশ পাইয়া শেষে শীত হয়; কখন কখন শীত ও উত্তাপ প্রকাশ হওয়ার পর বিরামাবস্থা প্রাপ্ত হয়; ইহার পর দ্বিতীয় আক্রমণে কেবল ঘর্ম্মই হয়; কখন কখন কেবল ঘর্ম্মই প্রকাশ থাকে বা ঐ উত্তাপের অবস্থার সহিত ঘর্ম্ম হয়; কখন কখন আদৌ ঘর্ম্ম হয় না; এইরূপ নানারূপ ধারণ করিয়া কোন অবস্থায় পিপাসা বা পিপাসার অভাব, কোন অবস্থায় অতিসার, শিরঃপীড়া, অর্দ্ধাঙ্গে বেদনা বা বমন ইত্যাদি কোন কোন অবস্থায় প্রকাশ পায়। এইরূপ পীড়ার পর্য্যায়নিবারক প্রধান ঔষধ কুইনাইন অতিরিক্ত পরিমাণে দিলে রোগীর স্বাস্থ্য চিরকালের জন্য নষ্ট করিয়া দেয়।

(ক) দেখা গিয়াছে শীতের অবস্থায় ওপিয়াম প্রয়োগে অনেকের প্রাণ নষ্ট হইয়াছে।

২৩৯। যত প্রকারের ঔষধ আছে তাহাদের মধ্যে প্রত্যেক ঔষধেরই কোন একটী নির্দ্দিষ্ট জ্বর জন্মাইবারও শক্তি আছে এবং তাহাদের মধ্যে অনেক ঔষধের পূর্ব্বোক্তরূপ বহুবিধ বিষম জ্বর জন্মাইবারও শক্তি আছে। অতএব প্রকৃতির অনন্ত ভাণ্ডারে এমত কোন ঔষধের অভাব হইতে পারে না যদ্দ্বারা যে কোন প্রকারের বিষম জ্বর আরাম না হইতে পারে। এ পর্য্যন্ত যত ঔষধ পরীক্ষিত হইয়াছে তাহার মধ্যে কোনও কোনও জ্বরের ঔষধ নাও পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু শীঘ্রই বাহির হইবে তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।

২৪০। যদি দেশব্যাপী কোন জ্বরের উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করাতে ঐ জ্বরের উত্তেজক কারণ হইতে দূরে থাকিয়াও পীড়ার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ না করে, তবে লক্ষণ অনুসারে সোরার প্রতিষেধক ঔষধ প্রয়োগ ভিন্ন কখনই আরোগ্য লাভ করিতে পারিবে না।

২৪১। দেশব্যাপী বিষম জ্বরের ন্যায় কোন কোন স্থানে যে সমুদায় বিষম জ্বর দেখা যায়, সেগুলিও প্রাচীন পীড়ার অন্তর্ভূত বটে, কিন্তু তরুণ আক্রমণ প্রকাশ করে। যত প্রকারের দেশব্যাপী পীড়া দেখা যায় তাহাদের প্রত্যেকেরই একটী নির্দ্দিষ্ট প্রকৃতি থাকে। বহু রোগী পরীক্ষা করার পর উপযুক্ত ঔষধটী বাহির হইয়া থাকে। যাহারা কখন সোরা দ্বারা আক্রান্ত হয় নাই তাহারা ইহা দ্বারাই সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করে।

২৪২। কোন দেশব্যাপী পীড়ায় যে সমুদায় রোগী অনারোগ্যাবস্থায় পড়িয়া থাকে এবং এলোপ্যাথিক অন্যায় চিকিৎসার জন্য দুর্ব্বলাবস্থায় থাকে এবং গুপ্তভাবে অবস্থিত সোরা চর্ম্মের উপর প্রকাশ পাইয়া দেশব্যাপী বিষম জ্বরের আকার ধারণ করিয়া রোগীকে আক্রমণ করিতে থাকে, তখন সোরার প্রতিষেধক ঔষধ প্রয়োগ ভিন্ন রোগী কখনই আরোগ্য লাভ করিতে পারে না। এরূপ অবস্থায় সোরার প্রতিষেধক উচ্চশক্তির সালফার এবং হেপার সালফার দীর্ঘকাল অন্তর পর সেবন করাইলে রোগী সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করে।

২৪৩। এরূপ সাংঘাতিক বিষমজ্বর আছে যাহা ম্যালেরিয়া বাষ্প উৎপাদক স্থানে বাস না করা সত্ত্বেও কাহাকে কাহাকে অত্যন্ত প্রবল বেগে আক্রমণ করিয়া থাকে। এই জ্বরের চিকিৎসা প্রথমতঃ তরুণ পীড়ার ঔষধ

দ্বারাই করা উচিত এবং পীড়ার বেগ সাম্য করিবার জন্য এইরূপ ঔষধ দীর্ঘকাল সেবন করা সত্ত্বেও পীড়া যদি আরোগ্য না হয়, তবে আভ্যন্তরিক সোরার জন্যই রোগী আরোগ্য লাভ করিতে পারিতেছে না; অতএব সোরার প্রতিষেধক ঔষধ ব্যবহার করিলেই রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিবে।

২৪৪। জলা স্যাঁতসেঁতে স্থানে বা জলপ্লাবিত স্থানে রোগী রাখিয়া দেখা গিয়াছে, তথায় যাহারা সুনিয়মে বাস করে তাহারা এ জ্বরে আক্রান্ত হয় না, কিন্তু শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা তাহারা দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে তাহাদিগকেও আক্রমণ করে। এই প্রকার স্থানব্যাপী পীড়ায় কেবল নবাগত ব্যক্তিরাই আক্রান্ত হয়। যদি ইহাদের সুনিয়মে থাকিবার অভ্যাস থাকে, তবে এক মাত্রা সিনকোনা উচ্চশক্তির দিলেই ঐ পীড়ার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করে। যদি দুই মাত্রায় মুক্তিলাভ না করে, তবে সোরার জন্যই এরূপ হইতে পারিতেছে না। সুতরাং সোরার প্রতিষেধক ঔষধ সেবন করান উচিত। কখন কখন এইরূপ রোগী স্থান ত্যাগ করিয়া শুষ্ক বা পার্ব্বত্য স্থানে যাইয়া বাস করিলে এবং সোরার বেগ বিশেষরূপে আরম্ভ না হইলে, সময় সময় আরোগ্যলাভ করে। এইরূপ রোগীদিগকে সোরার প্রতিষেধক ঔষধ দ্বারাই আরাম করিতে হইবে (অ)।

২৪৫। আমরা পীড়াগুলির প্রধান প্রধান প্রভেদ এবং অবস্থা এইক্ষণ বুঝিয়া যে প্রণালীতে হোমিওপ্যাথিক আরোগ্যকারী ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয় তাহা ও উপযুক্ত পথ্য যে প্রকারে চালাইতে হয় তাহাও জানিতে পারিয়াছি। যদি কোন ঔষধের আরোগ্যজনক ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে এরূপ বুঝা যায়, তবে আর ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত নহে। কারণ যে ঔষধ তাহার আরোগ্য-জনক ক্রিয়া দ্বারা আরাম করিতেছে এমত অবস্থায় ঔষধ পড়িলে ঔষধের উপ-কারজনক ক্রিয়ার পক্ষে বিশেষ প্রতিবন্ধক হইবে।

২৪৬। উপযুক্তরূপে নির্ব্বাচিত হোমিওপ্যাথিক ঔষধের অত্যন্ত ক্ষুদ্রতম এক আধ মাত্রাতেও যদি ইহার ক্রিয়ার কোন প্রতিবন্ধক না হয়, তবে ইহার

(অ) অধিক মাত্রা সিনকোনা দ্বারা আরোগ্য প্রাপ্ত করিলে, পীড়া অন্য আকার ধারণ করিয়া চলিতে থাকে অর্থাৎ প্রকৃত আরাম যাহাকে বলে তাহা হয় না।

সমুদায় আরোগ্যজনক ক্রিয়া প্রকাশ করিতে সক্ষম (এই ক্রিয়া শরীরে ৪০ দিন হইতে ১০০ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়)।

বহুদর্শিতা দ্বারা আমরা জানিতে পারিয়াছি যে ঔষধটী উপযুক্তরূপে নির্বাচিত হইয়া ইহার ক্ষুদ্রতম মাত্রায় দীর্ঘকাল পর পর প্রয়োগ করিলে অবশ্য আশাতীত ফল দান করে অর্থাৎ অতি শীঘ্র শীঘ্র পীড়া আরাম করিয়া দেয় (আ)।

(আ) একটী ঔষধ ক্ষুদ্রতম মাত্রায় অর্থাৎ উচ্চশক্তির প্রয়োগ করিয়া যে পর্য্যন্ত ঐ ঔষধটীর ক্রিয়া শেষ না হয়, সে পর্য্যন্ত আর ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে না। কারণ ঘন ঘন ঔষধ প্রয়োগ করিলে উপকার না হইয়া বরং অপকারই হইয়া থাকে। এরূপ করায় জীবনীশক্তি এতদূর উত্তেজিত হইয়া পড়ে যে, প্রতিক্রিয়া (Reaction) এত প্রবল বেগে আরম্ভ হয় যে রোগীর বিপদের আশঙ্কা হইয়া থাকে। তবে সাল্‌ফারের ন্যায় অতি ক্ষমতাশালী সোরার প্রতিষেধক ঔষধ কত দিন পর পর প্রয়োগ করা উচিত, তজ্জন্য কোন একটী নির্দ্দিষ্ট সময় থাকা আবশ্যক। যাহা হউক যদি চিকিৎসক ৭।১০।১৪ দিন পর পর এক আধ মাত্রা উচ্চশক্তির ঔষধ ব্যবহার করেন তাহাও ভাল। কিন্তু পূর্ব্বে এলোপ্যাথিক মতে কোন পীড়ায় এমন কি বহুকাল পূর্ব্বে সাল্‌ফার অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করায় হোমিওপ্যাথিক অতি উচ্চশক্তির সালফার ব্যবহার করিলেও সময় সময় রোগীর ঔষধজনিত পীড়ার বেগ এত অসহ্যরূপে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে যে রোগী একরূপ অচিকিৎস্য হইয়া পড়ে।

নূতন পাঁচড়ার উদ্ভেদ দেখা দিলে ১০ কি ১২ সপ্তাহ, সপ্তাহে সপ্তাহে এক আধ মাত্রা সাল্‌ফার দিলেই পাঁচড়া সম্পূর্ণ আরাম হইয়া যায়, কদাচ কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস আবশ্যক হইয়া থাকে। সুতরাং যে কোন প্রাচীন পীড়াই হউক না কেন সালফার ১০ কি ১২ মাত্রার অধিক প্রয়োগ আবশ্যক করে না। সাল্‌ফারের পর ঐরূপ হেপার সাল্‌ফার প্রয়োগ করা যাইতে পারে। প্রকৃতি কখন কখন সাল্‌ফারের ক্রিয়া দ্বারা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া পড়িলে আরোগ্যজনক ক্রিয়া প্রকাশে ইহার শক্তি নূ্যন হইয়া আইসে, সুতরাং এমত অবস্থায় নক্স এক আধ মাত্রা দিয়া ৯ দিন পর আবার সালফার প্রয়োগ করিতে হইবে। কখন কখন স্থান বিশেষে পালসেটিলা নক্সের স্থানে ব্যবহার করা যাইতে পারে। যদি এলোপ্যাথিক মতে সাল্‌ফার প্রয়োগ করায় জন্য হোমিওপ্যাথিক সাল্‌ফার রোগীর অসহ্য হয়, তবে ৩০ ক্রমের মার্কিউরিয়াসের ঘ্রাণ গ্রহণ করাইলেও চলিতে পারে।

সিপিয়া, সিলিসিয়া প্রভৃতি সোরার প্রতিষেধক ঔষধ ১৪ কি ১৫ দিন পর পর প্রয়োগ করা উচিত। সোরার প্রতিষেধক ঔষধ কস্‌কয়াস্ দীর্ঘকাল পর পর ব্যবহার না করিলেও চলিতে পারে।

কোন ঔষধ পুনঃ প্রয়োগের পূর্ব্বে চিকিৎসকের ইহা অতি বিবেচনার সহিত দেখা উচিত যে, ঠিক পীড়ার লক্ষণানুযায়ী ঔষধটী নির্ব্বাচিত হইয়াছে কি না।

কোন তরুণ পীড়া যেমন ওলাউঠা ইত্যাদি পীড়ায় ২৪—১৬—১২—৮—৪ ঘণ্টা অথবা আরও অল্প সময় পর পর ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত। যখন দেখিবে যে ঔষধে আরোগ্যজনক ক্রিয়া প্রকাশ করিতে না পারায় পীড়ার বেগ উত্তর উত্তর বৃদ্ধি হইতে থাকে, তখন আরও শীঘ্র শীঘ্র ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত। মনে কর ওলাউঠার রোগীর পীড়ার প্রকাশাবস্থায় অল্প মাত্রায় ক্যাম্ফর পাঁচ পাঁচ মিনিট পর দিতে হইবে। যখন ওলাউঠার সমুদায় লক্ষণ প্রকাশ পায় তখন লক্ষণ অনুসারে কুপ্রাম,—ভেরেট্রাম—ফস—আর্স—কার্ব্বো ২ কি ৩ ঘণ্টা পর পর দিতে হয়।

স্নায়বীয় জ্বরে ঐরূপ দুই কি তিন ঘণ্টা পর পর ঔষধ দেওয়া উচিত। ৩০ শক্তির মার্কিউরিয়াস এক আধ মাত্রা দিয়া উপদংশ আরাম করা হইয়াছে, কিন্তু সোরার যোগ থাকিলে ৬ কি ৮ দিন পর ২ কি ৩ মাত্রায় আরাম হয়। দুর্ব্বল ও উত্তেজনাশীল রোগীকে দ্রাণ গ্রহণ দ্বারা দীর্ঘকাল পর পর ঔষধ প্রয়োগ করিলেই ভাল হয়।

২৪৭। উপযুক্তরূপে নির্ব্বাচিত সদৃশ ব্যবস্থা অনুসারে উচ্চশক্তির ঔষধ ২৪।১২।১০।৮ বা ৭ দিন পর পর প্রয়োগ করিলে অতি অদ্ভুত ফল প্রদান করে। প্রাচীন পীড়া তরুণ আকার ধারণ করিলে, অবশ্য শীঘ্র শীঘ্র ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইলে, ২৪।১২।৮ অথবা ৪ ঘণ্টা পর পর সেবন করাইতে হইবে। অত্যন্ত প্রবল তরুণ পীড়ায় এক ঘণ্টা হইতে পাঁচ মিনিট পর পর ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত। পীড়ার গতি দ্বারা এইরূপে চিকিৎসক পীড়ার অবস্থা যেরূপ বুঝিতে পারেন তদনুযায়ী ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে (আ দেখ)।

২৪৮। যে পর্য্যন্ত ঔষধে আরোগ্যজনক ক্রিয়া প্রকাশ না করে, সে *পর্য্যন্ত বহুবার ঔষধ সেবন করান* উচিত অর্থাৎ ঔষধে পীড়ার অবস্থা ভাল হইতে আরম্ভ হইবামাত্র ঔষধ-সেবন বন্ধ করা উচিত। এই ঔষধের ক্রিয়া শেষ হইলে অবশিষ্ট লক্ষণের জন্য অন্য একটী ঔষধ ঐ নিয়মে ব্যবহার করিতে হইবে।

২৪৯। যে ঔষধ প্রয়োগে নূতন প্রকারের কোন উপসর্গ আনীত হয় অথবা পীড়ার সহিত ঐ উপসর্গের কোন সংস্রব না থাকে তবে ঔষধটী সদৃশ ব্যবস্থানুসারে নির্ব্বাচিত হয় নাই। অন্য একটী ঔষধ ব্যবস্থা করার পূর্ব্বে ঐ ঔষধটীর ক্রিয়া তাহার প্রতিষেধক ঔষধ দ্বারা নিবৃত্তি করিয়া দেওয়া উচিত; এই প্রতিষেধক ঔষধটী অনেকাংশে পীড়ার সদৃশ লক্ষণ যেন উৎপন্ন করিতে পারে তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যদি ঔষধজনিত লক্ষণটী অতি প্রবল না হয় তবে, তাহার পরবর্ত্তী উপযুক্ত ঔষধটী ব্যবহার করিলেই হইতে পারে।

২৫০। যদি চিকিৎসক শেষ ঔষধ প্রয়োগ করায় ৬ কি ১২ ঘণ্টার পর চিকিৎসায় বুঝিতে পারেন যে, তাহার রোগীর অবস্থা অধিকতর মন্দ অবস্থায় পরিণত হইল, তবে তাঁহার ঔষধ উপযুক্তরূপে নির্ব্বাচিত হয় নাই, অতএব বর্ত্তমান অবস্থানুসারে অধিক সতর্কতার সহিত ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে হইবে।

২৫১। এরূপ অনেক ঔষধ আছে (যেমন ইগ্নেশিয়া, ব্রাইওনিয়া, রাসটক্স এবং কতকাংশে বেলাডোনা) যাহারা পর্য্যায়শীল ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে (যেমন বেলাডোনায় একবার মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য জন্মায় আবার রক্তের স্বল্পতা আনয়ন করে ইত্যাদি বিপর্য্যয় অবস্থা জন্মায়), এইরূপ লক্ষণ সমূহ কর্ত্তৃক পরিমাণ মুখ্য ক্রিয়ার বিপরীত ভাব প্রকাশক। এইরূপ ঔষধ অত্যন্ত সতর্কতার সহিত নির্ব্বাচিত হইলেও পীড়ার সম্বন্ধে প্রথমতঃ কোন উপশম দেখায় না, কিন্তু তরুণ পীড়ায় ঐ ঔষধ আর এক আধ মাত্রা প্রয়োগেই ইহার ক্রিয়া সুন্দররূপে প্রকাশ পায় (ই)।

২৫২। প্রাচীন পীড়ার ঔষধ উপযুক্তরূপে এবং উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করাতেও যদি কোন স্থায়ী ফল প্রকাশ না করে, তাহা হইলে পীড়ার কারণ

(ই) পর্য্যায়শীল ঔষধের মধ্যে ইগ্নেশিয়াই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; কারণ ইহায় রোগী একবার অত্যন্ত আহ্লাদিত আবার অত্যন্ত বিমর্ষ হয়। একবার চক্ষুর তারা সঙ্কুচিত আবার প্রসারিত হয়। সঙ্গীত শুনিতে একবার সুখ এবং একবার দুঃখ বোধ। একবার চুকা জিনিস খাইতে চায় আবার ঘৃণা প্রকাশ করে। অধঃবায়ু নিঃসরণ না হইয়া উদর স্ফীত হয়, ঘন ঘন বায়ু নিঃসরণ হয়। প্রবল সঙ্গমেচ্ছা, সঙ্গমেচ্ছার সম্পূর্ণ অভাব ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশক (হ্যানিমানের মেটিরিয়া মেডিকা দেখ)।

অভ্যন্তরে থাকিবার জন্যই এরূপ হইতেছে। এরূপ হইবার প্রধান কারণ আহার ব্যবহারে অত্যাচার অথবা অন্য কোন স্বাস্থ্যের অনিষ্টকর শক্তির অধীন থাকায় রোগী আরোগ্য লাভ করিতে পারিতেছে না। এরূপ রোগীকে আরাম করিতে হইলে ঐ সমুদায় কারণ দূর না করিলে রোগী কখনই আরোগ্য লাভ করিবে না।

২৫৩। ঔষধ প্রয়োগের পর সমুদায় বিশেষতঃ তরুণ পীড়ায় অল্প কিছু উপশমের বা বৃদ্ধির সূচনায় রোগীর মানসিক অবস্থা এবং ব্যবহার দ্বারা জানা যায়। রোগীর আরাম বোধ, স্থির ভাব, অন্তঃকরণের স্বাধীন ভাব এবং অত্যন্ত উৎসাহ ও বোধশক্তির স্বাভাবিকাবস্থা দ্বারা অল্প সামান্য কিছু উপশম প্রকাশিত হয়। কিন্তু ঐরূপ অল্প কিছু বৃদ্ধির অবস্থা পূর্ব্বোল্লিখিত বিপরীত ভাবের দ্বারা জানা যাইতে পাবে অর্থাৎ রোগীর যে অবস্থা দেখিলে আমাদের সহানুভূতি আকর্ষিত হয়। সুবিবেচক দর্শক ঐ অবস্থাগুলি সহজেই বুঝিতে সক্ষম (ঈ)।

২৫৪। যে চিকিৎসকের বিশেষ মনোযোগের সহিত দেখার অভ্যাস আছে, তিনি ঔষধ প্রয়োগের পর কোন একটী নূতন লক্ষণ প্রকাশ পাইবামাত্র পীড়ার সামান্য বৃদ্ধির অবস্থা বুঝিতে সক্ষম। অর্থাৎ বর্ত্তমান লক্ষণগুলির বৃদ্ধির অবস্থার সহিত পূর্ব্বের লক্ষণগুলি বর্ত্তমান লক্ষণদ্বারা ন্যূন হইয়া আসিলে, রোগীদের পীড়ার হ্রাস বৃদ্ধির অবস্থা তাহারা বলুক আর না বলুক, তিনি তাহা বুঝিতে সক্ষম।

২৫৫। পীড়ার হ্রাস বৃদ্ধির অবস্থা তোমার স্মরণার্থ পুস্তকে যাহা লিখিয়া রাখিয়াছ, তাহার সঙ্গে বর্ত্তমান অবস্থা অর্থাৎ লক্ষণগুলি তুলনা করিলেই বুঝিতে পারিবে। তোমার স্মরণার্থ পুস্তকের লিখিত লক্ষণ দেখিয়া যদি

(ঈ) অত্যন্ত ক্ষুদ্রতম মাত্রার অর্থাৎ উচ্চশক্তির ঔষধ প্রয়োগের পর অল্প কিছু উপশম বোধ, মানসিক ভাব এবং প্রকৃতি দ্বারা প্রকাশ পায়। কিন্তু অধিক মাত্রায় ঔষধ সদৃশব্যবস্থানুসারে প্রয়োগ করা হইলেও ঔষধজনিত পীড়া অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, অতএব উচ্চশক্তির ঔষধ প্রয়োগই যুক্তিসঙ্গত। অল্পবিশ্বাসী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকেরা নিম্নশক্তি ভিন্ন উচ্চশক্তির উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে সাহসী হয় না, কারণ জীবনীশক্তির পীড়ার উপর ঔষধের ক্ষুদ্রতম মাত্রা কিরূপ ক্রিয়া প্রকাশ করে তাহা তাহারা বুঝে না।

বুঝিতে পার কোন লক্ষণেরই হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় নাই, কেবলমাত্র মানসিক লক্ষণের কিছুমাত্র উন্নতি হইয়াছে, তবে অবশ্য মূল পীড়ার অনেকটা উপকার করিয়াছে; ইহা কিছুকাল ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক কোন ঔষধ প্রয়োগ না করিয়া থাকিলেই জানা যাইতে পারে। যদি উপযুক্ত ঔষধ নির্ব্বাচিত হইলেও রোগীর উপকার করিতে আশাতীত অধিক সময় লয় তাহা হইলে কুপথ্যের বা অধিক মাত্রা ঔষধ প্রয়োগের জন্যই এরূপ হইয়াছে।

২৫৬। ঔষধ প্রয়োগের পর যদি রোগী কয়েকটী নূতন বা প্রয়োজনীয় লক্ষণ উল্লেখ করিয়া বলে যে তাহার শরীরের অবস্থা ভাল করিতেছে, তাহা হইলে নিশ্চয় বুঝিতে হইবে ঔষধটী সদৃশ ব্যবস্থানুসারে নির্ব্বাচিত হয় নাই এবং রোগীর অবস্থা শীঘ্রই শোচনীয় হইয়া পড়িবে।

২৫৭। যে ব্যক্তি প্রকৃত চিকিৎসক তিনি যদি কোন একটী ঔষধ কয়েকটী রোগীতে ব্যবহার করিয়া বিশেষ ভাল ফল পাইয়া থাকেন, তজ্জন্য তাঁহার ঐ ঔষধটীর পক্ষপাতী হওয়া উচিত নহে। কারণ ঐ ঔষধটী হইতে হোমিওপ্যাথিক মতে যে আর কোন প্রধান ঔষধ থাকে তাহা জানিতে তাঁহার চেষ্টা থাকিবে না এবং তিনিও অধিক জানিতে পারিবেন না।

২৫৮। অথবা কোন চিকিৎসক যে কয়েকটী ঔষধ কতকগুলি রোগীতে অন্যায় ব্যবহার জন্য কোন ভাল ফল পান নাই এ নিমিত্ত ঐ ঔষধগুলি কখনই ত্যাগ করিবেন না। এরূপ অবস্থায় ঔষধের দোষ নহে, চিকিৎসকের অন্যায় ব্যবস্থানুসারে ঔষধ নির্ব্বাচনের দোষ। কারণ যে রোগীর সমুদায় লক্ষণ সমষ্টির সহিত যে পীড়ার সাদৃশ্য যে ঔষধটীর আছে ঐ রোগীর সম্বন্ধে ঐ ঔষধটীই নির্দ্দিষ্ট ঔষধ। অতএব ঐরূপ অন্যায় বিশ্বাস পোষণ করা চিকিৎসকের উচিত নহে।

২৫৯। হোমিওপ্যাথিক ঔষধের মাত্রা অত্যন্ত কম জন্য কোন পথ্য ইত্যাদির মধ্যে এমত কোন দ্রব্য থাকা উচিত নহে যে তদ্দ্বারা ঔষধের ক্রিয়া প্রকাশ করিতে দেয় না (উ)।

(উ) গভীর নিশীথে দূর হইতে মৃদুমধুর বংশীর ধ্বনি সকরুণ হৃদয়কে কিরূপ মোহিত করিয়া অন্তঃকরণে স্বর্গীয় ভাব আনয়ন করে, এবং দিবসের গোলমালকারী লোকসমাজের কোলাহল ইত্যাদির বিষয় ভুলাইয়া দেয়। সুতরাং সামান্য কারণেই ঔষধের ক্রিয়া নষ্ট করিয়া দিতে পারে তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।

২৬০। প্রাচীন পীড়ার আরোগ্য সম্বন্ধে যে সমুদায় প্রতিবন্ধক তাহা মনোযোগপূর্ব্বক অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইবে। কারণ পীড়া সচরাচর স্বাস্থ্যের অনিষ্টকর শক্তির দ্বারা প্রতিবন্ধক পাইবার জন্য আরাম হইতে পারে না (উ)।

২৬১। প্রাচীন পীড়ার চিকিৎসায় রোগীর উপযুক্ত পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া তাহার আরোগ্যের সম্বন্ধে যে যে প্রতিবন্ধক আছে তাহা হইতে তাহাকে পৃথক্ রাখিতে হইবে। আরোগ্যের সহকারী মানসিক নির্দ্দোষ আমোদ, খেলা পরিষ্কার বায়ুতে শারীরিক পরিমিত পরিশ্রম এবং ভেষজ-গুণবিহীন স্বাস্থ্যকর পানীয় এবং আহারীয় বস্তু ইত্যাদি ব্যবস্থা করিতে হইবে।

২৬২। কোন তরুণ পীড়ার রোগী (অবশ্য উন্মত্ত রোগী নহে) তাহার প্রকৃতি অভ্রান্ত অস্বাভাবিক আত্মরক্ষার বুদ্ধির দ্বারা যাহা চাহে তাহার সম্বন্ধে তাহার বান্ধব এবং পরিচারকদিগকে তাহার দুর্দ্দম্য প্রবল ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য অনুমতি করিবেন। কিন্তু যাহা তাহার আরোগ্য সম্বন্ধে অনিষ্টকর তাহা কখনই অনুমোদন করিতে হইবে না।

২৬৩। তরুণ পীড়ার রোগী যে সমুদায় পানীয়, খাদ্যদ্রব্য চাহে তাহা আশু উপশমনকারী একটী ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য ঐরূপ করিয়া থাকে। রোগীর ইচ্ছা কতক পরিমাণ পূর্ণ হইলেও আরোগ্যের অধিকতর প্রতিবন্ধকের কারণ হয়; কারণ আশু উপশমনকারী ক্রিয়া দ্বারা রোগী যে উপশম বোধ করে, তজ্জন্যই ঔষধে আরোগ্যজনক ক্রিয়া সহজে প্রকাশ করিতে পারে না। তরুণ পীড়ার রোগী ইচ্ছানুসারে তাহার শয়ন-ঘরের উত্তাপ রক্ষা করিতে বা যেরূপ শয্যা চাহে তাহা দিতে হইবে।

২৬৪। চিকিৎসকের ক্ষমতার অধীন অকৃত্রিম সম্পূর্ণ-গুণ-সম্পন্ন এরূপ ঔষধ থাকা উচিত যে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া নিশ্চিন্তভাবে থাকিতে পারেন।

২৬৫। তাঁহার প্রত্যেক রোগীকে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া তাঁহার বিবেকবুদ্ধির সহিত নিশ্চিন্তভাবে থাকিবেন (ঔষধ প্রয়োগে তাঁহার যেন সন্দেহ না থাকে)।

(উ) এরূপ রোগী প্রায়ই পাওয়া যায় না। প্রদাহিক জ্বরে রোগী অধিক পরিমাণ জল চাহে, এরূপ জ্বরের প্রধান ঔষধ একোনাইট। কিন্তু উদ্ভিদজাত কোন অম্ল ইহার ক্রিয়া নষ্ট করিয়া দেয়, এইজন্য পথ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত।

২৬৬। যে সমুদায় ঔষধ প্রাণী এবং উদ্ভিদ হইতে জাত তাহারা প্রকৃতাবস্থায়ই অত্যন্ত ক্ষমতাশালী (ক)।

২৬৭। অত্যন্ত উগ্রবীর্য্যশালী দেশীয় টাটকা নূতন বৃক্ষের রস যে পরিমাণ বাহির করিয়া লওয়া হয় সেই পরিমাণ রসের সহিত তৎক্ষণাৎ তাহার সম পরিমাণ সুরাবীর্য্য যোগ করিয়া ২৪ ঘণ্টা কাল কোন কাচনির্ম্মিত কর্ক দ্বারা শিশিতে রাখিলে নিম্নে যে তলানী পড়ে তাহা ত্যাগ করিয়া পরিষ্কার যাহা থাকে তাহাই ঔষধার্থ ব্যবহৃত হইবে। ইহা এরূপ ভাবে রক্ষা করিতে হইবে যেন সূর্য্যের আলো তাহাতে না লাগে। তাহা হইলেই বহুকালের জন্য ঔষধটী প্রস্তুত হইয়া থাকিল (খ)।

২৬৮। দূরদেশ হইতে আনীত বৃক্ষাদির ছাল, বীজ এবং মূল সম্বন্ধে যে পর্য্যন্ত তাহাদের অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে কৃতনিশ্চয় না হও, সে পর্য্যন্ত তাহাদিগকে গ্রহণ করিও না অর্থাৎ ঔষধ প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বেই তাহাদিগকে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া লওয়া উচিত (গ)।

(ক) মনুষ্য তাহার খাদ্যের জন্য যে সমুদায় উদ্ভিদ এবং জন্তুর মাংস নির্ব্বাচন করিয়া লয় তাহার মধ্যে ভেষজগুণসম্পন্ন কোন পদার্থ অধিক থাকে না, যদিও কিছু থাকে, তাহা রন্ধনক্রিয়া দ্বারা নষ্ট পাইয়া থাকে।

(খ) যে উদ্ভিদ হইতে তরল রস নির্গত না হইয়া আঠাবৎ পদার্থ নির্গত হয় অথবা যাহার অল্প কিছু যৎসামান্য রস নির্গত হয়, তাহা হইলে সেই সকলকে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ঐ চূর্ণের বা আঠাবৎ পদার্থের দ্বিগুণ সুরাবীর্য্য যোগ করিতে হইবে। এবং অবশেষে লিনেন কাপড় দ্বারা চাপ প্রদান করতঃ রস বাহির করিয়া শিশিতে রাখিয়া দিতে হইবে। আর যদি ঐরূপ বৃক্ষাদি শুষ্কাবস্থায় পাওয়া যায় তবে দুগ্ধ-শর্করার সহিত দশমিক বা শতক্রমিক নিয়মানুসারে চূর্ণ করিয়া তৃতীয় শক্তির চূর্ণ পর্য্যন্ত প্রস্তুত কর। যদি আরক করিতে হয় তবে এই তৃতীয় শক্তির চূর্ণ ১ গ্রেণের সহিত জলমিশ্রিত সুরাবীর্য্য যোগ কর। এইরূপ করিয়া যে অরিষ্ট প্রস্তুত হইল তাহাই চতুর্থ শক্তির মিশ্র অরিষ্ট। ইহার পর যে অরিষ্ট এই চতুর্থ শক্তির হইতে প্রস্তুত করিতে হইবে তাহা কেবল সুরাবীর্য্য যোগেই উৎপন্ন হইবে।

(গ) দূর দেশ হইতে আনীত শুষ্ক মূল ইত্যাদি ঔষধের গুণ রক্ষা করিবার নিমিত্ত চূর্ণ করার পরও আর্দ্রতা থাকিয়া যাইবার জন্য শীঘ্রই ছাতা ধরিয়া নষ্ট হইয়া যায়; কিন্তু যদি ঐ চূর্ণ একটী টিনপাত্রে স্থাপন করিয়া অত্যন্ত গরম জলের উপর ঐ পাত্র ভাসমান অবস্থায় রাখিলে ঐ আর্দ্রতা শীঘ্র শীঘ্র দূর করিয়া দেয় এবং আর চাপ বাঁধে না। যে পর্য্যন্ত চূর্ণগুলি বালুকা-কণার ন্যায়

২৬৯। হোমিওপ্যাথিকমতে ঔষধ প্রস্তুত করিলে এই চিকিৎসার উদ্দেশ্য সম্পন্ন করিবার জন্য এই ঔষধের মধ্যে জীবনীশক্তির ন্যায় একটী প্রবল শক্তি বিশিষ্ট শক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই ঔষধ শরীরের মধ্যে এমত স্থান নাই যে স্থানে ইহা ইহার বিক্রম প্রকাশ করিতে না পারে।* এইজন্যই বৈদ্যুতিক শক্তির ন্যায় দ্রুতবেগে আরোগ্যজনক ক্রিয়া প্রকাশ করে। এমন কি যে সমুদায় দ্রব্য স্বাভাবিক অবস্থায় ঔষধের গুণ প্রকাশ করিতে সক্ষম নহে তাহাও হোমিওপ্যাথিক প্রণালীতে প্রস্তুত করিলে অসীমশক্তিসম্পন্ন হইয়া থাকে।

২৭০। মনে কর সদ্যঃ উদ্ভিদের দুই বিন্দু রসের সহিত তৎক্ষণাৎ দুই বিন্দু সুরাবীর্য্য মিশ্রিত করিয়া ৯৮ ফোঁটা সুরাবীর্য্য দ্বারা দুইবার ঝাঁকি দিলে যে অরিষ্ট হইল ইহাই প্রথম শক্তির অরিষ্ট। ইহার পর ২৯টী শিশির প্রত্যেক শিশিতে ৯৯ বিন্দু সুরাবীর্য্য রাখিয়া প্রথম শিশি হইতে ১ বিন্দু দ্বিতীয় শিশিতে নিক্ষেপ করিয়া দুই ঝাঁকি; আবার দ্বিতীয় শিশির ১ বিন্দু তৃতীয় শিশিতে লইয়া ২টী ঝাঁকি দেও; এইরূপ করিতে করিতে ৩০ নম্বর শিশি পর্য্যন্ত যাইতে হইবে। এই শেষ শিশির ঔষধ ত্রিংশ শক্তির ঔষধ। এই শক্তিই সচরাচর ব্যবহৃত হয়।

২৭১। সালফার, পেট্রোলিয়াম, ফসফরাস, বহুপ্রকার প্রাণিজ এবং উদ্ভিদজাত পদার্থ কয়েক প্রকার লবণ ইত্যাদি পদার্থের মধ্যে যাহাকে ঔষধের আকারে পরিণত করিতে হইবে তাহার ১ গ্রেণ লইয়া ৯৯ গ্রেণ দুগ্ধশর্করার সহিত মিশ্রিত করিয়া চূর্ণ করিলে ১ম ক্রমের চূর্ণ হইল। আর একটী শিশিতে ৯৯ গ্রেণ দুগ্ধ-শর্করার সহিত ১ম শিশির প্রস্তুত ঔষধের ১ গ্রেণ মিশ্রিত করিয়া খলে মর্দ্দন করিলে ২য় ক্রমের চূর্ণ হইল। এবং তৃতীয় একটী শিশিতে ৯৯ গ্রেণ দুগ্ধ-শর্করা রাখিয়া দ্বিতীয় নম্বর শিশির প্রস্তুত ঔষধ হইতে ১ গ্রেণ মিশ্রিত করিয়া খলে মর্দ্দন কর তাহা হইলে তৃতীয় ক্রমের চূর্ণ হইল। প্রত্যেকবার খলে মর্দ্দন করিতে ১ ঘণ্টা সময় লাগে। আর যদি ঐ সমুদয় দ্রব্যের আরক প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা কর তবে ২৭টী শিশির প্রত্যেক শিশিতে ৯৯ বিন্দু করিয়া সুরা-

---

বায়ুতে পৃথক্ হইয়া না পড়ে সে পর্য্যন্ত আর্দ্রতা দূর হয় নাই। এইরূপ করিয়া শুষ্ক করিয়া লইবার পর একটী কাঁচনির্ম্মিত কর্কযুক্ত শিশিতে কাগজে জড়াইয়া রাখিয়া দিলে আর কখনই তাহার গুণ নষ্ট হইবে না। সূর্য্যের আলো না লাগিলে উহার গুণ কখনই নষ্ট হইবে না।

বীর্য্য রাখ। চতুর্থ নম্বর শিশিতে তৃতীয় শক্তির চূর্ণ ১ গ্রেণ জলে গলাইয়া নিক্ষেপ করিয়া পূর্ব্বের লিখিত প্রকারে ঝাঁকাইতে হইবে। ইহার পর ২৭০ সূত্রানুসারে অন্যান্য ক্রম এই ৪র্থ ক্রমের অরিষ্ট হইতে প্রস্তুত করিতে থাক।

২৭২। কোন পীড়ার চিকিৎসা করিতে হইলে মিশ্র ঔষধ দ্বারা কখনই চিকিৎসা করিতে হইবে না (সদৃশ আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান দেখ)।

২৭৩। কোন যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া যে মিশ্র ঔষধ প্রয়োগ করা হয় তাহার কারণ যুক্তিপূর্ণ প্রমাণে পাওয়া যাইতে পারে না।

২৭৪। কেবলমাত্র একটী ঔষধ প্রয়োগ করিলে চিকিৎসক পীড়ার হ্রাস বৃদ্ধি সহজে বুঝিতে সক্ষম। একেবারে কেবল একটীমাত্র ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত, কারণ ঔষধ মিশ্রাবস্থায় প্রয়োগ করিলে একটী ঔষধের ক্রিয়া অন্য একটী ঔষধের ক্রিয়া দ্বারা নাশ পাইয়া রোগীর এরূপ একটী অবস্থান্তর জন্মাইতে পারে তদ্দ্বারা তাহার জীবনী-শক্তির বিশেষ অপকার সম্ভব হয়। কারণ একই জীবনী-শক্তি বহু ঔষধের শক্তি একই সময় গ্রহণ করিতে অক্ষম, কারণ ভিন্ন ভিন্ন ঔষধে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ক্রিয়া প্রকাশ করে। লক্ষণ সমষ্টির সহিত মিলাইয়া একটী ঔষধ একেবারে প্রয়োগ করিলেই পীড়া সমূলে আরাম হয়।

২৭৫। হোমিওপ্যাথিকমতে ঔষধ নির্ব্বাচিত হইলেই যে পীড়া আরাম হইবে এমত নহে। যে পর্য্যন্ত উপযুক্ত বিশেষতঃ উচ্চশক্তির ঔষধ না পড়ে সে পর্য্যন্ত আরাম হওয়া অসম্ভব। অধিক মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগে উপকার না হইয়া অপকারই হইয়া থাকে। কারণ পীড়া দূর করিবার জন্য যতটুকু শক্তির আবশ্যক তাহার অতিরিক্ত পরিমাণ শরীরে নীত হইলে জীবনী-শক্তি তদ্দ্বারা অবশ্যই আক্রান্ত হয়। অতিরিক্ত মাত্রার ঔষধটুকু প্রকৃতি শরীর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে অক্ষম হন।

২৭৬। এই জন্য সদৃশ ব্যবস্থা অনুসারে ঔষধ নির্ব্বাচিত হইলেও অধিক মাত্রায় ঔষধ পড়িলে রোগীর বিশেষ অনিষ্টই হইয়া থাকে। অধিক মাত্রার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ পড়িলে ঔষধ মূল-পীড়ার স্থান অধিকার করিয়া বসিবার জন্য যদিও মূল-পীড়া থাকিতে না পারুক, তবুও অন্যায় অতিরিক্ত মাত্রার জন্য এলোপ্যাথিক ঔষধের ন্যায় ঔষধজনিত পীড়া দ্বারা রোগী ভুগিতে থাকে অর্থাৎ প্রতিক্রিয়া (reaction) এত জোরের সহিত আরম্ভ হয় যে রোগীর

জীবন সংশয় হইয়া থাকে এবং অধিক মাত্রায় ঔষধ পড়িবার জন্য রোগীর শক্তি ক্ষয় হইয়া থাকে।

২৭৭। এই সমুদয় কারণে এবং সদৃশ ব্যবস্থা অনুসারে কোন একটী নির্দ্দিষ্ট ঔষধ স্থির হইলে তাহার মাত্রা ঐ পরিমাণে কম হওয়া উচিত যে পরিমাণে বিনা কষ্টে আশ্চর্য্যরূপে রোগীকে অতি শীঘ্র আরাম করিবে।

২৭৮। এইক্ষণ এই প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে যে কোন্ শক্তির ঔষধে রোগী বিনা কষ্টে শীঘ্র আরাম হইতে পারে অর্থাৎ কি পরিমাণ ক্ষুদ্রতম মাত্রার সদৃশ ব্যবস্থানুসারে ঔষধ নির্ব্বাচনে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। এই সম্পাদ্য বিষয়ের প্রমাণ অনুমান বা যুক্তি দ্বারা দেখান যাইতে পারে না। ইহার প্রমাণ বিশেষ মনোযোগের সহিত বহু পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণীকৃত হইয়াছে। অধিক মাত্রায় সদৃশ ব্যবস্থানুসারে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া ঐ বিষয় প্রমাণ করিতে যাওয়ায় কেবল নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ পায়।

২৭৯। বহুদর্শিতায় এই প্রমাণ করে যে সদৃশমতের ঔষধের শক্তি যতই কম করা যাউক না কেন স্বাভাবিক পীড়া হইতে অধিকতর ক্ষমতাশালী থাকিয়াই যাইবে। এবং তজ্জন্য পীড়ার কতকাংশ নষ্ট করিবেই করিবে (যদিও ঔষধ প্রয়োগের পর পীড়ার বেগ অল্পমাত্রায় বৃদ্ধি পায়)। প্রাচীন, তরুণ এবং জটিল পীড়ায় এই বৃদ্ধির ভাব দেখা যায়। যে রোগীর জীবনীশক্তির প্রধান যন্ত্র আক্রমণ করিয়া বসে বা যে রোগী কোন ঔষধজনিত কোন শক্তির দ্বারা রক্ষিত না হয় তাহার উপর এই বৃদ্ধির ভাব প্রকাশ পায় না।

২৮০। বহুদর্শিতা দ্বারা এই অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম স্থির হইয়াছে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের মাত্রা এত অধিক কম করা যাইতে পারে যে তজ্জন্য ঔষধজনিত পীড়ার বেগ বৃদ্ধি অননুভবনীয় হইতে পারে। অতএব ঔষধের মাত্রা কম করিতে করিতে এত উচ্চশক্তিতে উঠা যায় যে আমরা আমাদের কল্পনা-শক্তিতেও বুঝিতে পারি না যে অত ক্ষুদ্র মাত্রায় পীড়া আরাম হইতে পারে। কিন্তু যখন তাহার ফল প্রত্যক্ষ তখন আর তর্ক স্থান পায় না (১)।

(১) গণিতশাস্ত্র বিশারদ পণ্ডিত প্রমাণ করুক যে যে কোন বস্তুকে যত কেন অসংখ্য অংশে বিভাগ করা যাউক না কেন, কোন না কোন কিছু অংশ থাকিয়াই যাইবে। যে অংশটুকু অবশিষ্ট থাকে তাহাকেও কোটি কোটি অংশে বিভাগ করিলে একটী অংশ থাকিয়াই যাইবে।

২৮১। হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সহিত পীড়ার সাদৃশ্য থাকিবার জন্য যত কেন ক্ষুদ্রতম মাত্রায় যে কোন রোগীকে ঔষধ প্রয়োগ কর না, প্রয়োগ করিবা মাত্র সে ইহার অধীন হইবে। এমত প্রাচীন কি স্থানীয় পীড়ায় কোন বলবান্ ব্যক্তি নাই যে ইহার শক্তির অধীন না হইবে। একদিনের কচি শিশু হইতে পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি পর্য্যন্ত সকলেই সহজে ইহার শক্তির অধীন হয়। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণীকৃত সত্য অল্প বিশ্বাসের জন্য অবিশ্বাস করা হাস্যাস্পদ ভিন্ন আর কি হইতে পারে?

২৮২। সদৃশ ঔষধের মাত্রা যতদূর সম্ভব কম করিয়া লইলে, তদ্দ্বারা পীড়ার সহিত সাদৃশ্য থাকিবার জন্য পীড়ার বেগ বৃদ্ধি করিতে যথেষ্ট, কারণ ইহা কেবল শরীরের পীড়িত অংশে যাইয়াই ক্রিয়া প্রকাশ করে, যে অংশ অতি সামান্য

চির কাল ভাগ করিতে থাক কিছু না কিছু থাকিযাই যাইবে কিছুতেই ভাগ শেষ করিয়া উঠিতে পারিবে না, ইহা ভিন্ন গণিতবিদ্ আর কি বলিবে? তুমি আমি কেবল ঔষধের মাত্রা নাই বলিয়া কেবল জল দ্বারা চিকিৎসা করা হয় ইহা বলিলে কি হইবে, বিজ্ঞান কি বলে তাহাই দেখ। পদার্থ বিদ্যা পাঠ করিলে জানা যায় কতকগুলি পদার্থের প্রবল শক্তি আছে যাহা আমরা আমাদের চিন্তা-শক্তি দ্বারা ঠিক করিতে পারি না, যেমন—উত্তাপ, আলো ইত্যাদি। সুতরাং ঐ সমুদায় দ্রব্য ঔষধ হইতে হালকা (পাতলা), তাহার কোন সন্দেহ নাই। রাগান্বিত কথার পরিমাণ কত যদ্দ্বারা পৈত্তিক প্রধান জ্বর আনীত হয়? অথবা মাতার নিকট তাহার কেবলমাত্র একটী সন্তানের মৃত্যু-সংবাদ দিলে তাঁহার হঠাৎ মৃত্যু ঘটায়। এ সংবাদের পরিমাণ কত? যে ম্যাগ্নেট ১০০ পাউণ্ড ভার উত্তোলন করিতে পারে সেই ম্যাগ্নেটখানা কেহ ১৫ মিনিট কাল স্পর্শ করিয়া থাকুক. কি পরিমাণ ম্যাগ্নেট তাহার শরীরে প্রবেশ করিয়া তাহার কষ্টের ভাব জন্মায়? কোন প্রবল ইচ্ছা সম্পন্ন মেসমেরিষ্ট শক্তি কোন ব্যক্তির পাকযন্ত্রের নিম্ন স্থানে কয়েক মিনিটের জন্য তাহার বৃদ্ধাঙ্গুলি স্থাপন করুক, তখন অসহ্যকর কষ্টের ভাবে সে প্রকাশ করিবে. অনন্ত প্রকৃতিতে অসীম শক্তিসম্পন্ন ক্রিয়াশীল কি না আছে? এ সমুদায় প্রশ্নের উত্তরে কি বলিবার আছে? উত্তরে হয় ত বলিবে বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা ঐ সমুদায় ঘটনা ঘটে। বৈদ্যুতিক শক্তিটা কি তাহা কি বুঝিতে পার? তাহা বুঝিতে পারা যায় না, তাহার শক্তি কতকগুলি কার্য্য প্রকাশিত হয়। সেইরূপ হোমিওপ্যাথিক প্রত্যেক ঔষধের একটী করিয়া বৈদ্যুতিক শক্তি আছে। সেই শক্তি দ্বারা জীবনী-শক্তি আক্রান্ত হইয়াই পীড়া আরাম হইয়া থাকে। প্রত্যেক বস্তুরই বৈদ্যুতিক-শক্তি আছে। যতই তাহাদিগকে বহুভাগে বিভক্ত করা যায়, ততই তাহাদের বৈদ্যুতিক-শক্তি প্রকাশ পাইতে থাকে। প্রত্যেক ঔষধের ঐ শক্তি দ্বারাই পীড়া আরাম হয়। এই শক্তিকে ঔষধের (Spirit like force—জীবনী-শক্তির সদৃশ বিশিষ্ট শক্তি) কহে।

কারণেই অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া পড়ে। এই ক্ষুদ্রতম মাত্রা ঔষধ জীবনীশক্তির ক্রিয়া কৃত্রিম পীড়া দ্বারা পরিবর্ত্তিত করিয়া দি। ইহার শক্তি স্বাভাবিক পীড়া হইতে অধিক ক্ষমতাশালী হইবার জন্য পীড়িত স্থান অল্প কিছুকালের জন্য অধিকার করিয়া বসে। কিছুকাল ঔষধ-জনিত পীড়ার বিরুদ্ধে কাজ করে বটে, কিন্তু ঔষধ-জনিত পীড়ার শক্তি অধিক হইবার জন্য মূল পীড়া তাড়িত হইলে প্রকৃতি নিজ শক্তি দ্বারা ঔষধ-জনিত পীড়া দূর করিতে সক্ষম। বিশেষতঃ স্বাভাবিক তরুণ পীড়া অতি সহজে তাড়াইয়া দিয়া শীঘ্র শীঘ্র স্বাস্থ্য আনয়ন করে।

২৮৩। যিনি প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক, তিনি এত ক্ষুদ্রতম মাত্রায় হোমিওপ্যাথিক ঔষধ নির্ব্বাচন করিবেন যে তদ্দ্বারাই পীড়াকে জয় করিয়া নষ্ট করিতে পারে। উপযুক্ত ঔষধের অল্পমাত্রা ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করাই নিরাপদজনক। কারণ অব্যবস্থানুসারে ঔষধ নির্ব্বাচিত হইলে মাত্রার ক্ষুদ্রতার জন্য প্রকৃতির নিজের শক্তি দ্বারাই শরীর হইতে দূরীকৃত হয়; এবং উপযুক্ত ঔষধের উপযুক্ত মাত্রা পড়িলে রোগীকে শীঘ্র আরাম করিয়া দেয়।

২৮৪। ডাইলিউশন দ্বারা যে পরিমাণ ঔষধের মাত্রা কম করা হয় সেই পরিমাণে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ফল কম হয় না। কোন ঔষধের আদত অরিষ্টের ২ বিন্দু প্রয়োগে যে ফল প্রকাশ করে সেই ঔষধের ৮ বিন্দু প্রয়োগে চতুর্গুণ ফল প্রকাশ করে না; কিন্তু ইহার শেষফল ২ গুণ বৃদ্ধি করে মাত্র। ১ ফোঁটার $\frac{১}{১০}$ ভাগে $\frac{১}{১০}$ ভাগ ফল প্রকাশ করিবে না। যদি আদত আরক ১ ফোঁটা প্রয়োগ করা যায় ইহার ফল ১০ গুণ বৃদ্ধি পাইবে না। উচ্চশক্তির ঔষধ প্রয়োগ করিলে কদাচ শেষফল প্রকাশ করে (এ)।

২৮৫। ঔষধের মাত্রা কম করিয়া লইবার জন্য ইহার শেষফল তত বেগে প্রকাশিত হইতে পারে না। ভগ্নাংশাকারে ইহা প্রযুক্ত হয়। ঔষধের মাত্রা কম হওয়ায় স্নায়ুগুলির সহিত ঔষধের যোগ না হইবার জন্য শেষফল প্রকাশ হইতে পারে না বটে, কিন্তু ইহা দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ সঞ্চালিত হয়।

(এ) মনে কর কোন একটী ঔষধের $\frac{১}{১০}$ এর ফল ক, সেই ঔষধের $\frac{১}{১০০}$ এর ফল $\frac{ক}{২}$, যদি ইহার মাত্রা $\frac{১}{১০০০০}$ হয় তবে ইহার ফল $\frac{ক}{৪}$, যদি $\frac{১}{১০০০০০০০}$ হয় তবে ইহার ফল $\frac{ক}{৮}$, হইবে। এই নিয়মে ঔষধের শক্তি বৃদ্ধি অর্থাৎ উচ্চশক্তি দ্বারা ক্রমে ক্রমে শেষ ফল হ্রাস হইয়া আইসে। ইহা বিশেষ রূপ পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে।

২৮৬। যত অধিক জলের মধ্যে ঔষধ মিশ্রিত হয়, ততই ইহার শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এরূপ হইবার কারণ এই অধিক পরিমাণ জলের মধ্যে ঔষধ অধিক স্থান লইয়া ব্যাপৃতাবস্থায় থাকে এবং শরীরের অধিকাংশ স্থানে সংলগ্ন হয়, আর তদ্দ্বারা স্নায়ুগুলি উত্তেজিত হইয়া থাকে। অনেকে মনে করেন যে অধিক পরিমাণ জল সংযোগে ঔষধের শক্তি কমিয়া যায়, বাস্তবিক তাহা নহে, ইহা দ্বারা ঔষধের শক্তি যে অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, তাহা বহুদর্শিতা দ্বারা বিশেষরূপে প্রমাণীকৃত হইয়াছে (ঐ)।

২৮৭। ঔষধের ফল বৃদ্ধি করিবার জন্য অধিক পরিমাণ তরল পদার্থের সহিত ইহা যোগ করিলে যে পরিমান ঔষধ হইল, ইহাতে আমাদিগকে দেখিতে হইবে না যে প্রত্যেক তরল পদার্থের সহিত ঔষধের যোগ হইয়াছে কি না। ইহা জানিও পরে যাহা প্রস্তুত হইল ইহারই ফল অধিক। ইহা দ্বারাই এমত মাত্রা প্রস্তুত হইবে যে সহজে উত্তেজনশীল ব্যক্তিতে ইহা প্রয়োগে কোন কষ্ট বোধ করে না (ও)।

২৮৮। জলাকারে ঔষধ সেবন করাইলে শরীরের মধ্য দিয়া এত দ্রুত-বেগে ইহার ক্রিয়া প্রকাশিত হয় যে, ইহার শক্তিকে এই জন্য জীবনী-শক্তির শক্তিবিশিষ্ট শক্তি কহে (ঔ)।

(ঐ) এই নিমিত্ত ঔষধের শক্তি রোগীর শরীরে কম জোরে প্রকাশ করিবার জন্য দিতে হইলে অণুবটিকা জিহ্বার উপর দিতে হইবে, মুখে জল দিতে হইবে না। ইহাতেও যদি রোগী উত্তেজিত হয়, তবে ছিপি খুলিয়া রোগীর নাসিকায় ধরিতে হইবে।

(ও) ১ বিন্দু ঔষধ ১০০ বিন্দু সুরাবীর্য্যে নিক্ষেপ করিলে ২টী ঝাঁকি দেওয়ার পর সমুদায় ঔষধ প্রস্তুত হইল। যদি অধিক পরিমাণ ঝাঁকি দেওয়া যায় তাহা হইলে ঔষধের শক্তি এত বৃদ্ধি পায় যে তাহার বেগ সহ্য করা কঠিন হয়। আর যদি কোন ঔষধের চূর্ণ প্রস্তুত করা আবশ্যক হয়, তবে ১ গ্রেণ চূর্ণের সহিত ১০০ গ্রেণ দুগ্ধশর্করা যোগ করিয়া ১ ঘণ্টা কাল অত্যন্ত জোরের সহিত খলে মাড়িতে হইবে। ইহাই প্রথম ক্রমের চূর্ণ হইল। এই চূর্ণ হইতে ১ গ্রেণ চূর্ণ লইয়া ১০০ গ্রেণ দুগ্ধশর্করার মিশাইয়া ১ ঘণ্টা কাল জোরে খলে মাড়িলেই দ্বিতীয় ক্রমের চূর্ণ হইল ইত্যাদি।

(ঔ) শরীরের প্রত্যেক স্থানই স্নায়ুজালে আবৃত, ঐ তরল পদার্থ যে যে স্থান স্পর্শ করে, তথা হইতেই ঔষধের ক্রিয়া আরম্ভ হয়। ঔষধ কোন ক্ষতে, নাসিকায়, হাতের তালু ইত্যাদিতে লাগিলেও সেবনের কাজ করে।

২৮৯। শরীরের প্রত্যেকাংশেই বোধশীল স্নায়ু আছে, সুতরাং শরীরের যে কোন অংশেই ঔষধ সংযুক্ত হউক, স্নায়ুর শক্তিতে ঔষধের গুণ গ্রহণ করিতে সক্ষম (অং)।

২৯০। পাকস্থলী, জিহ্বা এবং মুখ ভিন্ন নাসিকার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি ঔষধের গুণ গ্রহণ করিবার অধিকতর ক্ষমতা আছে। এইরূপ গুহ্যদ্বার, জননেন্দ্রিয় প্রভৃতি সহজে উত্তেজনাশীল যন্ত্রগুলিও নাসিকার ন্যায় সহজে ঔষধের গুণ গ্রহণ করিতে সক্ষম। এইজন্য শরীরের যে যে স্থানে উপচর্ম্মের অভাব সেই সেই স্থানে বা ক্ষতাংশে ঔষধ প্রয়োগ করিলে ঔষধ সেবনের ফল প্রদান করে। কিন্তু নাসিকা দ্বারা ঔষধের ঘ্রাণ গ্রহণ করিলে ঔষধের ক্রিয়া সর্ব্বাপেক্ষা শীঘ্রই প্রকাশ পায়।

২৯১। শরীরের যে কোন ইন্দ্রিয়ের বোধশক্তি নষ্ট হইলেও অর্থাৎ জিহ্বার স্বাদগ্রহণের ক্ষমতা, নাসিকার ঘ্রাণ গ্রহণের ক্ষমতা না থাকিলেও শরীরের অন্যান্য স্থান হইতে উক্ত স্থান সমূহ ঔষধের শক্তি গ্রহণ করিতে অধিকতর সক্ষম।

২৯২। শরীরের উপরিভাগের যে সমুদায় স্থান উপচর্ম্ম দ্বারা আবৃত সে সমুদায় স্থানও বিশেষতঃ তরল ঔষধের গুণ গ্রহণ করিতে সক্ষম। শরীরের যে যে অংশ অতি সহজে উত্তেজিত হয়, সেই সেই অংশে ঔষধের গুণ অতি সহজে গ্রহণ করে (অঃ)।

(অং) যাহারা নাসিকা দ্বারা ঘ্রাণ গ্রহণ করিতে পারে না, তাহারাও নাসিকা দ্বারা টানিলে, ঔষধের শক্তি গ্রহণ করে।

(অঃ) শরীরে ঔষধ ঘর্ষণ করিলেও ঔষধের ক্রিয়া প্রবলরূপে প্রকাশ পায়; কিন্তু হোমিও-প্যাথিক প্রণালীতে ঔষধ ঘর্ষণের ব্যবস্থা নাই।

পরিশিষ্ট।

মেস্‌মেরিজ্‌ম্‌ বা মন্ত্রশক্তি।

অত্র স্থলে আমি জৈব দৈহিক তাড়িত সম্বন্ধে কিছু বলিয়া শেষ করিব। ইহাকে ইংরাজিতে এনিম্যাল্‌ ম্যাগ্নেটিজ্‌ম্‌ বা মেস্‌মেরিজ্‌ম্‌ কহে। এই শক্তি দ্বারা কখন কখন অত্যাশ্চর্য্যরূপে পীড়া আরাম হইতে দেখা যায়। অনেকেই এই শক্তি অস্বীকার করেন। ইহা ইচ্ছাশক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। যে ব্যক্তির ইচ্ছাশক্তি অত্যন্ত বলবতী, তিনি তাঁহার ইচ্ছাশক্তি দ্বারা তাঁহার আভ্যন্তরিক বৈদ্যুতিক শক্তি অন্য শরীরে চালনা করিতে সক্ষম। এই প্রবল ইচ্ছাশক্তি দ্বারা পীড়ার সদৃশ লক্ষণ জন্মাইতে পারে এবং সেই লক্ষণ সমষ্টি রোগীর শরীর হইতে রোগীর আক্রান্ত জীবনী-শক্তিকে উত্তেজিত করিয়া দূর করিবার জন্য প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ করে। তদ্দারাই হোমিওপ্যাথিক ঔষধের শক্তির ন্যায় রোগীর শরীর হইতে লক্ষণগুলি দূর করিয়া দেয়।

নিম্নলিখিত প্রকারে এই শক্তি প্রয়োগ করা হয় ;—

দুইটী হস্তের তালু মস্তকের উপরিভাগে স্থাপন করিয়া প্রথমতঃ মধ্যম রকম ইচ্ছার সহিত মস্তকের চাঁদি হইতে আরম্ভ করিয়া ধীরে ধীরে পদের নখের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত নামাইতে হয়। জরায়ু হইতে রক্তস্রাব এবং আশু মৃত্যুর আশঙ্কা ইহা দ্বারা দূর হয়।

যদি শরীরের কোন অংশের দুর্ব্বল ভাব এবং কোন অংশের সবল ভাব দেখা যায় যেমন মস্তক পানে রক্ত ধাবিত, অনিদ্রা, দুর্ব্বল ব্যক্তির অস্থিরতা ইত্যাদিতে হস্তদ্বয় অধিকতর জোরের সহিত মস্তকের উপরিভাগ হইতে ঐরূপে পায়ের নখের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত নামাইতে হইবে।

ইহা দ্বারা দুর্ব্বল জীবনী-শক্তিকে সবল অথবা শরীরের কোন অংশ দুর্ব্বল হইলে তাহাতে স্বাভাবিক বল দান করে।

এই সমুদায় উপকার মেস্‌মেরিক্ শক্তি দ্বারা ভিন্ন অন্য কোন চিকিৎসা দ্বারা পাওয়া যাইতে পারে না।

ইহা দ্বারা স্থানীয় পীড়া যেমন পুরাতন ক্ষত, অন্ধদৃষ্টি, কোন অঙ্গের অবশ ভাবও আরাম হয়।

ঐতিহাসিক ঘটনার অনেক স্থলে মৃতদেহ পুনর্জ্জীবিত করিবার কথা যে পাওয়া যায় তাহা বাস্তবিক মিথ্যা নহে।

একজনের জীবনী-শক্তি অন্যদেহে সঞ্চার যে শক্তি দ্বারা হইতে পারে, তাহাকে পজিটিভ্ মেস্‌মেরিজম্ কহে। আর এক রকম মেস্‌মেরিক্ শক্তি প্রয়োগ করা হয়, তদ্দ্বারা ইহার বিপরীত ফল প্রকাশ করে। ইহাকে নেগেটিভ মেস্‌মেরিজম্ কহে।

এই নেগেটিভ্ মেস্‌মেরিজম্ দ্বারা নিদ্রার সঞ্চারণশীল ব্যক্তির চৈতন্যলাভ হয়। শরীরের কোন স্থানে অধিক পরিমাণ জীবনী-শক্তি একত্র হইলে, তথা হইতে সমভাগে সমুদায় শরীরে চালিত করিতে হইলে দক্ষিণ হস্তের তালু বিস্তার করিয়া ইহা শরীর হইতে ১ ইঞ্চি পরিমাণ দূরে রাখিয়া মস্তকের উপরিভাগ হইতে পায়ের নখের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত দ্রুতবেগে নামাইতে হয়। যত বেগে এই ক্রিয়া সম্পন্ন করা হয় তত শীঘ্র জীবনী-শক্তি বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

একটী স্ত্রীলোকের অত্যধিক মানসিক উত্তেজনার কারণ হইতে আর্ত্তব শোণিতের স্রাব রোধ হইয়া মৃতাবস্থায় পতিত ছিল। কেবল একবার দ্রুতবেগে নেগেটিভ্ মেস্‌মেরিক্ শক্তি প্রয়োগ করিবামাত্র স্রাব আরম্ভ হইয়া পুনর্জ্জীবিত হইয়াছিল।

দ্রুতবেগে নেগেটিভ্ মেস্‌মেরিক্ শক্তি প্রয়োগ দ্বারা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত অন্তঃকরণ শান্ত হয়, এবং অত্যন্ত জোরের সহিত পজিটিভ্ মেস্‌মেরিক্ শক্তি দ্বারা অত্যন্ত উদ্বিগ্নতার সহিত নিদ্রার অভাব দূর করে।

মেস্‌মেরিজমের দ্বারা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের কি উপকার সাধিত হয়?—ক্ষুদ্রতম মাত্রায় হোমিওপ্যাথিক উপযুক্ত ঔষধ প্রযুক্ত হইলে শক্তি অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন করে।

(a) অনভিজ্ঞ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকেরা কোন কোন দুর্দম্য পীড়া

শীঘ্র শীঘ্র আরাম করিবার জন্য ঘন ঘন ঔষধ প্রয়োগ করিয়া রোগীর অবস্থা এমত করিয়া ফেলে যে বোধহয় রোগী যেন ঔষধ দ্বারা চিকিৎসার বাহির হইল, এমন কি সামান্য একু আধ মাত্রা ঔষধেও রোগী যেন অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়ে, তখন পজিটিভ মেস্‌মেরিক্ শক্তি প্রয়োগ করিলে রোগীর ঐরূপ অবস্থা দূর করিয়া দেয় (সদৃশ আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞানের প্রাচীন পীড়া দেখ)।

(*b*) এইরূপ স্থানীয় পীড়া (চর্ম্মরোগ) ইত্যাদি যদিও এই শক্তি দ্বারা অন্তর্হিত হইতে দেখা যায়, তবুও ইহার আভ্যন্তরিক মূল কারণ বর্ত্তমান থাকিয়া যায়। আশু উপশমনকারী এলোপ্যাথিক চিকিৎসার ন্যায় ইহার শেষফল অনিষ্টকর নহে, যদ্দারা রোগী দুরারোগ্য হইয়া পড়ে। কিন্তু ইহার যোগে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার সাহায্যে পীড়া সমূলে আরাম হয়।

(*c*) মৃত ব্যক্তিকে সজীব করা দেখা যায় না। তবে যে ব্যক্তি অত্যন্ত দয়ালু, কাম রিপুকে জয় করিতে পারিয়াছে এবং যাহার মধ্যে অসাধারণ বীর্য্য আছে, তিনি তাহার প্রবল ইচ্ছা শক্তি দ্বারা তাঁহার শক্তি অন্যের মধ্যে এই উপায়ে প্রবেশ করাইয়া দিতে সক্ষম। তাহা দ্বারা এ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। মহাত্মা হ্যানিমান বলেন যে তাঁহার সহিত যে সমুদায় ক্ষমতাশালী মেস্‌মেরাইজারের দেখা হইয়াছিল, তাঁহাদের সকলেরই যেন ঐ গুণগুলি বর্ত্তমান ছিল, তিনি এরূপ বোধ করিয়াছিলেন।

(*d*) যে ব্যক্তিকে মেস্‌মেরাইজড্ করিতে হইবে তাহাকে রেসমের কাপড় ব্যবহার করিতে দিবে না।

(*e*) বহুদিন হইল যাহাদের জীবনী-শক্তি কম হইয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে তাহাদের নেগেটিভ মেস্‌মেরিক্ শক্তি প্রয়োগ করা উচিত নহে।

(*f*) হৃষ্ট পুষ্ট একটী গ্রাম্যবালক সামান্য কোন পীড়ার জন্য কোন একটী স্ত্রীলোকের নিকট মেস্‌মেরাইজড্ হইবার জন্য উপস্থিত হয়। বালকটীকে মেস্‌মেরাইজড্ করার পর সে রক্তশূন্য মৃতপ্রায় নিস্পন্দাবস্থায় পড়িয়াছিল। কোন [illegible] তাহাকে চৈতন্য করা যাইতে পারিয়াছিল না। আমি (হ্যানিমান) উহার ভ্রাতাকে তাহার মস্তকের উপরিভাগ হইতে দ্রুতবেগে এবং অত্যন্ত জোরের সহিত নেগেটিভ মেস্‌মেরিক্ শক্তি প্রয়োগের কথা বলায়, তিনি সেইরূপ করিবামাত্র বালকটীর জ্ঞান এবং স্বাস্থ্যলাভ হইয়াছিল।

নির্ঘণ্ট।

হ

—o—

সদৃশ আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান সূত্রের

পঞ্চম সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

প্রাচীন মতের চিকিৎসা যে কি তাহা নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান যাইতেছে :—

প্রাচীন মতের চিকিৎসকেরা রক্তাধিক্য বা দূষিত পদার্থ শরীরে থাকিয়াই যে পীড়ার কারণ হয় এরূপ অনুমান করেন তাহা তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভ্রম। এই ভ্রম বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদের অন্ধ বিশ্বাসের জন্য, তাঁহারা, রক্তাধিক্য এবং দুষ্ট পদার্থ শরীরে থাকিয়াই পীড়া জন্মাইয়া থাকে এইজন্য বৃথা কল্পনা করেন। জীবনের সার পদার্থ রক্ত শিরাচ্ছেদ দ্বারা, এবং পীড়া [illegible] অন্যান্য [illegible] দূষিত পদার্থ অন্যায় উপায় দ্বারা শরীর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার চেষ্টা পান। এই জন্য বমনকারক, বিরেচক, লালা নিঃসারক, মূত্রকারক এবং শ্লেষ্মা-উৎপাদক ইত্যাদি বহু প্রকারের শরীরের অপকারী পদার্থ প্রয়োগ করেন। তাঁহারা অবশ্য ভ্রমের অধীন হইয়া মনে করেন যে ঐরূপ করায় মূল পীড়া দূর হইয়া বাস্তবিকই নষ্ট পাইয়া থাকে, কিন্তু তাঁহারা বুঝিতে পারেন না যে ঐরূপ ঔষধ প্রয়োগ জনিত শরীরের সার পদার্থের অপচয় হেতু রোগীর স্বাস্থ্য পুনঃ কোনরূপেই স্থাপিত হইতে পারে না। কেবল মাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া শরীরের অপচয়কারী পদার্থ দীর্ঘকাল প্রয়োগে লাভের মধ্যে এই হয় যে, ঔষধজনিত দুরারোগ্য পীড়া মূল পীড়ার সহিত যোগ দিয়া বসে, এবং রোগী চিকিৎসার বাহির হয়। যখন দেখিতে পান রোগী চিকিৎসার বাহির হইল, তখন আশু উপশম দেখাইবার জন্য আশু-উপশমনকারী ঔষধ প্রয়োগ করিয়া রোগীকে আশ্চর্য্যান্বিত করেন। এই ঔষধের ক্রিয়া শেষ হইবামাত্র যখন রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হইবার উপক্রম হয়, তখন বিদায় পরিচয় দিতে আরম্ভ করেন। *

শরীরের উপরিভাগে কোন পীড়া, যেমন কোন প্রকারের চর্ম্মরোগ প্রকাশ পাইলে বলেন "ওটী স্থানীয় পীড়া, শরীরের অন্যান্য যন্ত্রের সহিত উহার

* এই জন্য তীক্ষ্ণবুদ্ধির চিকিৎসক উক্ত পীড়ার গ্রীক এবং ল্যাটিন নাম ব্যবহার করায় রোগী মনে করেন পীড়াটী যেন তাঁহার প্রাচীন পরিচিত বন্ধু।

কোন সংস্র' নাই," সুতরাং বাহ্য প্রয়োগের ঔষধ দ্বারা আরাম করিয়া থাকেন। তজ্জন্য শরীরের ভি তর পানে জীবনের অত্যন্ত আবশ্যকীয় কোন যন্ত্রকে আক্রমণ করিয়া বসে (স 'শ আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞানের প্রাচীন পীড়া দেখ)। অবশেষে যখন চিকিৎসক এই বর্দ্ধমান দুর্দ্দম্য পীড়ার জন্য কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়েন, তখন ঐ অন্ধ চিকি সক পরিবর্ত্তক ঔষধ প্রয়োগে ফল পাইতে ইচ্ছা করেন, সুতরাং অধিক মাত্রায় ক্যালমেল (পারদ) ইত্যাদির অপব্যবহারে রোগীর স্বাস্থ্য চিরকালের জন্য নষ্ট করিয়া দেয়।

মূল পীড়া যতই দুর্দ্দম্য হয় এলোপ্যাথিক চিকিৎসার ফল ততই শীঘ্র শীঘ্র তাহাদের দীর্ঘকাল স্থায়ী দুর্ব্বলকারী চিকিৎসার জন্য সাংঘাতিক আকার ধারণ করে, অর্থাৎ তাহাদের সদ্যঃ প্রাণনাশকারী চিকিৎসার কুফল মূল পীড়ার সহিত যোগ দিয়া রোগীর অবস্থা এত দূর শোচনীয় করিয়া ফেলে যে তাহাকে বহু চেষ্টায়ও রক্ষা করা যাইতে পারে না। প্রাচীন পীড়ার চিকিৎসকেরা তাঁহাদের অন্যায় চিকিৎসার নিমিত্ত যে অনিষ্ট করিয়া বসেন, ত জন্য তাঁহাদের দোষ প্রক্ষালনের জন্য পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক গ্রন্থকর্তার পুস্তক হইতে দৃষ্টান্ত দিয়া তর্ক করিয়া বৃথা যুক্তি প্রদর্শন করেন। তাঁহাদের মতের চিকিৎসায় হাজার কুফল প্রসব করুক না কেন, তবুও হাস্যকর অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসার মত সমর্থন করিবেন। প্রাচীন মতের চিকিৎসকদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাদের বহুদর্শিতার জন্য উক্ত চিকিৎসায় কুফল দেখিয়া নির্দ্দোষ কদলী পাতার সিদ্ধজল বা এইরূপ অন্য কোন প্রকারের জল সেবন করাইতেন, তাহাতেও অনেক রোগী আপনা আপনি রক্ষা পাইত।

বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত এইরূপ চিকিৎসা মনুষ্যের জীবনের ও মৃত্যুর উপর আধিপত্য স্থাপন করিতেছিল। এই চিকিৎসার ভাব সকলের মস্তিষ্কে এইরূপ দৃঢ়রূপে সংকৃষ্ট হওয়ায় পৃথিবীতে যত প্রবল সমরানল দ্বারা যত লোকের প্রাণ নষ্ট ও অসংখ্য কোটী লোকের দুঃখের কারণ হইয়াছে, তাহা হইতে অধিক এই চিকিৎসায় নষ্ট পাইয়াছে। প্রথমতঃ দৃষ্টান্ত দ্বারা তাঁহাদের এই চিকিৎসার দোষ প্রমাণ করাই আমার প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম; তদনন্তর আরোগ্যকারী যুক্তিমূলক চিকিৎসার কথা বিশেষরূপে বলিব।

শরীরের মধ্যে কোন দ্রব্য বা দুষ্ট পদার্থ থাকিয়াই যে পীড়ার কারণ হয় না,

ই সদৃশ চিকিৎসা যুক্তি দ্বারা বুঝাইবে অর্থাৎ জীবনী-শক্তি উত্তেজনাই পীড়ার কারণ তাহাই যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক দেখাইবে। সদৃশ ব্যবস্থানুসারে নির্বাচিত হইলে জীবনী-শক্তি পীড়ার বিরুদ্ধে ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া, যে পরিমাণ জীবনী শক্তি থাকে, সে পরিমাণ শক্তি প্রকাশ করিয়া নিশ্চয়রূপে পীড়ার কারণ দূর করিয়া থাকে। সুতরাং সদৃশ চিকিৎসক কারী কোন উপায় * অবলম্বন করেন না, অথবা যাহাতে রোগীর কোন য় এমত উপায় অবলম্বন করেন না, কারণ তিনি জানেন যন্ত্রণায় দুর্ব্বলতা পায়। তিনি সুস্থ শরীরে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে ঔষধের যে প্রকার প্রকাশ করিবার শক্তি আছে তাহাই রোগীকে সদৃশ-ব্যবস্থানুসারে প্রয়োগ অর্থাৎ সদৃশ ব্যবস্থানুসারে সুস্থ শরীরে যে ঔষধ সেবন করিলে পরীক্ষ-রীরে যে যে লক্ষণ প্রকাশ পায়, কোন রোগীতে যদি ঐরূপ লক্ষণসমষ্টি য়, তবে উক্ত রোগীকে ঐ ঔষধ সদৃশ ব্যবস্থানুসারে প্রয়োগ করিতে এই ঔষধ এরূপ শক্তি সম্পন্ন করিয়া এত কম মাত্রায় দীর্ঘকাল পর গ হইবে, যেন তদ্দ্বারা রোগী কোন ঔষধ জনিত লক্ষণ দ্বারা , অথচ প্রকৃতি তাহার আরোগ্যকারী ক্রিয়ার সাহায্যে নিজ ইহাকে শরীর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে সক্ষম। এইরূপে ঔষধ রলে রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে না অথচ বিনা কষ্টে শীঘ্র শীঘ্র সে স্বাস্থ্য চিরকালের জন্য প্রাপ্ত হইবে।

কিৎসা সরল বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু এই মতটী অত্যন্ত কঠিন হয়। সদৃশ ব্যবস্থানুসারে ঔষধ প্রয়োগ করিতে বিশেষ চিন্তা আবশ্যক করে, কিন্তু রোগী যে শীঘ্র শীঘ্র বিনা কষ্টে চিরকালের লাভ করে, এইটী ইহার পুরস্কার।

সার এক বিন্দুও রক্তপাত করে না, অথবা সে কখনও বমনকারক, বিরেচক, ঘাম কারক ঔষধ প্রয়োগ করে না; এই চিকিৎসায় বাহ্যপ্রয়োগের কোন রূপ চর্ম্মযোগ নিযুক্ত করে না, ঔষধমিশ্রিত জল স্নান বা বস্তি ক্রিয়া করে না, ফোড়া বা কৃত্রিম ক্ষত ইত্যাদি জন্মাইয়া দেয় না; লালা-নিঃসারক ঔষধ বা লৌহখণ্ড মাংসপেশীর মধ্যে বিদ্ধ করিয়া দেয় না। সদৃশ চিকিৎসক শরীরে পরীক্ষিত কেবল মাত্র একটী ঔষধ প্রয়োগ করেন, কোন প্রকারের না; যন্ত্রণা দূর করিবার জন্য কোন প্রকারের ওপিয়াম ব্যবহার করেন না।

সদৃশ চিকিৎসার মতটী সরল এবং অপরিবর্ত্তনীয় এবং ঔষধ প্রয়োগ অতীব সোজা। এই মতটী যে ভিত্তির উপর স্থাপিত, তাহা যদি ভাল হৃদয়ঙ্গম হয়, তবে ইহা সহজেই বুঝিতে হইবে যে ইহা ইহার পূর্ণাবস্থা উপ হইয়াছে, এবং কাহারও দ্বারা ই আক্রান্ত হইবা নহে। এই মতের অন্যথায় কিছু করিলেই ইহার বিশেষ ক্ষতি করা হয় (কা বহু কলসী দুগ্ধের মধ্যে এক বিন্দু গোচনা পড়িলেই সমুদয় দুগ্ধ নষ্ট হইয়া যায়)।

দিবা এবং রাত্রি অর্থাৎ আলো এবং অন্ধকারে যে প্রভেদ * সদৃশ এবং এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় সেইরূপ প্রভেদ।

কতকগুলি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক এলোপ্যাথিক মতে রোগ নিরূপণ (বাস্তবিক ... পারে না) করিয়া সদৃশ ব্যবস্থানুসারে ঔষধ প্রয়োগ করেন। সদৃশ চিকিৎসা যে কি তাহা তাঁহারা কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই বা তাঁহাদের অন্যান্য বৃথা অহঙ্কার কিম্বা তাঁহাদের রোগীর তাঁহারা কোন কষ্ট বোধ করেন না বলিয়াই এরূপ করিয়া থাকেন। রোগীর জন্য সদৃশ ব্যবস্থানুসারে নির্দ্দিষ্ট ঔষধটী বাহির ক... যে তুচ্ছ তাচ্ছল্য সে অপরাধ মার্জ্জনীয় নহে। যাঁহারা ঐরূপ করিয়া থাকেন, তাহার প্রধান কারণ অসদুপায়ে কেবল তাহাদের জন্য দুরাশা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এইরূপ চিকিৎসকের হস্তে লক্ষণসম্পন্ন কোন রোগী পতিত হয়, তবে, তাহাকে নিশ্চয়ই মৃত্যু হইতে হইবে। এবং রোগী নষ্ট হইলে এলোপ্যাথিক চিকিৎসকের হইবে যে রোগীর জন্য যত দূর করিতে হয়, তাহা করিয়াছেন, ঔষধ প্রয়োগের জন্য যে তাহার অপকার হয় নাই সে কথা কে

কোথেন,
২৮শে মাঘ, ১৩৩। — স্যামুএল্ হ

* হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বুঝিতে না পারিয়া সোরা জনিত পীড়ায় সদৃশ উদ্ভেদ বাহির করিবার চেষ্টা করা হইত এ ... অবশ্যই ... করিয়া অন্যায়পূর্ব্বক আরাম করিবার চেষ্টা করা হইয়া থাকে। কারণ এই চেষ্টা করিতে গেলে বিশেষ কৃতকার্য্য হওয়া হইতে পারে না। সুতরাং এ দিগের ন্যায় সদৃশ চিকিৎসকের ঝোঁক যেন ঐ দিকে না থাকে, তজ্জন্য করিতেছি। আমার বিশেষরূপ নিষেধ করিবার তাৎপর্য্য এই যে আমার পূর্ণাবস্থায় আসিয়াছে যে ঐরূপ উপায় অবলম্বন না করাই ভাল।